চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 153 Friday, 5 May, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ১৫৩ সংখ্যা ❋ ২১ বৈশাখ, ১৪৩০, শুক্রবার, ৫ মে, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

শুভেন্দু অধিকারীর দুটি মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। ...বিস্তারিত পাতা ৩

ময়নায় বিজেপি নেতার মৃত্যুতে প্রথম পাকড়াও, পুলিশের জালে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য। ...বিস্তারিত পাতা ৭

জম্মু-কাশ্মীরের কিশত্বরে ভেঙে পড়ল সেনাবাহিনীর ধ্রুব হেলিকপ্টার, আহত ৩ জন। ...বিস্তারিত পাতা ৬

এবার নেইমারের বাড়ির সামনে গিয়ে তাঁকে পিএসজি ছাড়তে বলেছেন এক দল সমর্থক। ...বিস্তারিত পাতা ৮

মালদার সভা থেকে মমতার আশ্বাস

নাগরিকত্বের কোনও ভয় নেই, আমিই গ্যারান্টার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ মেঃ মালদহ থেকে এনআরসি নিয়ে ফের অবস্থান স্পষ্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বললেন, ‘‘যেখানে আমি হচ্ছি গ্যারান্টার। সেখানে নাগরিকত্বের কোনও ভয় নেই।’’ মমতা নির্দেশ দেন, ‘‘সুজাপুর কনস্টিটিউন্সি, সাবিনা তুমি দেখে নাও।’’ এর আগেও ক্রমাগত এনআরসির বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন মমতা। মমতা বলেন, ‘‘এনআরসি নিয়ে আবার চিঠি পাঠিয়েছে ওঁরা। ডায়রেক্ট চিঠি পাঠায়নি। আপনাদের কথা দিচ্ছি, আমি করব না, করতেও দেব না। ভোট এলেই ওঁরা এই ধরনের চিঠি দেয়। যেটা অসমে করেছে, সেটা ওঁরা করতে চায়। কিন্তু নিজেদের নামগুলো ভোটার লিস্ট এ অবশ্যই তুলবেন। ভোটটা আপনাদের নাগরিক অধিকার। যাতে ওঁরা বলতে না পারে।’’ গঙ্গা ভাঙন নিয়েও এদিন মুখ খোলেন মমতা, পাশাপাশি প্রাপ্য বরাদ্দ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করেন। বলেন, ‘‘গত ৫ বছরে একটা টাকাও দেয়নি কেন্দ্র। আমরা তো এই ৫ বছরে ১ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছি ভাঙন রোধে। কিন্তু এই টাকাটাও জলে চলে যাচ্ছে। গঙ্গাভাঙন আজ থেকে ১৫ বছর আগে যেটা ছিল আজ এটা অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রতি বছর টাকাটা যাচ্ছে। টাকাটা জলে চলে যাচ্ছে। সিএসকে বলব নীতি আয়োগের সঙ্গে কথা বলতে। একটা সুন্দরবন প্ল্যান, গঙ্গা প্ল্যান, গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের কথা বলতে। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান আজও পড়ে আছে। আগামিকাল আমাদের ১২ বছর পূর্ণ হবে। আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি।’’ এদিন প্রশাসনিক সভা থেকে ফের বিএসএফ-কে নিশানা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ‘‘আপনারা সরকারি কর্মী। বিএসএফ বাড়াবাড়ি করলে ব্যবস্থা নিন, এফআইআর করুন।’’ ডিএ, এসপি, বিডিওদের এই কড়া বার্তাই দিলেন মমতা।

‘বিএসএফ বাড়াবাড়ি করলে ব্যবস্থা নিন, এফআইআর করুন’, পুলিশকে নির্দেশ মমতার

এদিন মালদার প্রশাসনিক বৈঠক থেকে মমতা বলেন, ‘‘আমি পুলিশ, বিডিও, ডিএম-দের বলব মনে রাখবেন আপনারা রাজ্য সরকারের কর্মচারী। রাজ্য সরকারে আপনারা খুব পাওয়ারফুল। এখানে কিন্তু, কেন্দ্র পাওয়ারফুল নয়। আপনার এলাকায় ঢুকে বিএসএফ যদি কোনওরকম গণ্ডগোল করে, কোনওরকম অনাচার করে, তাহলে এফআইআর করে কড়া ব্যবস্থা নিন। এটা মাথায় রাখবেন। বিএসএফের অত্যাচার আমি সহ্য করব না।’’ পাশাপাশি কালিয়াগঞ্জ ইস্যুতেও বিএসএফের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মমতা। গুলি চলেছে কোথা থেকে সেই প্রশ্নও এদিন করেন। মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের মৃত্যুতে বিএসএফকে নিশানা করে মমতা বলেন, ‘‘গুলিটা কে চালালো? আমি তো শুনেছি গ্রামটা বিএসএফ নিয়ন্ত্রণ করে। এটা কী সত্যি?’’ প্রশ্ন ছোড়েন পুলিশের দিকেও। জিজ্ঞেস করেন, ‘‘এ বিষয়ে পুলিশের কাছে কী কোনও তথ্য আছে? ওরা তো এখন ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে ঢুকে গিয়ে বর্ডারে বর্ডারে অত্যাচার করছে অনেক জায়গায়। অনেক খবর পেয়েছি। অনেকে এর মধ্যে মারাও গিয়েছে। এই গ্রামটা কী বিএসএফ সুভারভাইস করে? আমি জিজ্ঞেস করছি এই কারণে কারণ এ বিষয়ে তদন্ত হওয়া উচিত। গুলিটা কোথা থেকে চলল, কে চালল তা দেখা উচিত।’’ মমতার মন্তব্যে ফের নতুন করে শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছে বঙ্গ রাজনীতির অন্দরে। বিজেপি থেকে সিপিএম, সব দলের নেতারাই প্রতিক্রিয়া দিতে শুরু করেছেন। মমতার বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘‘প্রকাশ্যে দিনেরবেলায় পুলিশ গিয়ে গুলি চালিয়েছে সবাই দেখেছে। তারপরেও বলেছেন গুলিটা কোথা থেকে এল? আসলে উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের কোনও জায়গা নেই। তাঁদের এই অত্যাচার, মিথ্যাচারের জবাব মানুষ পঞ্চায়েতে দেওয়া শুরু করবে।’’ অন্যদিকে বাম নেতা সুজন চক্রবর্তীও আক্রমণ করেন মমতাকে। তিনি বলেন, ‘‘গুলি চালানোর দায় বিএসএফ কন্ট্রোল করে বলে তার উপর ছেড়ে দিয়ে রাজ্য পুলিশ তার দায় অস্বীকার করছে। উনি একাধারে মুখ্যমন্ত্রী আবার পুলিশ মন্ত্রীও। এ কার্যত উনি পুলিশের উপরই অনাস্থা প্রকাশ করলেন। বললেন ওর রাজ্য পুলিশ কালিয়াগঞ্জের দেখভাল করতে পারে না। আর তদন্ত যখন হচ্ছে তখন মুখ্যমন্ত্রীর এই আবোলতাবোল কথা কোনওভাবেই সমীচীন নয়।’’

‘কতদিন লাগবে তদন্ত শেষ করতে?’

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টের প্রশ্ন সিবিআই-কে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মেঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলা নিয়ে আবারও প্রশ্নের মুখে পড়ল তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। এর নিম্ন আদালতে একাধিকবার তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে সিবিআইকে একাধিকবার প্রশ্নবাণ ছুড়েছেন বিচারক। এবার

হাইকোর্টে শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। এদিন হাইকোর্টে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার অন্যতম অভিযুক্ত আবদুল খালেকের জামিনের মামলার শুনানি ছিল বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে। সেই শুনানিতে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, যে বা যারা এইসব বেআইনি নিয়োগের মামলায় মূল সুবিধাভোগী, তাঁরা কি গ্রেফতার হয়েছেন? এদিন নাম না করে দুর্নীতি মামলায় পরেশ অধিকারী ও তাঁর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারী গ্রেফতার হয়েছেন কিনা, নাম না করে সিবিআইয়ের কাছে কৈফিয়ত চান বিচারপতি। সিবিআইকে বিচারপতির প্রশ্ন, সিবিআই এতদিন তদন্ত করছে, তাহলে মূল সুবিধাভোগীদের কেন গ্রেফতার করা হয়নি? আবেদনকারীর পক্ষের আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এদিন আদালতে অভিযোগ করেন, আবদুল খালেকের নাম এফআইআর বা চার্জশিটে নেই। অথচ তাঁকে ৭৬ দিন ধরে আটকে রাখা হয়েছে। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। মূল ঘটনার সঙ্গে তার কোনও যোগ নেই। এরপরই তিনি আবদুল খালেককে আটকে রাখা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। তিনি সিবিআইয়ের থেকে জানতে চান, ‘‘ধৃত অভিযুক্তর থেকে কী কী তথ্য নথি পাওয়া গেছে?’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘কতদিন সময় লাগবে এই তদন্ত শেষ করতে? ধৃতের নাম চার্জশিটেও নাম নেই। শুধু সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে নাম দেবে বলে কি এইভাবে সিবিআই আটকে রাখার আবেদন করতে পারে?’’ শুনানি শেষে বিচারপতি জানান, এই মামলায় যেহেতু জালিয়াতির ধারা যুক্ত হয়েছে, তাই মামলাটি ডিভিশন বেঞ্চে শুনানির জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

পার্থর আপ্ত সহায়কের বাড়িতে সিবিআই হানা!

দুরন্ত বার্তা, নিউ ব্যারাকপুর, ৪ মেঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক সুকান্ত আচার্যর বাড়িতে আজ হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল সিবিআই। বৃহস্পতিবার সকালে সিবিআইয়ের পাঁচ সদস্যের একটি দল নিউ ব্যারাকপুরে সুকান্ত আচার্যর বাড়িতে পৌঁছয়। এর আগেও একাধিকবার সিবিআই দফতরে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল সুকান্তকে। এবার সরাসরি তাঁর বাড়িতে হানা দিল সিবিআই টিম। সার্চ ওয়ারেন্ট দেখিয়ে তল্লাশি করা হয় এদিন সুকান্ত আচার্যের বাড়িতে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে দুটি ফোন। একটি অ্যাডমিট কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের অ্যাডমিট কার্ড। সূত্রের খবর, সুকান্ত আচার্যের শালিকার ছেলের অ্যাডমিট কার্ডও নিয়ে গিয়েছে। এদিকে নিয়োগ দুর্নীতি তদন্তে আজ সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর বাড়িতেও হানা দেয় সিবিআই। দুর্নীতির তদন্ত করতে গিয়ে ‘কালীঘাটের কাকু’ হিসেবেই তাঁর নাম প্রথম আসে তদন্তকারী আধিকারিকদের হাতে। পরে তাঁকে তলবও করা হয় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। এবার সেই সুজয়কৃষ্ণের বাড়িতে হাজির কেন্দ্রীয় তদন্তকারী আধিকারিকের দল।

‘বিবেক বলে কিছু নেই? মেয়েটাকেও গ্রেফতার করলেন!’

ভেঙে পড়লেন অনুব্রত মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৪ মেঃ গরুপাচার মামলা গ্রেফতার অনুব্রত মণ্ডল ও তাঁর মেয়ে সুকন্যা মণ্ডল উভয়েই রয়েছেন তিহাড়ে। কেষ্ট রয়েছেন তিহাড়ের সাত নম্বর সেলে। আর তাঁর মেয়ে সুকন্যা রয়েছেন তার আগের সেলে। ৬ নম্বর মহিলা সেল হল তিহাড়ে সুকন্যার ঠিকানা। কিন্তু সুকন্যা জেলে যাওয়ার পর থেকে বাবা-মেয়ের দেখা হওয়ার সুযোগ হয়নি। এবার শেষ পর্যন্ত বাবা-মেয়ে মুখোমুখি হতে চলেছেন তিহাড়ে। অনুব্রতকে তিহাড় থেকে আসানসোলে পাঠানোর জন্য যে আবেদন করা হয়েছিল, তা এদিন খারিজ হয়ে গিয়েছে দিল্লির রাউস এভিনিউ কোর্টে। আগামী ৮ মে

পর্যন্ত বেড়েছে কেষ্টর জেল হেফাজতের মেয়াদ। আদালত থেকে বেরনোর সময় সুকন্যার সঙ্গে দেখা করার বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল কেষ্ট মণ্ডলকে। জবাবে তিনি জানালেন, ‘‘দেখা হয়নি। শনিবার দেখা করব। ও তো আমার মেয়ে। একশোবার দেখা করব।’’ অনুব্রতর মেয়ের সঙ্গে দেখা করার বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল তাঁর আইনজীবী সম্পৃক্তা ঘোষালকেও। তিনি বলেন, ‘‘মেয়ের গ্রেফতারি নিয়ে উনি বেশ ইমোশনাল হয়ে রয়েছেন। মেয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য ওনাকে তিহাড় জেলের সুপারের কাছে আবেদন করার কথা। আমি যা জানি, তিহাড় থেকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। শনিবার মেয়ের সঙ্গে ওনার তিহাড়ে দেখা হবে।’’ উল্লেখ্য, মেয়ের গ্রেফতারি নিয়ে শুরু থেকেই বেশ বিরক্ত অনুব্রত মণ্ডল। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে বার বার ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। কখনও বলেছেন, মেয়েকে গ্রেফতারি বাহাদুরির কাজ হয়নি। আজ আবার প্রশ্ন তুলেছেন, ইডির বিবেক নিয়ে। সূত্রের খবর, শরীর স্বাস্থ্যও নাকি ভাল নেই কেষ্টর। তিহাড়ের চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, অনুব্রতের হার্টের ৭৫ শতাংশ ব্লকেজ রয়েছে। সমস্যা রয়েছে লিভারেও। আদালতে নাকি ইডি অফিসারদের হাত ধরে কাতর আর্জি জানিয়েছেন অনুব্রত। কেষ্টকে বলতে শোনা গিয়েছে, ‘‘বিবেক বলে তো কিছু আছে। মেয়েটাকেও গ্রেফতার করলেন! বিবেক বলে কিছু নেই?’’ এমন অবস্থায় তিহাড় জেলে এই প্রথমবার মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে চলেছেন বীরভূমের ‘বাঘ’ অনুব্রত মণ্ডল। মেয়ে সুকন্যাও যে গ্রেফতারির পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন এবং তিনি বাবা ও বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন, সেই কথা আগেই জানিয়েছিলেন তাঁর আইনজীবী। এবার শেষ পর্যন্ত যখন বাবা-মেয়ের দেখা হতে চলেছে, তখন তাঁদের মধ্যে কী কী বিষয়ে আলোচনা হয়, সেই দিকেই নজর ওয়াকিবহাল মহলের।

মণিপুরে দেখা মাত্র গুলি করার নির্দেশে সায় রাজ্যপালের

ট্যুইটে উদ্বেগ প্রকাশ মমতার

ইম্ফল, ৪ মেঃ আরও ঘোরালো হচ্ছে মণিপুরের পরিস্থিতি। শান্তি ফেরাতে এ বার কঠোর পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন মণিপুরের রাজ্যপাল। বৃহস্পতিবার মণিপুরের রাজ্যপালের তরফ থেকে দেখা মাত্র গুলি করার নির্দেশ (শ্যুট অ্যাট সাইট) দেওয়া হল। গত ৩ মে মণিপুরে একটি আদিবাসী সংগঠনের প্রতিবাদ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে তীব্র অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। সেই ঘটনার জেরে হিংসাত্মক ঘটনা শুরু হয়। তাতেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মণিপুর রাজ্যপালের তরফ থেকে যে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সাব-ডিভিশনাল অফিসার ও সমস্ত একজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও স্পেশাল এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটদের এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ‘চরম কোনও পরিস্থিতিতে, যখন বোঝানো, সতর্ক করা ও কম ফোর্সে ব্যবহার কাজে আসবে না, তখন ভারতীয় আইন সিআরপিসি, ১৯৭৩-এর আওতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে দেখা মাত্র গুলি করার নির্দেশ দেওয়া হল।’ এখনও পর্যন্ত ৫ কলম সেনা ও অসম রাইফেলের সেনা মণিপুরে মোতায়েন করা হয়েছে। ১৪ কলম সেনা আপাতত স্ট্যান্ড বাই রাখা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৯ হাজার মানুষকে উপদ্রুত এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আরও অনেক মানুষকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হবে বলে খোঁজ মিলেছে। বুধবার ‘ট্রাইবল সলিডারিটি মার্চ’ নামে একটি কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে চুরচন্দপুরে দফায়-দফায় সংঘর্ষ শুরু হয়। সেই দিনের কর্মসূচিতে হাজার হাজার মানুষ অংশ নিয়েছিলেন। সেই সময়ই আদিবাসী ও অ-আদিবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। সেই হিংসা ছড়িয়ে পড়ার ঘটনার পর, মণিপুরের আট জেলায় ১৪৪ ধারা কার্যকর করা হয়েছে।

পাশাপাশি বন্ধ করা হয়েছে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা। আগামী পাঁচদিন বন্ধ থাকবে এই ইন্টারনেট পরিষেবা। ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, ‘আমি মণিপুরের ঘটনা নিয়ে উদ্বিগ্ন। এটা রাজনীতির সময় নয়। নির্বাচন ও রাজনীতি অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু আমাদের সুন্দরী মণিপুরকে আগে নিরাপদে রাখতে হবে। আমি সেই কারণে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।’

‘তলায় তলায় সেটিং পরিষ্কার!’

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ মেঃ মালদহের মানিকচকের সভায় একাধিক ইস্যুতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিশানা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি বলেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী করার জন্য মালদার ভূমিকা অনস্বীকার্য। মানুষ যাকে চাইবে, তাঁকেই পঞ্চায়েত ভোটে প্রার্থী করব। বিজেপির বৈমাত্রসুলভের আচরণের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। কংগ্রেস বাংলার আটকে রাখা টাকা ছাড়তে প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেনি।’’ অভিষেক আরও বলেন, ‘‘আমাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেখা করেননি। ২০১৯ সালে খগেন মূর্মূ ও আবু হাসেম খান জিতেছিলেন মালদহ থেকে। একদিকে বিজেপি, আর একদিকে কংগ্রেস। এরা বাংলার জন্য কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর প্রকল্প আনেনি। আর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার আসছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামীকাল সামশেরগঞ্জ যাবে। নদী ভাঙ্গন দেখতে।’’ অভিষেকের কথায়, ‘‘আগামী দিনেও কাজের ব্যতিক্রম হবে না। চোখে দেখে সিদ্ধান্ত নিন।

একা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাস্তায় নামলে লাভ নেই। আসল কথা বলবে মানুষ। যখন ইচ্ছা বাংলার টাকা ছাড়ব আর আটকে রাখব তা হবে না। দিল্লির রিমোট কন্ট্রোলে বাংলা চলবে না।’’ অভিষেক বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী যদি ভাবেন, রিমোট কন্ট্রোলের সুইচ টিপলে টাকা ছাড়ব, আর আটকাব তাহলে তিনি জানেন না। খগেন মূর্মূর মতো লোকেরা পৈতৃক সম্পত্তি ভাবেন। অধীর চৌধুরী দিদির পুলিশ চান না, অমিত শাহের পুলিশ চান। তলায় তলায় সেটিং পরিষ্কার। খালি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আর ভাঁওতা। গত ১০ বছরে একটা বৈঠক বাংলার জন্য করেনি। বিজেপি মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়। আর তার পরেই চিঠি লিখে বলে মালদা-মুর্শিদাবাদের টাকা বন্ধ করে দেয়। কোভিডের ভ্যাক্সিন কোভিশিল্ড। আর বিজেপি এমন একটা ভাইরাস, যার ভ্যাক্সিন এর নাম তৃণমূল কংগ্রেস।’’

‘হরিশ মুখার্জি রোডে মিছিলে আপত্তি কিসের?’, ডিএ আন্দোলনকারীদের অনুমতি দিলেন বিচারপতি মান্থা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মেঃ ডিএ সহ একগুচ্ছ দাবিতে সরকারি কর্মচারীদের মহা মিছিলে শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি দিল হাইকোর্ট। যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের আবেদন মেনে মিছিলে সায় দেওয়া হলেও জুড়ে দেওয়া হল কিছু শর্ত। ডিএ সহ একাধিক দাবিতে মহামিছিলের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সরকারি কর্মীদের যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ। আদালত এদিন জানান, একটি নির্দিষ্ট রুটেই এই মহামিছিল করতে হবে। হাজরা মোড় থেকে হাজরা রোড হয়ে কালীঘাট দমকল স্টেশন পর্যন্ত যাবে এই মিছিল। সেখান থেকে এগোবে ডানদিকে হরিশ মুখার্জি রোড ক্রশিং-এর দিকে এগোবে। সেই পথেই মিছিল যাবে সাবার্বান স্কুল রোড। এরপর ডানদিকে ডিএন রোড হয়ে হাজরা মোড়ে ফিরবে মিছিল। প্রসঙ্গত, এই রুটেই সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবন। এদিন আইনজীবী বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আদালতের শর্ত, শান্তিপূর্ণ ভাবেই মিছিল করতে হবে। কোনও উস্কানিমূলক মন্তব্য বা বক্তব্য রাখা যাবে না। দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৪ টে পর্যন্ত হবে এই মহামিছিল। মিছিলের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের এমন ১২ জনের

নাম আগেই জানাতে হবে পুলিশকে। ৩৫০০ কাছাকাছি মিছিলে জমায়েত হওয়ার কথা। একই সঙ্গে যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের ভাস্কর ঘোষ জানান, ‘‘আমাদের দাবি আদায়ের জন্যই এমন মিছিল।’’ এদিন শুনানিতে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা মন্তব্য করেন, ‘‘কলকাতার সব থেকে শান্তিপূর্ণ রাস্তা হচ্ছে হরিশ মুখার্জি স্ট্রিট। কেন পুলিশ মিছিলের অনুমতি দিচ্ছে না।’’ ডিএ-র দাবিতে এবার রাজ্য সরকারি কর্মীদের মিছিল হবে এবার শহরের অন্যতম ব্যস্ততম এলাকা হরিশ মুখার্জি রোডে। পুলিশ তিনটে বিকল্প রুট মিছিলের জন্য দিলেও, সূত্রের খবর, তাতে সায় নেই মিছিলকারীদের। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা এদিন শুনানি চলাকালীন মন্তব্য করেন, ‘‘প্রতি একদিন অন্তর হাজরা মোড়ে ধর্না বিক্ষোভ হয়। হঠাৎ হরিশ মুখার্জি রোড নিয়ে আপত্তি কেন থাকবে।’’ রাজ্যের তরফে জানানো হয়, ‘‘ওটা খুব স্পর্শকাতর এলাকা। ওই এলাকায় মিছিল করতে গিয়ে যদি ভিড় ছড়িয়ে যায় তার দায়িত্ব কে নেবে? ওই এলাকায় ১৪৪ ধারা রয়েছে।’’ মামলাকারীদের আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, ‘‘আমরা আবেদন করার পরে কিছু এলাকায় ৩ মে ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে।’’ বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা জানান, ‘‘সবাই যে আশঙ্কা করছে, সেটা কোর্টও অনুভব করছে। কোনও রকম অশান্তি এড়িয়ে মিছিল করতে হবে।’’

দলীয় কর্মীদের বিক্ষোভে থেমে গেল অভিষেকের কনভয়, রাস্তায় নেমে শুনলেন ভূরি ভূরি অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ মেঃ দলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ডকে কাছ থেকে পেয়েছেন তাঁরা। তাই এটাই ছিল তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড় সুযোগ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয় থামিয়ে স্থানীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। তাঁদের প্রত্যেকের হাতেই তৃণমূলের দলীয় পতাকা ছিল। অভিযোগ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের কথা শোনেন, তাঁদের মুখ থেকে নাম শুনে ডায়েরিতে লিপিবদ্ধও করেন। মালদার মালতিপুর বিধানসভার চাঁচল থেকে জনসংযোগ কর্মসূচি শুরু করেন অভিষেক। রতুয়ায় রোড শোয়ের পর মানিকচকের এনায়েতপুরে সভা ছিল তাঁর। কনভয় যখন ইংরেজবাজার ব্লকের বিনোদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মেঠো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, তখন সাততরি গ্রামে তাঁকে ঘিরে ধরেন স্থানীয় কয়েকজন গ্রামবাসী। তাঁদের দেখে গাড়ি থেকে নেমে আসেন অভিষেক। সে সময়ে গ্রামবাসীরা ব্লক সভানেত্রী প্রতিভা সিংয়ের বিরুদ্ধে অভিষেকের কাছে নালিশ করেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ ছিল, গ্রামে কোনও উন্নয়ন হয়নি। উন্নয়নের নামে গ্রামে প্রচুর টাকা লুঠ হয়েছে। তাঁদের আরও দাবি, গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরনো সদস্যদেরও টিকিট দেওয়া যাবে না। অভিষেক অবশ্য বিক্ষুব্ধদের কথা শোনেন। তিনি কিছু উত্তর না দিলেও

বিষয়টি নথিবদ্ধ করে চলে যান। উল্লেখ্য, এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্লক সভানেত্রী প্রতিভা সিং কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ বলে এলাকায় পরিচিত। যদিও বিনোদ পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বলেন, ‘‘অভিষেককে যাঁরা তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে নালিশ জানিয়েছে তারা কেউ তৃণমূল নয়। স্থানীয় সিপিএম নেতা মুকবেল মিঞা এই বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তাকে নেওয়া হয়নি তৃণমূলে। তিনি জমি মাফিয়া।’’ অভিষেকের নব জোয়ার ক্যাম্পে উপস্থিত বিনোদ পুরের উপ প্রধান বলেন, ‘‘প্রতিভা সিং ওকে ঢুকতে দেয়নি দলে, তাই নাটক করল। আসল তৃণমূল কর্মীরা কর্মসূচিতে ব্যস্ত।’’ তৃণমূলের নবজোয়ার কর্মসূচিতে একটি অন্যতম বিষয় হল ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। ব্যালট বাক্সে ভোট দেওয়া নিয়েও কম হুলুস্থুল কাণ্ড ঘটেনি। আসনে শীর্ষ নেতৃত্ব চাইছেন, ভোটের আগে জল মেপে নিতে। মানুষ তাঁর এলাকায় কাকে প্রার্থী হিসাবে দেখতে চান, সেটাই যাচাই করে নিতে চাইছে তৃণমূল। কিন্তু এই অ্যাসিট টেস্টেও ব্যাপক গোলযোগ! এই কর্মসূচিতে ব্যালট বাক্স নিয়ে বিশৃঙ্খলার ভুরি ভুরি অভিযোগ এসেছে। তবে অভিষেকের সামনেই স্থানীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেওয়ার ঘটনা এই কর্মসূচিতে প্রথম। এই বিষয়টিকে কটাক্ষ করেছেন বিরোধীরাও। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, ‘‘ওঁ প্রমোদ বিহারে গেছেন। কোটি কোটি টাকা খরচ করে। বায়ে ডাইনে সামনে ছয় দফা বাউন্সার ঘিরে রেখেছে। সেই বাউন্সার রাখা সত্ত্বেও দু’হাজার রাজ্য পুলিশ। সেই যাত্রাপথে তার গাড়ি থামিয়ে বিক্ষোভ দেখালো তৃণমূলের কর্মীরা। হয়তো এসপি, ওসি, সিআইদের অবিলম্বে খারিজ করে দেবে নিশ্চয়ই। অভিষেকের যাত্রাপথকে তারা নির্বিঘ্নে রাখতে পারল না। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টের পেয়েছিলেন। আজকে তাই ওঁর পাশে দাঁড়াতে গিয়েছেন।’’

অপ্রত্যাশিত আবহাওয়া দিল্লিতে, গরমের মাসে কুয়াশায় ঢাকল রাজধানী

নয়াদিল্লি, ৪ মে ঃ অপ্রত্যাশিত আবহাওয়া সাক্ষী থাকলেন রাজধানীর মানুষজন। বৃহস্পতিবার সকালে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ে যায় রাজধানী, গরমের মাসে কুয়াশা দেখে বিমোহিত দিল্লিবাসী। দিল্লিতে এই ধরনের আবহাওয়া সাধারণত মে মাসে দেখা যায় না। আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বাতাসে উচ্চ আর্দ্রতা, শান্ত বাতাস এবং দিনের ও রাতের তাপমাত্রার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য কুয়াশা তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করেছে।আইএমডি অনুসারে, দৃশ্যমানতা ৫০১ থেকে এক হাজার মিটারের মধ্যে হলে কুয়াশা হয়। দিল্লির কিছু অংশে বৃষ্টির পরই আবহাওয়া পাল্টে যায়। সফদারজং অবজার ভেটরি অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

''ব্যোমকেশ'' দেবের বিপরীতে ''সত্যবতী'' রুক্মিণী মৈত্র

কলকাতা, ৪ মে ঃবেশ অনেকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল ব্যোমকেশ রুপে হাজির হতে চলেছেন দেব । কিন্তু অভিনেতার সত্যবতী কে হবে সেই তৈরি প্রশ্ন ছিল সকলের মনেই । অবশেষে সেই প্রশ্নের অবসান ঘটিয়ে প্রকাশ্যে সত্যবতী । ''ব্যোমকেশ'' দেবের বিপরীতে ''সত্যবতী'' রুক্মিণী ।প্রতীক্ষা শেষে পরিচালক বিরসা দাশগুপ্তের হাত ধরে এবার ব্যোমকেশ রূপে দেখা যেতে চলেছে টলিউড তারকা দেবকে । কিন্তু কে হচ্ছেন সত্যবতী সেই নিয়ে ছিল জল্পনা। অবশেষে জানা গেল ''রিয়েল লাইফ'' জুটি দেব ও রুক্মিণীক মৈত্র ফের একবার পর্দায় ।এবার ব্যোমকেশ ও সত্যবতীর চরিত্রে দেব ও রুক্মিণী ।বিরসা দাশগুপ্তের পরিচালনায় তৈরি হচ্ছে ''ব্যোমকেশ ও দুর্গ রহস্য'' সেখানেই ব্যোমকেশের চরিত্রে দেব। সত্যবতীর চরিত্রে দেখা যাবে রুক্মিণীকে । নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে বেশ কিছু ছবি পোস্ট করে অভিনেত্রী নিজেও সেই খবর জানিয়েছেন । শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ''দুর্গ রহস্য'' অবলম্বনে এগোবে ছবির গল্প

অলিম্পিক স্বর্ণজয়ী অলিম্পিয়ানের রহস্যজনক মৃত্যু, টরি বোউই প্রয়াত

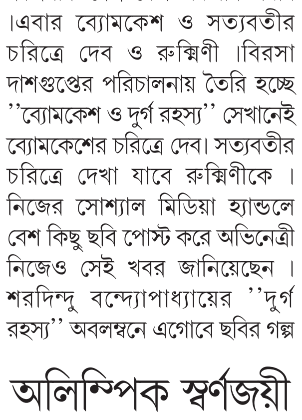

ফ্লোরিডা, ৪ মে ঃরিও ডি জেনেইরো অলিম্পিকে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড মাতিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের টরি বোউই। জিতেছিলেন একটি করে সোনা, রুপা ও ব্রোঞ্জ। যুক্তরাষ্ট্রের সেই অলিম্পিয়ান মাত্র ৩২ বয়সে পাড়ি জমালেন পরপারে। তিনি রিও ডি জেনিরোতে ১০০ মিটার রিলে সোনা ,১০০ মিটার স্প্রিন্টে রুপো ও ২০০ মিটারে ব্রোঞ্জও জিতেছিলেন তিনি।তিনটি অলিম্পিক পদক ও দুবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বোউইয়ের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন তাঁর এজেন্ট কিম্বার্লি হলান্ড। বুধবার রাতে (৩ মে) ফ্লোরিডায় নিজের বাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় তাঁকে। তাঁর মৃত্যুর কারণ এখনও জানা যায়নি। টরির আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ক্রীড়াঙ্গনে। যুক্তরাষ্ট্রের ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড বিবৃতি দিয়ে টরির বিদায়কে 'অপূরণীয় ক্ষতি' হিসেবে উল্লেখ করেছে। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে বিশ্ব অ্যাথলেটিকস সংস্থাও।

শরদ পাওয়ারের ঘোষণায় হতাশ এনসিপি, সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা জিতেন্দ্র আওহাদের

মুম্বই, ৪ মে ঃ এনসিপি প্রধানের পদ ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছেন শরদ পওয়ার। শরদের এই ঘোষণায় হতাশ এনসিপি শিবির। এবার এনসিপি-র জাতীয় সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন জিতেন্দ্র আওহাদ। গত বুধবার জিতেন্দ্র জানিয়েছেন, আমি দলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করেছি এবং নিজের পদত্যাগপত্র এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ারের কাছে পাঠিয়েছি। থানে এনসিপি-র সমস্ত পদাধিকারীরাও পওয়ার সাহেবের ঘোষণার পরে পদত্যাগ করেছেন।উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্রের প্রবীণ রাজনীতিবিদ শরদ পওয়ার তাঁর প্রতিষ্ঠিত ' কংগ্রেস পার্টি' (এনসিপি) প্রধানের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা করেছেন। তবে তাঁর ছেড়ে যাওয়া জায়গা কে নেবেন তা নিয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি। পওয়ার এই মন্তব্য নিজের আত্মজীবনীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে করেন। যা শুনে চমকে উঠেছেন তাঁর অনুগামীরা। দলের অনেকেই পওয়ারের সিদ্ধান্তে হতাশ।এদিকে, অন্যান্য দিনের মতো বুধবার সকালেও নিজের বাড়ি থেকে বেরোন পওয়ার। এনসিপি-র নতুন সভাপতি পদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গঠিত কমিটি শীঘ্রই মুম্বইয়ের ওয়াই বি চাভান সেন্টারে একটি বৈঠক করবে। এনসিপি নেতা অজিত পওয়ার এদিন মুম্বইয়ের ওয়াই বি চাভান সেন্টারে পৌঁছেছেন।

উত্তর প্রদেশে শুরু প্রথম দফার পুর নির্বাচন সকালেই ভোট দিলেন রাজনাথ, যোগী ও মায়াবতী

লখনউ, ৪ মে ঃকড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে উত্তর প্রদেশে শুরু হয়েছে পুরনির্বাচনের প্রথম পর্ব। বৃহস্পতিবার সকালেই নিজের ভোট দিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা রাজনাথ সিং। ভোট দেওয়ার পর রাজনাথ বলেছেন, লখনউয়ের সমস্ত ভোটারকে অমিত ভোট দেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি। গোরক্ষপুরে নিজের ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা থেকে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ পর্ব। চলবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।সকাল সকাল নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী। মায়াবতী বলেছেন, অন্য কোনও দলের সমর্থন ছাড়াই আমাদের দল একাই এই নির্বাচনে লড়ছে। আমরা আশাবাদী যে আমাদের দল ভাল সাড়া পাবে এবং আমরা ইতিবাচক ফলাফল পাব। আমি চাই রাজ্যের সমস্ত নাগরিক এই নির্বাচনে নিজেদের ভোট দিন। মায়াবতী আরও বলেছেন, উত্তর প্রদেশে পৌর নির্বাচনের প্রথম ধাপ এটি। অন্য দলের সমর্থন ছাড়াই আমাদের দল এই নির্বাচনে লড়ছে। আশা করি আমরা ইতিবাচক সাড়া পাব। বিজেপি নেতা সুধাংশু ত্রিবেদী লখনউ-এর ২৬৭ নম্বর ওয়ার্ডে শেরউড একাডেমিতে ভোট দিয়েছেন। উত্তর প্রদেশ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আগামী ১১ মে দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণ হবে। গণনা হবে ১৩ মে।

বিশ্বব্যাঙ্কের পরবর্তী সভাপতি হচ্ছেন অজয় বাঙ্গা, অভিনন্দন বাইডেন ও হ্যারিসের

ওয়াশিংটন, ৪ মে ঃ ভারতীয় বংশোদ্ভূত অজয় বাঙ্গা বিশ্বব্যাঙ্কের পরবর্তী সভাপতি হচ্ছেন। তিনি ডেভিড ম্যালপাসের স্থলাভিষিক্ত হবেন। মাস্টার কার্ড-এর প্রাক্তন মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিককে ব্যাঙ্কের ২৫ সদস্যের কার্যনির্বাহী বোর্ড নির্বাচিত করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা-সহ আন্তর্জাতিক নানা সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য ঋণদাতাদের সাহায্য করতে তাঁকে এর আগে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন তাঁকে এই পদের জন্য মনোনীত করেন। রাশিয়া অবশ্য ভোটাভুটিতে অংশ নেয়নি।বিশ্ব ব্যাঙ্কের ২৫ সদস্যের কার্যনির্বাহী পরিষদ বুধবার সংস্থার নতুন প্রেসিডেন্ট হিসাবে ভারতীয়-আমেরিকান অজয়কে নির্বাচিত করেছে। গত ফেব্রুয়ারিতে অজয়কে বিশ্ব ব্যাঙ্কের শীর্ষপদের জন্য মনোনীত করেছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বুধবার তাতে আনুষ্ঠানিক ভাবে ছাড়পত্র দিল সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ। এই প্রথম কোনও ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট পদ পেলেন। এর আগে ' আটলান্টিক' নামে একটি শেয়ার লেনদেনকারী সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান পদে ছিলেন অজয়। অতীতে মাস্টারকার্ডের সিইও পদে দায়িত্বও সামলেছিলেন। ২০১৬ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল তাঁকে।৬৩ বছর বয়সি অজয়ের জন্ম মহারাষ্ট্রের পুণেতে। দিল্লিতে সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের অর্থনীতির স্নাতক। পরে আহমেদাবাদ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট থেকে এমবিএ করেন। ' ইন্ডিয়া'-র হাত ধরে কর্মজীবন শুরু হয়েছিল তাঁর। এর পর কাজ করেন সিটি ব্যাঙ্কেও। অজয় বাঙ্গাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস।

শিশুকে যৌন হেনস্তা, কুকীর্তি ঢাকতে 'নিশি ভূতের' গল্প ফাঁদল অভিযুক্ত

পূর্ব বর্ধমান, ৪ মে ঃগত বুধবার রাতে কাটোয়ার মুস্তাপুর গ্রামের পুকুর পাড় থেকে বিধ্বস্ত অবস্থায় একটি শিশুকে উদ্ধার করা হয়। আপাতত কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সে। কাটোয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে শিশুটির পরিবার।এই ব্যাপারে চকোলেটের লোভ দেখিয়ে শিশুকে ডেকে নিয়ে গিয়ে যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রে খবর, যৌন নির্যাতনের পর নিজেকে বাঁচাতে ভূতের গল্প ফেঁদেছিল অভিযুক্ত। পুলিশ সূত্রে খবর, নির্যাতিতা শিশুর বাবা ভিনরাজ্যে কাজ করেন। মুস্তাপুরে মায়ের সঙ্গেই থাকত ভাই ও বোন। গ্রামে ধর্মরাজের পুজো চলছিল। সেই পুজোয় যেতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল শিশু। বিকেলের পর থেকে মেয়েটির কোনও হদিশ মেলেনি। অবশেষে রাতে একটি পুকুরের ধার থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করা হয়।জানা গিয়েছে, চকোলেটের টোপ দিয়ে ডেকে শিশুটিকে যৌন নির্যাতন করেছে অভিযুক্ত রাজু বিশ্বাস (২৫)। স্থানীয় সূত্রে খবর, রাস্তার ধারে একটি ঝোপে নিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে যৌন নিগ্রহ করে রাজু। শিশুটির চিৎকার বন্ধ করতে গলায় আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছিল সে। কুকীর্তি নিয়ে মুখ বন্দ্ব রাখার হুমকিও দিয়েছিল।অসমর্থিত সূত্রে খবর, রাজু মেয়েটিকে শিখিয়ে দিয়েছিল, কেউ যদি এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করে তাহলে সে যেন নিশি ভূতের উপর দোষ চাপায়। বলে, ' ভূতে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে'। পরিবারের অভিযোগ ভিত্তিতে রাজুর খোঁজ করছে পুলিশ।

কোভিড-সংক্রমণ বাড়ল সামান্য মৃত্যু নিয়ন্ত্রণেই, ভারতে আরোগ্যের হার ৯৮.৭৩ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৪ মে ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে, তবে আগের দিনের তুলনায় একটু বেড়েছে। সুস্থতার হারও ঊর্ধ্বমুখী। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৩,৯৬২ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-আক্রান্ত ১৫ জন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৩৬,২৪৪-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৮ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৫,৩১,৬০৬ জনের।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৩,৯২,৮২৮ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭৩ শতাংশ, বুধবার সারাদিনে সুস্থ হয়েছেন ৭ হাজার ৮৭৩ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০২,৩৬৩ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৬,৭৩,৪৩৫ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩ মে সারা দিনে ভারতে ১,৮২,২৯৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ব্যতিক্রম আয়োজিত কবিগুরুর ১৬২-তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে আসছেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিল্পী শামা রহমান

গুয়াহাটি, ৪ মেঃব্যতিক্রম মাসডো এবং বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনের উদ্যোগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২-তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রসন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১১ মে বৃহস্পতিবার বিকাল ৫-টায় গুয়াহাটির পাঞ্জাবাড়িতে অবস্থিত শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের মাধবদেব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকবেন বাংলাদেশের বিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী শামা রহমান।এ খবর দিয়ে ব্যতিক্রম মাসডো-র প্রতিষ্ঠাতা ড. সৌমেন ভারতীয়া জানান, ওই অনুষ্ঠানে শামা রহমান ছাড়াও বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে থাকবেন বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনার রুহুল আমিন ও তাঁর সহধর্মিণী ড. নবনীতা হক, রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ড. উষারঞ্জন ভট্টাচার্য, আইপিএস হীরেন নাথ প্রমুখ।ড. সৌমেন বলেন, ' আমাদের প্রাণের মানুষ। ২৫শে বৈশাখ তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আমাদের এই অনুষ্ঠান আশা করি নবপ্রজন্মকে আরও বেশি উজ্জীবিত করে তুলবে।'বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনার রুহুল আমিন বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ দীর্ঘদিনের এবং এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে ব্যতিক্রম মাসডো। ব্যতিক্রম-এর আয়োজনে এবং আমাদের সহযোগিতায় আগামী ১১ মে আবারও বাংলাদেশের শিল্পী শামা রহমান আসছেন, আমরা আশাবাদী, বৈদেশিক সম্পর্কে আরও শ্রীবৃদ্ধি হবে।শামা রহমান বলেন, ' ঠাকুরের সংগীত ও নৃত্য সাড়া বিশ্বে চর্চিত। আমি জানি, অসমিয়া সমাজেও অনেক রবীন্দ্র সংগীতের শ্রোতা রয়েছেন। ১১ মের অনুষ্ঠানটি খুবই ভালো হবে।'এদিনের অনুষ্ঠানে সবার উপস্থিতি কামনা করেছেন উদ্যোক্তারা। তাঁরা জানান, অনুষ্ঠানে সকলের প্রবেশ অবাধ।

শারদ পাওয়ারকে অব্যাহতি দেওয়ার বিষয়ে ৫ মে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বিশেষ কমিটি

মুম্বই, ৪ মে ঃ শরদ পাওয়ারের সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৫ মে একটি বিশেষ কমিটির বৈঠকে। বুধবার একথা জানিয়েছেন ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) জাতীয় সহ-সভাপতি প্রফুল্ল প্যাটেল। তিনি বলেন, বিশেষ কমিটির বৈঠকটি ৬ মে হওয়ার কথা ছিল, তবে এটি কেবল শারদ পাওয়ারের অনুরোধে একদিন আগে ডাকা হয়েছিল। শরদ পাওয়ার বলেছেন, বিশেষ কমিটির প্রতিটি সিদ্ধান্তই তিনি মেনে নেবেন।প্রফুল্ল প্যাটেল গত বুধবার সাংবাদিকদের বলেন, যদিও শরদ পাওয়ার দলের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা করলেও, তবুও তিনি দলের সভাপতি। তিনি আরও বলেন, নিজে তিনি দলের জাতীয় সহ-সভাপতি এবং তার অনেক দায়িত্ব রয়েছে। যে কারণে তিনি এই পদে আগ্রহী নন। তিনি বলেন, দলের বিশেষ কমিটির বৈঠকে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তা সাংবাদিকদের জানানো হবে, তাই সাংবাদিকদের এ বিষয়ে অনুমান করে সংবাদ সম্প্রচার করা উচিত নয়।প্রফুল্ল প্যাটেল বলেন, শারদ পাওয়ার তার বই প্রকাশ উপলক্ষে হঠাৎ পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। এটা কোনো নেতা, কর্মী চিন্তাও করেনি, তাই সবাই হতবাক। আমি নিজেই হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম, সেই কারণেই সমস্ত নেতারা শরদ পাওয়ারকে জাতীয় সভাপতি হিসাবে চালিয়ে যেতে বলেছেন। অনেক এনসিপি পদাধিকারী এবং নেতারাও তাদের নিজ নিজ পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন, কিন্তু তাঁদের পদত্যাগের কোনোটিই বৈধ নয়। সকলের কাজ করে যেতে হবে, সকল শ্রমিকদের স্বার্থে আগামী ৫ মে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

আবারও অশান্ত মণিপুর, ৮ জেলায় কার্ফু জারি করল প্রশাসন, ইন্টারনেটও বন্ধ

ইম্ফল, ৪ মে ঃনতুন করে ফের উত্তপ্ত হয়েছে উত্তর-পূর্বের রাজ্য মণিপুর। পরিস্থিতি সামলাতে সেনা নামিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। রাজ্যের ৮ জেলায় কার্ফু জারি করা হয়েছে। রাজ্যের স্পর্শকাতর জায়গাগুলিতে ৫ দিনের জন্য ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মণিপুরের আটটি জেলায় আইনশৃঙ্খলার অবনতি হওয়ায় সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।এই জেলাগুলি হল-বিষ্ণুপুর, ফেরজাওল, জিরিবাম, পশ্চিম ইম্ফল, থউবাল, টেংনোপাল, কাকচিং এবং কাংপোকপিয়। সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে ইন্টারনেট পরিষেবাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।মণিপুর প্রশাসন সূত্রে খবর, বুধবার রাতের দিকে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায় রাজধানী ইম্ফল, চূড়াচাঁদপুর এবং কাংপোকপিতে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবং হিংসার ঘটনা রুখতে রাতেই পথে নামানো হয় আধা সেনা এবং অসম রাইফেলসের আধিকারিকদের। সরকারি ভবনগুলিকে লক্ষ্য করে আক্রমণ শুরু হওয়ার পরেই প্রায় ৪ হাজার মানুষকে উদ্ধার করে সেনা শিবিরে আনা হয়েছে।উল্লেখ্য, মণিপুর সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যের বনাঞ্চল এবং জলাভূমির উপর জনজাতি মানুষদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার অভিযোগে আন্দোলন চলছিলই। রাজ্য প্রশাসনের অনৈতিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সংহতি মিছিলের ডাক দিয়েছিল রাজ্যের জনজাতি ছাত্র ইউনিয়ন (এটিএসইউএম)। সম্প্রতি সে রাজ্যের মেইতেই সম্প্রদায় তাদের তফসিলি উপজাতিভুক্ত করার দাবি তুলেছে। কিন্তু রাজ্যের তফশিলি সম্প্রদায়গুলি একযোগে তার বিরোধিতা করছে। সম্প্রতি মণিপুর হাইকোর্ট মেইতেইদের এই দাবিটি বিবেচনা করার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে। তারপরই নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে বিভিন্ন এলাকায়।

কুস্তিগীরদের প্রতি বিজেপির আচরণ লজ্জাজনক ও অহংকারীঃ অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৪ মে ঃ বিজেপির তীব্র সমালোচনা করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিংদ কেজরিওয়াল। বৃহস্পতিবার বিজেপির সমালোচনা করে কেজরিওয়াল মন্তব্য করেছেন, কুস্তিগীরদের প্রতি বিজেপির আচরণ লজ্জাজনক ও অহংকারী। হিংদিতে একটি টুইটে কেজরিওয়াল লিখেছেন, অহংকার বিজেপির মাথায়.উঠে গিয়েছে এবং গুণ্ডামি করে সিস্টেমটি চালাতে চাইছে বিজেপি। জনগণের কাছে কেজরিওয়াল আহ্বান জানিয়েছেন, বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে ছুঁড়ে ফেলার জন্য।প্রসঙ্গত, ভারতীয় কুস্তি সংস্থার সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের গ্রেফতারি চেয়ে দিল্লির যন্তর মন্তরে চলছে কুস্তিগীরদের আন্দোলন। সেখানেই বুধবার মধ্যরাতে হঠা পুলিশ এবং বিক্ষোভকারীদের মধ্যে শুরু হয় কথা কাটাকাটি। শেষ পর্যন্ত তা হাতাহাতিতে পৌঁছয়। বৃহস্পতিবার কুস্তিগীরদের আন্দোলন দ্বাদশতম দিনে প।ছে। মধ্যরাতের ঝামেলার ঘটনায় আম আদমি পার্টির (এএপি) বিধায়ক সোমনাথ ভারতী এবং কংগ্রেস নেতা দীপেন্দর হুডাকে আটক করেছে পুলিশ।

ছত্তিশগড়ের বালোদে এসইউভি গাড়ি ও ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত ১১, গভীর শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী বাঘেলের

বালোদ, ৪ মে ঃ ছত্তিশগড়ের বালোদ জেলায় এসইউভি গাড়ি ও ট্রাকের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ১১ জন। বুধবার রাতে ভয়াবহ এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। বালোদ জেলার জাগতারার কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতদের মধ্যে দু'টি শিশু ও ৫ জন মহিলা রয়েছেন। দুর্ঘটনার পরই ট্রাকের চালক পালিয়ে যায়, তাকে খুঁজছে পুলিশ। ছত্তিশগ।রে মুখ্যমন্ত্রী ভুপেশ বাঘেল এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন। নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।বালোদ-এর পুলিশ সুপার জিতেন্দ্র কুমার যাদব বলেছেন, বুধবার রাতে ৩০ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর পুরুর থানার অন্তর্গত জাগতারা গ্রামের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃতদের বাড়ি ধামতারি জেলার সোরাম-ভাটগাঁও গ্রামে, এসইউভি গাড়িতে চেপে সকলে বিয়েবাড়িতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুরুর থানার স্টেশন হাউস অফিসার অরুণ কুমার সাহু বলেছেন, কাঙ্কের জেলার মারকাটোলা গ্রামে একটি বিয়েতে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন সকলে। মৃতদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

সন্ত্রাসে অর্থায়ন মামলাঃজম্মু ও কাশ্মীরের ১৬টি ঠিকানায় তল্লাশি এনআইএ-র

শ্রীনগর, ৪ মে ঃ সন্ত্রাসে অর্থায়ন মামলায় জম্মু ও কাশ্মীরের ১৬টি ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চালাল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের মোট ১৬টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছে এনআইএ। এই ১৬টি ঠিকানার মধ্যে ১১টি জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায় ও ৫টি ঠিকানা জম্মু ও কাশ্মীরের কিশত্বর জেলায়।এনআইএ জানিয়েছে, জামাত-ই- ইসলামী সন্ত্রাসী অর্থায়নের মামলা ২০২১ সাল থেকে এজেন্সি দ্বারা তদন্ত করা হচ্ছে। সেই মামলাতেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা ও কিশত্বর জেলার ১৬টি ঠিকানায় তল্লাশি চালানো হয়েছে।

নাইজেরিয়ান নাগরিক সহ চার মাদক ব্যবসায়ীকে মুম্বইতে গ্রেফতার, ৬ মে পর্যন্ত পুলিশ হেফাজত

মুম্বই, ৪ মে ঃ মুম্বইয়ের পুলিশ ৩২ লাখ টাকার মাদকসহ একজন নাইজেরিয়ান নাগরিকসহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্তদের ৬ মে পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত।মামলার তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক বৃহস্পতিবার বলেন যে, ২২ এপ্রিল মাদক ব্যবসায়ী শশীকান্ত জগতাপ (৩১)কে গোরেগাঁওয়ে পুলিশের একটি দল ৫ লাখ টাকার মাদকসহ গ্রেফতার করেছিল। এই অভিযুক্তের খবরের ভিত্তিতে মুম্বইয়ের বিভিন্ন এলাকা থেকে একজন নাইজেরিয়ান নাগরিক সহ চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃত অভিযুক্তরা হলেন সুরাজ হাবিব শেখ, জহির ওয়াহাবুদ্দিন কুরেশি, রিযাজ নাসির আলি সাইয়িদ এবং নাইজেরিয়ান নাগরিক সানডে জন আমবেজ। এদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে এবং মূল মাদক চোরাকারবারীর বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

কলকাতায় কাজ শুরু 'সংহতি সম্প্রীতি উদ্যানে'র

কলকাতা, ৪ মে ঃ দুই ধর্মের ধর্মগুরুর মন্ত্রোচ্চারণে কাজ শুরু হল সংহতি সম্প্রীতি উদ্যানের। এই প্রথম পুরসভার কাজের শুরু মৌলবীর দোয়া পাঠ আর পুরোহিতের হোম যজ্ঞে।মোতিঝিল লেনের ডা. হাজরা মসজিদের ইমাম আর ট্যাংরা শীতলা মন্দিরের পুরোহিত একই সঙ্গে শুরু করলেন কলকাতা পুরসভার উন্নয়ন যজ্ঞের। ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডে এন্টালির মতিঝিলে ৭ বিঘার জলাশয় কচুরিপানায় ঢাকা পড়েছিল। এলাকার বাসিন্দারা ময়লা ফেলতেন এখানে। কালীপুজোর মধ্যেই এন্টালির মতিঝিলে মাথা তুলবে টলটলে জলাশয় আর ঝকঝকে খেলার মাঠ।মেয়র পারিষদ (পরিবেশ) স্বপন সমাদ্দার জানিয়েছেন, এন্টালির মতিঝিল এলাকায় ৭ বিঘার এই জলাশয় দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে কচুরিপানা থেকে আবর্জনায় ঢেকে ছিল। এর পাশেই রয়েছে প্রায় দুই বিঘার বেশি জমি। পরিত্যক্ত সে জমি জঙ্গলাকীর্ণ। মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে বিষয়টি জানান স্বপনবাবু। ঠিক হয়, একদিকে জলাশয় ও অন্যদিকে খেলার মাঠ তৈরি হবে।

বৌভাত হতেই অভিনয় ছেড়ে রান্নাঘরে অভিনেত্রী সুদীপ্তা

কলকাতা, ৪ মে ঃ সবেমাত্র সাতপাকে বাধা পড়েছেন অভিনেত্রী সুদীপ্তা বন্দ্যোপাধ্যায় আর তৃণমূল নেতা সৌম্য বক্সী । তৃণমূলের যুবনেতা তথা প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক স্মিতা বক্সী-পুত্রের সঙ্গেই সাত পাকে ঘোরেন সোহাগ জল-এর বেণী । বুধবারই বৌভাত হয় তাঁদের । বৌভাত মিটতেই বৃহস্পতিবার রান্নার কাজে ব্যস্ত অভিনেত্রী ।লাল বেনারসি, গা ভর্তি সোনার গয়না, কপালে চন্দন, মাথায় মুকুট পরে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন সুদীপ্তা । আর বিয়ের পরদিন ইনস্টাগ্রামে সে ছবি শেয়ার করে লিখেছিলেন, আমার সব হাসির শুরুটা বিয়ের দু দিন পর ৩ এপ্রিল সকালে প্রথা মেনেই হল ভাত কাপড়ের অনুষ্ঠান। সুদীপ্তার হাতে ভাত, শাড়ির থালা তুলে দিয়ে সৌম্য নিলেন সারা জীবন পাশে থাকার অঙ্গীকার । বউমার পাশে পাশেই দেখা মেলে স্মিতার । শাশুড়ি-বউয়ের শাড়ির রঙেও বেশ মিল ছিল।ভাত কাপড়ের দিন সকালে সিঁথি ভরে সিঁদুর ছিল সুদীপ্তার । গলা ভরাট সোনার নেকলেস। কানে ছিল কানবালা। সুদীপ্তার খাওয়ার সময়তেও পাশে ছিলেন সৌম্যর মা। অভিনেত্রীর কথায়, ' অমার কাছে বাড়িটা নতুন নয়। তিন বছর ধরে যাতায়াত করছি । সবাই খুব ভাল

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৫মেঃবৃহঃবার, ২১ বৈশাখ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৫মেঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২১ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২১ বৈশাখ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২১ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

আংশিক পরিস্কার আকাশ ।বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৫.০২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৬.০৫এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৯শতকরা এবং ৪৪শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বৃহঃবার । জোয়ার- সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত-৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ০৮মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে দিনেঃ ৬ টা - ০২মিনিটে মধ্যে হবে আজ হতে পারে।

রাশিফল

মেষরাশিঃ শরীরে ব্যথা বেদনা এবং উদ্বেগ সংক্রান্ত সমস্যা উড়িয়ে দেবেন না। আপনি অর্থের গুরুত্বটি খুব ভালভাবেই জানেন, যে কারণে আপনি আজ যে অর্থ সঞ্চয় করছেন তা ভবিষ্যতে হবে

বৃষভ রাশিঃমদ্যপান করবেন না-এতে ঘুমের ব্যাঘাত হয় এবং গাঢ় বিশ্রাম হয় না। সংসারে শান্তি হবে

মিথুন রাশিঃআপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা বর্ষণ করবে। শুভ দিন ।

কর্কট রাশিঃআপনার অভদ্র আচরণ আপনার স্ত্রীর মেজাজ নষ্ট করতে পারে। আপনাকে বুঝতে হবে যে তাকে অসম্মান করা হতে পারে

সিংহ রাশিঃঅবাঞ্ছিত চিন্তায় মন ভরাবেন না। বরং স্থির এবং দুশ্চিন্তামুক্ত থাকুন যাতে মানসিক দৃঢ়তা বাড়ে। বিবাহের যোগ হবে

কন্যা রাশিঃআপনার প্রবল সহনশীলতা এবং নির্ভীকতা ভীষণভাবে মানসিক ক্ষমতার উন্নতি করবে। আর্থিক ব্যয় হবে

তুলা রাশিঃআপনি অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ করবেন। বিবাহের যোগ হতে হবে

বৃশ্চিক রাশিঃঅত্যধিক দুশ্চিন্তা আপনার মানসিক শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে।এটি এড়িয়ে চলুন, যেহেতু উদ্বেগ,বদমেজাজ এবং দুশ্চিন্তার অল্পস্বল্পও শরীরকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

ধনু রাশিঃবাড়িতে অতিথি আসতে পারে আজকে। সংসারে শান্তি।

মকর রাশিঃঅন্যের সমালোচনায় সময় নষ্ট করবেন না- এতে শরীরের ক্ষতি হয়।। আর্থিক ব্যয়

কুম্ভ রাশিঃযারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং উপভোগ। বিবাহের যোগ হবে।

মীন রাশিঃস্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে

শিল্প তালুক নির্মাণের উপযোগী খাস জমি চিহ্নিত করে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেবে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মে ঃ রাজ্য সরকার খুব তাড়াতাড়ি শিল্প তালুক নির্মাণের উপযোগী খাস জমি চিহ্নিত করে উপযুক্ত পরিকাঠামো সহ বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার কাজ শুরু করবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দফতরের বিশেষ সচিব মেঘনাদ দে জানিয়েছেন, জেলাশাসকদের শিল্প গড়ার উপযোগী সরকারি জমি চিহ্নিত করতে বলা হয়েছিল। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলায় ৫ থেকে ৮ একর মাপের ৫৫ টি শিল্প তালুক গড়ার উপযোগী জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। এই জমিগুলি রাজ্য ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগমের হাতে তুলে দেওয়া হবে। নিগম তাদের পোর্টাল এবং সংবাদপত্রে শিল্প তালুক গড়ার বিজ্ঞাপন দেবে। উল্লেখ্য রাজ্য সরকার আগামী ৩ বছরে বিভিন্ন জেলায় ১০০ টি শিল্প পার্ক তৈরি করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে রাজ্য মন্ত্রিসভা শিল্প পার্ক নির্মাণের উদ্দেশ্যে একটি পৃথক নীতি চালু করেছে।

সেচ দফতরকে প্রাথমিক ভাবে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করল রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মে ঃ দুর্যোগের সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে প্রাক বর্ষা মরসুমে জরুরি কাজকর্মের জন্য সেচ দফতরকে প্রাথমিক ভাবে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করল রাজ্য সরকার। সম্ভাব্য দুর্গত এলাকাগুলিতে বন্যা মোকাবিলার সরঞ্জাম, স্লুইস গেট-সহ একাধিক পরিকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ, নদী বাঁধ মেরামত, সেচ- খালগুলির সংস্কার, পাম্পিং স্টেশনগুলির মেরামত ইত্যাদি কাজে সেই অর্থ ব্যয় করা হবে। বিধি মেনে দ্রুত কাজগুলি শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যে ডিমের চাহিদা মেটাতে একটি সংস্থা এখানে বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মে ঃ রাজ্যে ডিমের চাহিদা মেটাতে একটি সংস্থা এখানে বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে একশো একর জমির উপরে একটি ডিম উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করতে অন্ধ্রপ্রদেশের একটি সংস্থা ৭২ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে বলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। এই কেন্দ্রটি চালু হলে সংস্থা দিনে ৬ লক্ষ ডিম উৎপাদন করবে বলে লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। উল্লেখ্য বর্তমানে রাজ্যের উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে একটি ডিম উৎপাদন সংস্থা রয়েছে।

এক মাসেরও বেশি সময় ধরে সপ্তাহান্তে প্রায় তিন ঘণ্টা চলবে না কলকাতা মেট্রো

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মে ঃ মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, আগামী ৬ মে, শনিবার থেকে ১১ জুন, রবিবার পর্যন্ত দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়ে মহানায়ক উত্তম কুমার (টালিগঞ্জ) থেকে কবি সুভাষ (নিউ গড়িয়া) পর্যন্ত মেট্রো চলবে না। মেট্রো লাইনে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ এবং 'মেগা পাওয়ার ব্লকে'র কারণে আগামী ৬ মে থেকে ১১ জুন পর্যন্ত শনি এবং রবিবার কিছুটা সময় মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত মেট্রো চালানো হবে না। আগামী ৬, ১৩, ২০, ২৭ মে এবং ৩ জুন- এই ৫টি শনিবার সকাল ৬টা ৫০ মিনিট থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত মেট্রো চলবে না। শুধু দক্ষিণেশ্বর থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার পর্যন্ত স্বাভাবিক মেট্রো চলবে। সকাল ১০টার পর থেকে আবার দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত স্বাভাবিক মেট্রো পরিষেবা মিলবে। আগামী ৭ মে, ১৪ মে, ২১ মে এবং ৪ জুন- এই ৪টি রবিবার সকাল ৯ টা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত মেট্রো চলবে না। এই সময় দক্ষিণেশ্বর থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার পর্যন্ত মেট্রো চলবে। সকাল ১০টার পর দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত মেট্রো স্বাভাবিক নিয়মে চলবে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, আগামী ২৮ মে এবং ১১ জুন সকাল ৯টার বদলে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষের মধ্যে মেট্রো পরিষেবা শুরু হবে সকাল ১০টা থেকে। কলকাতা মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন, ''শুধু মাত্র শনি এবং রবিবার মেট্রো পরিষেবা নিয়ন্ত্রণ করা হবে। সপ্তাহের বাকি দিন গুলিতে স্বাভাবিক নিয়মেই মেট্রো চলবে।''

রাজ্যেও খুব তাড়াতাড়ি ই-পাসপোর্ট ব্যবস্থা চালু হতে চলেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মে ঃ সারাদেশের পাশাপাশি এই রাজ্যেও খুব তাড়াতাড়ি ই-পাসপোর্ট ব্যবস্থা চালু হতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ সিকিম ত্রিপুরা এবং আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের আঞ্চলিক পাসপোর্ট অধিকর্তা আশিস মিদ্ধ্যা জানিয়েছেন, ২০০৮ সালে পাইলট প্রজেক্ট এর আওতায় কিছু সংখ্যক ই- পাসপোর্ট জারি করা হয়েছিল। কিন্তু প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে ওই প্রকল্প গতি পায়নি। সাম্প্রতিকালে আধুনিক পরিকাঠামো এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির কারণে সেই সীমাবদ্ধতা অনেকটাই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক খুব তাড়াতাড়ি সারাদেশে ই পাসপোর্ট ব্যবস্থা চালু করতে চলেছে। ডিজি লকার চালু করে, পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়িয়ে পাসপোর্ট - এর ক্রমবর্ধমান আবেদনের নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে বলে তিনি জানান। আঞ্চলিক পাসপোর্ট অধিকর্তা জানিয়েছেন, গত বছরে কলকাতার আঞ্চলিক পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র থেকে ৬ লাখের কাছাকাছি নতুন পাসপোর্ট জারি করা হযেছে। চলতি বছরে ওই সংখ্যা ৬ লাখের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারে। তিনি বলেন, কোভিড অতিমানের কারণে নতুন পাসপোর্ট আবেদন এবং জারি করার সংখ্যা কমে গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে দৈনিক প্রায় তিন হাজার পাসপোর্টের আবেদন নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

বজবজ গুলিকাণ্ডে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে গ্রেফতার এক অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৪ মে ঃ বজবজ গুলিকাণ্ডে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃত শেখ সইফুদ্দিন ওরফে আফ্রিদি, রবীন্দ্রনগর থানা এলাকার বাসিন্দা। বুধবার রাতে কাকদ্বীপ থেকে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। সূত্রের খবর, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তাঁকে সনাক্ত করা গিয়েছে। বুধবার একটি পুরনো মামলায় আলিপুর আদালতে সাক্ষী দিতে যান বজবজের বিড়লাপুরের বাসিন্দা আলতাবউদ্দিন ওরফে হুলতাল। সাক্ষী দেওয়ার পর ট্রেনে চড়ে বজবজে পৌঁছান। তারপর বাইকে চড়ে নোদাখালি থানার চণ্ডীপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। দুপুর দু'টো নাগাদ বজবজ থানার কয়লাসড়ক মোড়ে একটি বাইকে চড়ে শোবরাজ গাজি নামে এক দুস্কৃতী-সহ বেশ কয়েকজন আসে। অভিযোগ, আলতাবউদ্দিনকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। চোখে লেগে মাথার পিছন দিয়ে গুলি বেরিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় অটোয় চড়েন আলতাবউদ্দিন। স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে এসএসকেএমে স্থানান্তরিত করা হয় তাঁকে। আলতাবউদ্দিনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। এমআরআইয়ে মেলেনি গুলি। এই ঘটনায় জখম সাক্ষীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করে। ধৃতের নাম এফআইআরে ছিল বলেই খবর।

বৃষ্টি কমবে, ৬ মে থেকে চড়বে তাপমাত্রা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মে ঃ কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গজুড়ে এবার তাপমাত্রার পারদ চড়বে, থেমে যাবে বৃষ্টিও। আগামী ৬ মে থেকে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে দিনের তাপমাত্রা বাড়তে পারে। ধীরে ধীরে চড়বে তাপমাত্রা। যদিও, বৃহস্পতিবার সকালে স্বাভাবিকই ছিল কলকাতার তাপমাত্রা, এদিন মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, ৫ মে থেকে বৃষ্টি কমবে দক্ষিণবঙ্গে, ওই দিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা অথবা পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বৃষ্টি হলেও হতে পারে। ৬ মে থেকে সর্বত্রই দিনের তাপমাত্রা বাড়তে পারে। আবহবিদরা আরও জানিয়েছেন, ৬ মে (শনিবার) দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হতে পারে। ৭ তারিখ তা নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই নিম্নচাপ ৮ মে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। তার পরে ৯ মে শক্তি বাড়িয়ে মধ্য বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোনে পরিণত হতে পারে এটি। অভিমুখ সম্পর্কে এখনই কিছু জানায়নি আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

নবান্ন অভিযানের পরিবর্তে শর্তসাপেক্ষে হাইকোর্ট নির্ধারিত রুটেই হাওড়ায় শান্তিপূর্ণ মিছিল কো-অর্ডিনেশন কমিটি সহ কয়েকটি সংগঠনের

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৪ মে ঃ নবান্ন অভিযানের পরিবর্তে মিলেছিল শর্তসাপেক্ষে আদালত নির্ধারিত রুটে মিছিলের অনুমতি। সেই রুটেই বকেয়া ডিএ-র দাবিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে মিছিল করলো কো-অর্ডিনেশন কমিটি। বকেয়া ডিএ-র দাবিতে কো-অর্ডিনেশন কমিটির আবেদনে আগেই মিছিলের অনুমতি দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। ৪ মে বৃহস্পতিবার শর্তসাপেক্ষে মিছিলের অনুমতি দেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। তবে হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল দুপুর ২.৩০ থেকে ৪.৩০- এর মধ্যে মিছিল করতে হবে। এবং সেই নির্দেশে মিছিলের রুট নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছিল হাওড়া ফেরিঘাট, বঙ্কিম সেতু, মহাত্মা গান্ধী রোড হয়ে হাওড়া ময়দানে শেষ করতে হবে মিছিল। সেইমতোই এদিন কো-অর্ডিনেশন কমিটির মিছিল হয় হাওড়ায়। এদিন যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে তাপস ত্রিপাঠী, সুকুমার পাইন এবং দেবব্রত রায় নবান্নে ডেপুটেশন দিতে যান। প্রসঙ্গত, এদিন দুপুর আড়াইটে নাগাদ হাওড়া স্টেশনের লঞ্চঘাট থেকে মিছিল শুরু হয়। মিছিলে প্রায় ৩৪ টি সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। মিছিলে কয়েক হাজার প্রতিনিধি এদিন অংশগ্রহণ করেন। মিছিলটি হাওড়া ফেরিঘাট থেকে শুরু করে ক্যাব রোড ধরে বঙ্কিম সেতু হয়ে হাওড়া ময়দান বঙ্গবাসী পৌঁছায়। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী সাড়ে ৪ টে নাগাদ যৌথ মঞ্চের কর্মসূচি শেষ হয়। এই মিছিলকে কেন্দ্র করে ছিল কড়া পুলিশি নজরদারি। এদিন সকাল থেকেই হাওড়া স্টেশন চত্বরে পুলিশি টহল চলে। সেখানে হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি, এসিপি পদমর্যাদার আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। ডিসি নর্থ অনুপম সিং জানান, মিছিলে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে হাওড়া স্টেশন চত্বর থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত প্রায় ২৫ টি সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়। ড্রোন দিয়ে নজরদারি চালানো হয়। হাওড়া ময়দানের আশেপাশের বহুতলের ছাদে পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়। যদিও শান্তিপূর্ণভাবেই হয় এদিনের নবান্ন অভিযান। যৌথমঞ্চের পক্ষ থেকে তাপস ত্রিপাঠী জানান, বিভাজনের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। পুলিশের ভূমিকা ঠিক আছে। কিন্তু হাওড়া পুরনিগমের ভূমিকা নিন্দনীয়। এখানে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। আমরা যা করেছি তা হাইকোর্টের নির্দেশে করেছি। পুলিশ মানতে বাধ্য হয়েছে। প্রসঙ্গত, ৪ মে নবান্ন অভিযানের অনুমতি চেয়ে প্রথমে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল কো-অর্ডিনেশন কমিটি সহ বেশ কয়েকটি সংগঠন। সেই মামলায় ৪ মে দুপুর ২.৩০ থেকে ৪.৩০-এর মধ্যে মিছিল নির্দিষ্ট রুটে করার শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি দেন বিচারপতি মান্থা। সেইমতোই এদিনের কর্মসূচি পালিত হয়। কোনও অপ্রীতিকর বা অশান্তির ঘটনা ঘটেনি।

ফেসবুক মিলন ঘটালো পাহাড়ের সাথে সুন্দরবনের, পুলিশ বাধা হয়েও কিছু বিঘ্ন ঘটেনি তাদের বিবাহিত জীবনে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৪ মে ঃ ফেসবুক মিলন ঘটালো পাহাড়ের সাথে সুন্দরবনের। তবে পুলিশ মাঝখানে চলে এলেও বিঘ্ন ঘটেনি তাদের বিয়েতে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পরিচয় ও ভালবাসার টানে পাহাড় থেকে সুন্দরবনে ছুটে এলেন এক যুবতী। শুধুমাত্র আমি তোমাকে ভালোবাসি। আর এই কথার ওপরে ভর করে। একে অপরের প্রতি আর কোন বাধাই যেন দাঁড়াতে পারে না। সাত সমুদ্র তেরো নদী পার করেও পৌঁছে যায় নিজের ভালোবাসার কাছে। আর তেমনি ঘটনার সাক্ষী থাকলো জয়নগর। প্রেমিকের সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করতে সুদূর আলিপুরদুয়ার থেকে চলে এলো জয়নগরে। যদিও পাহাড়ি বৌমাকে স্বাগত জানিয়েছেন ওই যুবকের পরিবার। আলিপুরদুয়ারের যাইগ্রাম থানার বাবলী এক্কা নামে একটি মেয়ে প্রথমে ফেসবুকের মাধ্যমে আলাপ, প্রেম ও বিয়ে করে জয়নগর থানার দক্ষিন বারাসতের নুরল্লাপুরের প্রসাদ সর্দার নামে একটি যুবককে।

মেয়েটির পরিবারের তরফে গত ১৫ এপ্রিল আলিপুরদুয়ারের যাইগ্রাম থানায় মেয়ের নিখোঁজের ডায়েরি করা হয়। আর তার পরে যাইগ্রাম থানার পুলিশ জয়নগর থানার সাথে যোগাযোগ করে। এবং জয়নগর থানার চেষ্টায় মেয়েটির সন্ধান পাওয়া যায়। পুলিশ জানতে পারে মেয়েটি সাবালক। সে জয়নগর থানার দক্ষিন বারাসত নুরল্লাপুরের আলু ব্যবসায়ী প্রসাদ সর্দার নামে এক যুবককে বিয়ে করে সংসার করছে। পাশাপাশি যুবতীর বাড়ির লোকেরা এই বিয়ে মেনে নিয়েছে কিনা সেটা কিন্তু বড় ব্যাপার নয়। পাহাড়ি বৌমাকে মন খুলে আপন করে নিয়েছে প্রশান্তর পরিবারের লোকজনের। যদিও সে ভাবে তোড়জোড় করে অনুষ্ঠান না হলেও ঘরোয়া বাঙালি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জীবনসঙ্গী হিসেবে খুশি প্রশান্তও। জয়নগর থানার পুলিশ গিয়ে নবগৃহবধু বাবলী এক্কা ও প্রশান্তর সাথে কথা বলে আসে। আর পাহাড় ও সুন্দরবনের মধ্যে এই মিলনে খুশি জয়নগরবাসী।

হ্যাম রেডিও ও পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে কাশ্মীরে মেয়ের সাথে কথা বললেন হারানি সেখ দীর্ঘ বছর পর

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ৪ মে ঃ হ্যাম রেডিও ও প্রশাসনের উদ্যোগে প্রায় ১৫ বছর পর কথা হলো মা মেয়ের মধ্যে। বাড়ি ছেড়ে প্রায় ১৫ বছর আগে কাকার সাথে কাশ্মীরে চলে গিয়েছিলেন কুলতলির বাসিন্দা রুবিনা বেগম (২৮)। আর তারপর থেকে পরিবারের সঙ্গে কার্যত আর কোনও যোগাযোগ ছিল না। পুলিশ প্রশাসন ও হ্যাম রেডিয়োর সাহায্যে এত দিন পরে কুলতলিতে বাবা-মায়ের খোঁজ পেলেন কাশ্মীরের বারামুলার ঐ গৃহবধূ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ছেলেবেলায় ১৩ বছর বয়সে প্রতিবেশী এক কাকার সঙ্গে কাশ্মীরে বেড়াতে যান রুবিনা। সেখানেই পাত্র খুঁজে রুবিনার বিয়ে দিয়ে ফিরে আসেন সেই কাকা। কাশ্মীরের বারামুলায় তখন থেকে সংসার শুরু করে ঐ নাবালিকা মেয়েটি। বর্তমানে ২৮ বছরের রুবিনার তিন সন্তান রয়েছে। বিয়ের পরে চেষ্টা করেও বাবা-মায়ের সঙ্গে কোনভাবেই যোগাযোগই করতে পারেননি তিনি। এ ভাবেই কেটে গিয়েছে প্রায় ১৫ বছর। পরবর্তীকালে সেখানকার এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাহায্যে জাতীয় মহিলা কমিশনে চিঠি লেখেন রুবিনা। মায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাওয়ার আবেদন করেন তিনি। আর তাঁর পরেই জাতীয় মহিলা কমিশনের মাধ্যমে বারুইপুর মহিলা থানার ওসি কাকলি ঘোষ কুন্ডুর কাছে খবরটি আসে। আর বারুইপুর মহিলা থানার ওসি হ্যাম রেডিওর সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাসের সাথে যোগাযোগ করেন এই বিষয়ে। অনেক ছোটবেলায় এলাকা ছাড়ায়, নিজের ঠিকানা সে ভাবে জানতেন না রুবিনা। শুধু সুন্দরবন টুকু মনে ছিল তাঁর। তার উপরে ভরসা করেই খোঁজ শুরু করে পুলিশ। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় হ্যাম রেডিও। বুধবার সুন্দরবনের কুলতলি থানার দেউল বাড়ির মাধবপুর গ্রামে রুবিনার পরিবারের সন্ধান মেলে। পুলিশের তরফে তাঁর বাবা, মা-সহ বাড়ির লোকজনকে থানায় নিয়ে এসে ভিডিয়ো কলে কথা বলানো হয় রুবিনার সঙ্গে। দু'পক্ষই নিজেদের চিনতে পারে। এত দিন পরে দেখা হওয়ায় আবেগে ভেসে যান সকলে। দ্রুত মাকে নিয়ে কাশ্মীরে যাবেন বলে বৃহস্পতিবার কুলতলি থেকে জানান রুবিনার ভাই হাসান আলি সেখ। এদিকে এদিন হ্যাম রেডিওর সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস বলেন, ঐ মহিলা প্রথমে শুধু সুন্দরবনের কথা বলেন। আরও জিজ্ঞেস করতে জয়নগর মজিলপুর স্টেশন, কাঁটামারি স্কুলের কথাও আবছা মনে করতে পেরেছিলেন। তা দিয়েই শুরু হয় আমাদের খোঁজ। জানা যায় ১৫ বছর আগে কাশ্মীরের বারমুলার স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী রিয়াদ আহমেদের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন তাঁরই প্রতিবেশী এক কাকা। তারপর থেকে আর কোনো যোগাযোগ নেই দুই পরিবারের মধ্যে। মায়ের সাথে কথা বলতে না পারায় সম্প্রতি মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েন ওই গৃহবধূ। সেখানে তাঁর চিকিৎসা করা হয়। তাঁর পরে ওই গৃহবধূ ও তাঁর শ্বশুরবাড়ির তরফে জাতীয় মহিলা কমিশনের কাছে গত ২ মে আবেদন জানানো হয়। আর মেয়ের সাথে এত বছর পর কথা বলে খুশি ওই গৃহবধূর মা হারানি সেখ। কয়েক দিনের মধ্যে মেয়ের কাছে যাবে হারানি সেখ। আর দুই পরিবারের মধ্যে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পেরে খুশি হ্যাম রেডিও ও পুলিশ প্রশাসন।

শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে মামালা থেকে একের পর এক সরে গেলেন বিচারপতি, চাঞ্চল্য রাজনৈতিক মহলে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মে ঃ একবার নয় দুই দুইবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতার শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে করা মামলা থেকে সরে গেলেন বিচারপতি। বিচারপতি পার্থসারথি সেনের পর এবার বিচারপতি রাজশেখর মান্থা। দুটি মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন করেছিল রাজ্য কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের রায়কেই বহাল রেখে পুনরায় মামলা দুটি কলকাতা হাইকোর্টে ফেরত পাঠায়। পাশাপাশি দেশের সর্বোচ্চ আদালত কলকাতা হাইকোর্টকে মামলা দুটির দ্রুত নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেয়। আর এরপরেই মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি রাজশেখর মান্থা। দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের আবেদন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিচারপতি মান্থা জানিয়েছেন, রাজ্যকে দেখে মনে হচ্ছে মামলাকারী যেন ইচ্ছে করে শুনানি পিছিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, আদতে কোন পক্ষই দ্রুত শুনানিতে আগ্রহী নয়। মামলা পুনরায় সুপ্রিম কোর্ট থেকে ওনার এজলাসে ফিরে আসলে মামলা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে বিচারপতি মান্থা জানিয়েছেন, হাইকোর্টে আরও ৫৩ জন বিচারপতি থাকা সত্ত্বেও কেন বারবার তার এজলাসেই মামলা ফেরত আসছে। তার এজলাসে দীর্ঘ শুনানির সময় নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগে একই মামলা থেকে সরে দাঁড়িয়ে ছিলেন বিচারপতি পার্থসারথি সেন । তিনি এই দুটি মামলা থেকে সরে দাঁড়ালে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মামলা দুটিকে বিচারপতি রাজশেখর মান্থার এজলাসে পাঠিয়ে দেন। সে সময় কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে করা ২৬ টি এফআইআর এর উপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ এর আদেশ দেয় এবং আদালতের অনুমতি ছাড়া ওনার বিরুদ্ধে আর কোন এফ.আই.আর করা যাবে না বলে মন্তব্য করেন। এরপরই রাজ্য সরকার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চে আর্জি জানালে, বিচারপতি পূর্বের রায়কেই বহাল রাখেন এবং শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে করা পুলিশের ২৬ টি এফ.আই.আর গুলির উপর থেকে স্থগিতাদেশ তুলতে অস্বীকার করেন। এরপর মামলাটির প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানায় রাজ্য দেশের সর্বোচ্চ আদালত তার পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে, যদি প্রয়োজন মনে করে তবেই সুপ্রিম কোর্ট এই মামলাগুলিতে হস্তক্ষেপ করবে অন্যথায় মামলা দুটিতে যদি কোন রদবদল করতে হয় তাহলে রাজ্যকে প্রথমে হাইকোর্টে আবেদন করতে হবে। বিচারপতি পার্থসারথি সেন, বিচারপতি রাজশেখর মান্থার পর এখন কার এজলাসে মামলা ওঠে সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

সিঙ্গুরে পাথর বোঝাই ট্রাক্টর উল্টে চালকের মৃত্যু

বনস্পতি দে, হুগলি, ৪ মে ঃ সিঙ্গুরে পাথর বোঝাই ট্রাক্টর উল্টে একজনের মৃত্যু পুলিশের স্থানীয় সূত্রের খবর বৃহস্পতিবার দুপুর তিনটের সময় সিঙ্গুরের পেট্রোল পাম্প থেকে নসিবপুরের দিকে পাথর বোঝাই একটি ট্রাক্টর পথশ্রী প্রকল্পের কাজ হচ্ছে রাস্তা তৈরি হচ্ছে। নসিবপুরে ভাতলা গ্রামে সেখানে পাথর নিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় পাথর বোঝাই ট্রাক্টরটি হঠাৎ ব্রেক ফেল করে রাস্তার পাশে নয়নজুলিতে পড়ে যায় এবং জলের তলায় ট্রাক্টরের ড্রাইভার চাপা পড়ে তার মৃত্যু হয়। মৃতের নাম তপন সূত্রধর, বাড়ি হরিপালে বয়স ৪৫ এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। গ্রামবাসীদের বক্তব্য বৃহস্পতিবার দুপুরে পাথর নিয়ে একটি ট্রাক্টর যাচ্ছিল। রাস্তা তৈরি হচ্ছে নসিবপুরের ভাতলা গ্রামে। সেখানে যাচ্ছিল। হঠাৎ ব্রেক ফেল করে ট্রাক্টর টি উল্টে রাস্তার পাশে নয়ন জুলির জলে উল্টে যায় তাতে চাপা পড়ে ড্রাইভার মারা যায় খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আছে ট্রাক্টর টিকে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বিপুল পরিমাণ মাদকসহ এসটিএফের হাতে ধৃত দুই পাচারকারী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মে ঃ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বিশেষ টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) বিপুল পরিমাণ মাদকসহ ধৃত দুই পাচারকারী। বৃহস্পতিবার এসটিএফের এসপি আইপিএস ইন্দ্রজিত বসু এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, বুধবার গভীর রাতে সুনির্দিষ্ট তথ্য পেয়ে হুগলি জেলার ডানকুনি থানার অন্তর্গত গোল্ডেন হোটেলের সামনে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ঘিরে রাখে এসটিএফ। দুই চোরাকারবারীর আসার খবর আগে থেকেই ছিল। সেইমতো তল্লাশি চালিয়ে দুজনকে ঘিরে ফেলে হেফাজতে নেওয়া হয়। তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে এক কেজি হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে, যার বাজার মূল্য প্রায় এক কোটি টাকা। এছাড়া ২০ লাখ টাকা নগদ ও দুটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। দুজনকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতরা ননি গোপাল বিশ্বাস (৩০) বীরভূম জেলার খয়রাসোলের বাসিন্দা এবং উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরের বাসিন্দা প্রসেনজিত সরকার (২৮)। উভয়ের বিরুদ্ধে ডানকুনি থানায় এনডিপিএস আইনের ধারায় মামলা নথিভুক্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মাদক কোথা থেকে আসলো, কোথা থেকে নিচ্ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ডাকাতির আগেই নেউতলা থেকে ধৃত এক দুস্কৃতি

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৪ মে ঃ ডাকাতির আগেই ধৃত এক দুস্কৃতি জয়নগর থানার নেউতলা এলাকা থেকে। বৃহস্পতিবার পাঠানো হলো জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে। বুধবার রাতে টহলরত অবস্থায় জয়নগর থানার এএসআই পৃথিশ কুমার ঘোষ সহ পুলিশের টিমের নজরে আসে জয়নগর থানার নেউতলা এলাকায় এক ব্যক্তি সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করছে। তাকে প্রথমে আটক করে জিজ্ঞেসাবাদ করে পুলিশ। এবং পরে তাকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে যায়। ধৃতের নাম জিয়ারুল মন্ডল, বাড়ি ক্যানিং থানার ধর্মতলা এলাকায়। ধৃতকে বৃহস্পতিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হল। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।

পথশ্রী প্রকল্পের একাধিক রাস্তা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ক্যালভার্টের কাজের সূচনা করলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্ত মন্ত্রী পুলক রায়, বৃহস্পতিবার উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের বালীচাতুরী, নবগ্রাম, ধান্দালী, ও বেলাড়ী পঞ্চায়েতের একাধিক রাস্তা ও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ক্যালভার্টের কাজের সূচনায় মন্ত্রী পুলক রায় ছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর ১ নং ব্লকের বিডিও তন্ময় কার্যী, শ্যামপুর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সেখ নাসরিন, হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্যা করবী ধুল, সহ একাধিক পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যরা।

পেনশনের দাবিতে পুরসভার গেটের সামনে ধর্ণায় অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ মে ঃ পেনশনের দাবিতে থালা, বাটি হাতে হাওড়া পুরসভার গেটের সামনে বৃহস্পতিবার ধর্ণায় বসেন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা। তাদের অভিযোগ তারা কেউ কেউ পাঁচ বছরেরও বেশি চাকরি

থেকে অবসর নিয়েছেন। অথচ তারা পেনশন পাচ্ছেন না। তাদের অ্যাডহক পেনশন দেওয়া হচ্ছে। যা দিয়ে তারা সংসার চালাতে পারছেন না। অনেক অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী বয়সের ভারে কাজকর্ম কিছুই করতে পারেন না। অনেকের শরীর অসুস্থ। এদের মধ্যে তিনজন ক্যান্সারে আক্রান্ত। এই অবস্থায় পেনশনটুকুই তাদের সম্বল। তারা চান অবিলম্বে তাদের পেনশনের ব্যবস্থা করা হোক। তাদের অভিযোগ প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি কিছুই তারা পাচ্ছেন না। তাদের নিজেদের টাকা তারা পাচ্ছেন না। এমন কি পেনশন পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না। যে অ্যাডহক পেনশন দেওয়া হচ্ছে তাতে তাদের সংসার চালানোর মতো পরিস্থিতি নেই। এই অবস্থায় পুর কমিশনারের কাছে জানিয়েও কমিশনার তাদের আলোচনায় ডাকেননি। সব মিলিয়ে এদিন সকাল থেকে হাওড়া পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা পেনশনের দাবিতে পুরসভার গেটের সামনেই থালা, বাটি হাতে নিয়ে ধর্না ও অবস্থান বিক্ষোভ করেন।

জাতীয় পারমিট নিয়ে রাজ্যে মাল বহন করতে পারবে না কোনও ট্রাক, লরি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মে ঃ রাজ্যের পণ্য পরিবহণে যে কোনও ধরনের ট্রাক বা লরির ব্যবহারে এ বার রাশ টানতে চলেছে পরিবহণ দফতর। এই ব্যাপারে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে পরিবহণ দফতরের তরফে। বৃহস্পতিবার নবান্ন সূত্রে এ খবর জানা যায়। বিজ্ঞপ্তিটি জারি করেছেন দফতরের সচিব সৌমিত্র মোহন। তাতে বলা হয়েছে, এখন থেকে আর জাতীয় পারমিট থাকা কোনও পণ্য পরিবহণকারী যান, যেমন ট্রাক বা লরি পশ্চিমবঙ্গের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মালপত্র নিয়ে যেতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পারমিট থাকা পণ্য পরিবহণকারী যানগুলি এই কাজ করতে পারবে। এই সিদ্ধান্ত যে কেন্দ্রীয় পূর্ত সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনার পরেই নেওয়া হয়েছে তা-ও বিজ্ঞপ্তি শুরুতেই উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, গত কয়েক বছর ধরেই রাজ্যের পণ্য পরিবহনে জাতীয় পারমিট থাকা ট্রাক বা লরিগুলি পশ্চিমবঙ্গে এসে কাজ করছে বলে অভিযোগ জমা পড়ছিল। বিষয়গুলি পরিবহণ দফতরের নজরে আসে বিভিন্ন বিল এবং চালানের রসিদ দেখার পর। প্রথমে বিষয়টি নিয়ে আমল না দেওয়া হলেও, পরে গুরুত্ব বুঝে আলোচনা শুরু হয় দফতরের আধিকারিকদের মধ্যে। ধারাবাহিক বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় পূর্ত সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনার পরেই বিজ্ঞপ্তি জারি করে পরিবহণ দফতর। সেই বিজ্ঞপ্তিতে বলে দেওয়া হয়েছে, জাতীয় পারমিট থাকা কোনও গাড়ি পশ্চিমবঙ্গে পণ্য পরিবহণের কাজ করতে পারবে না। প্রসঙ্গত, জাতীয় পারমিট থাকা অন্য রাজ্য থেকে আসা ট্রাকগুলি পশ্চিমবঙ্গে পণ্য পরিবহণের কাজ করায় রাজ্যের রাজস্বের ক্ষতি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ রাজ্যে এসে তুলনামূলক ভাবে কম খরচে তারা পণ্য পরিবহণের কাজ করায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এই রাজ্যের ট্রাক এবং লরির মালিকরা। তাঁরাও নিজেদের প্রতিবাদের কথা পরিবহণ দফতরকে জানিয়েছিলেন। তাই পরিবহণ দফতর সব দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, ভিন্নরাজ্য থেকে আসা জাতীয় পারমিট থাকা লরি এবং ট্রাকের ক্ষেত্রে পণ্য পরিবহণে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে।

২০২১-২৩ শিক্ষাবর্ষে সব ডি.এল.এড পড়ুয়াদের তথ্য চেয়ে পাঠাল পর্ষদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মে ঃ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মতো এবার পদক্ষেপ করল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। ২০২১-২৩ শিক্ষাবর্ষে যাঁরা ডিএলএড কোর্স পড়েছেন, তাঁদের নাম সহ নথ্য চেয়ে পাঠাল পর্ষদ। ২০২১-২৩ শিক্ষাবর্ষে যাঁরা কোর্স করেছেন, তাঁদের উপস্থিতি সংক্রান্ত নথি আগামী ৯ মে'র মধ্যে পর্ষদের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলির ক্যান্ডিডেটদের নামের তালিকা দেওয়ার জন্য একটি ফরম্যাটও পাঠিয়ে দিয়েছে পর্ষদ। সেই ফরম্যাট অনুযায়ী তালিকা পূরণ করে পাঠাতে হবে পর্ষদের কাছে। সেখানে কলেজের নাম, ক্যান্ডিডেটের নাম, বাবার নাম, কবে ভর্তি হয়েছিল, কতগুলি ক্লাস হয়েছে, কতগুলি ক্লাসে ক্যান্ডিডেট উপস্থিত ছিল এবং উপস্থিতির হাজিরা উল্লেখ করার জায়গা রয়েছে। শেষে কলেজের প্রিন্সিপালের সই-সহ ওই তালিকা জমা করতে হবে পর্ষদের কাছে। উল্লেখ্য, প্রাথমিকে শিক্ষকতা করার জন্য ডিএলএড পাশ থাকা জরুরি। সেক্ষেত্রে গত মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে ডিএলএড সংক্রান্ত জটিলতা কেটেছে। শর্তসাপেক্ষে ডিএলএড-এর রেজিস্ট্রেশন শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। হাইকোর্টের নির্দেশ, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে ডিএলএড-এর রেজিস্ট্রেশন করানোর সময় প্রত্যেক পড়ুয়ার তথ্য যাচাই করতে হবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৫৩ সংখ্যা, শুক্রবার, ২১ বৈশাখ ১৪৩০

আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে সাফল্য

সম্পাদকীয় ১

কূটনীতিতে কিন্তু সাফল্য দেখছে মোদি সরকার। রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে পেট্রো পণ্যের সমস্যার সমাধান করেছে। ভারত আবার জি-২০ সম্মেলনের সভাপতি। যার ফলে আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু এদিকে ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ভারতের ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়া যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে যাতে বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি থেমে যায়। কিন্তু ভারত রাশিয়াকে এ ব্যাপরে কোনও কথা বলতে রাজি নয়। ভারত পরিস্কার করে বলে দিয়েছে তারা যুদ্ধ তৈরি করেনি। ভারত বরাবরই শান্তির পক্ষে। সেই বার্তা রাশিয়াকে ভারত আগেই দিয়ে রেখেছে। কিন্তু রাশিয়া যদি যুদ্ধ না থামায় তাহলে ভারতের বলার কিছুই নেই। টার ফলে জেলেনস্কি ভারতের ওপরে বেশ ক্ষুব্ধ। ইউক্রেনের উপ বিদেশমন্ত্রী ভারত সফর করে গিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, ভারত দায়িত্ব গ্রহণ করুক রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর। কিন্তু ভারত এখনই এ ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছে না। ভারতকে চারদিকে থেকে আক্রান্ত করার চেষ্টা করছে চিন। মোদি সরকারের কূটনীতি সফল হতে শুরু করেছে। বিশেষ করে বিদেশ নীতিতে ভারত সরকার সাফল্য অর্জন করেছে। মোদি সরকার সতর্কভাবে পা ফেলতে শুরু করেছে। ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে ভারত খুবই তৎপর। পাকিস্তানের কাছ থেকে পাক অধিকৃত কাশ্মীর অধিকার করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল মোদি সরকার সেখানে জল ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে পাকিস্তানের আইএসআই গুপ্তচর সংস্থা। তারাই চিনকে পেছন থেকে উস্কে দিচ্ছে। ভারতকে চিন সীমান্ত এলাকায় ব্যস্ত রাখলে ভারতীয় সেনারা আর পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করার দিকে মন দিতে পারবে না। পাকিস্তান এখন চিনের সবচেয়ে বড় তাবেদার দেশ। আগে পাকিস্তান আমেরিকার তাবেদার দেশ ছিল। কিন্তু ওসামা বিন লাদেনকে পাকিস্তান গোপন আশ্রয় দেওয়ার ফলে আমেরিকা বেশ ক্ষুব্ধ। পাকিস্তানের জঙ্গি শিবির ভেঙে দেওয়ার পরই ভারত সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করে নেবে। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে কেন্দ্রীয় সরকার সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে কাশ্মীরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ভারত সরকার দ্বিধাবোধ করে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কাশ্মীর সমস্যা সমাধান করতে একেবারে কাশ্মীরটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে দিলেন। কাশ্মীর ভারতের কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত হল এবং লাদাখকেও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে দিল। ফলে কাশ্মীর নিয়ে যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন করে চলছিল তারা এবারে বেশ মুশকিলে পড়ে গেল। কাশ্মীর কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হওয়াতে পাকিস্তানের বিদেশ নীতি একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। এখন আর কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান কোনও কথা বলতে পারে না। আমেরিকাও এখন পাকিস্তানের কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে ফেলেছে। ফলে পাকিস্তানের চিন ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই। পাকিস্তান জানে যে আমেরিকা তাদেরকে এখন বিশ্বাস করে না। পাকিস্তানকে জঙ্গি মদতপুষ্ট রাষ্ট্র বলে সবাই গ্রহণ করে নিতে চায়। পাকিস্তান জঙ্গি দমন করতে পারেনি। পাকিস্তানে নামে গণতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু সেখানে সেনারা দেশ পরিচালনা করে থাকে। সেনা প্রধানরা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হন। সেনাদের দ্বারা পাকিস্তানের প্রশাসন পরিচালিত হয়।

অরুণাচল প্রদেশ ভারতেরই অংশ

সম্পাদকীয় ২

এদিকে চিন গালওয়ান সীমান্ত থেকে তাদের সেনা সরাইনি। উপরন্তু লাদাখে ভারতের বেশ কিছু অঞ্চল ঘিরে বসে রয়েছে। সেখান থেকে চিনারা সেনা সরানোর কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে না। গালওয়ান উপত্যকায় ১৬টি চিনা সেনা ছাউনি দেখতে পাওয়া গিয়েছে। যেসব স্থান আগে ভারতের ছিল সেই সব স্থান চিনা সেনারা অধিকার করে বসে গিয়েছে। উপগ্রহ চিত্র থেকে পরিস্কার দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে চিন সেখানে পাকা রাস্তা তৈরি করছে এবং সেনা প্রস্তুতি বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। গালওয়ান নিয়ে যখন ভারতীয় সেনারা ব্যস্ত তখন পাকিস্তান আবার সীমান্ত এলাকা সেনা বাহিনী বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবার সেনা বাহিনী বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান যে কোনও সময়ে বিক্ষিপ্ত আক্রমণ করতে পারে। আসলে ভারতকে অস্থির এবং চাপে রাখতে কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করে দিয়েছে চিন এবং পাকিস্তান। ভারতের এই চরম মুহূর্তে আমেরিকা কতখানি সাহায্য করতে বা বোঝা খুবই মুশকিল। তবে রাশিয়া ভারতের পক্ষে রয়েছে সেটা পরিস্কার। যদিও এখন আমেরিকার সেনাদের সঙ্গে ভারতীয় সেনারা সামরিক মহড়া করুতে শুরু করে দিয়েছে। জাপান বরাবরই ভারতের পাশে থেকেছে। তাছাড়া ভারতের জাপানের সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেন ভালো অবস্থায় বিদ্যমান। ভারত আক্রান্ত হলে জাপান ছেড়ে কথা বলবে না সেটা পরিস্কার বুঝতে পারছে চিন সরকার। সেই কারণে খানিকটা দ্বিধায় রয়েছে চিন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মোদির সঙ্গে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর দোলনা কূটনীতি সাফল্য পায়নি। চিন এই কূটনীতিকে সামনে রেখে যেভাবে ভারতের ওপরে তাদের অধিকার ফলাতে শুরু করে দিয়েছে তা কবে মিটবে বলা খুবই মুশকিল। চিন ভারতকে সীমান্ত দিয়ে জব্দ করার চেষ্টা করছে। অরুণাচল প্রদেশের বহু স্থানে নাম বদল করে দিয়েছে চিনা। ভারত তাতে আপত্তি করেছে। এদিকে আমেরিকা পরিস্কার করে বলেছে যে অরুণাচল প্রদেশ ভারতের। চিনের কোনও অধিকার নেই।

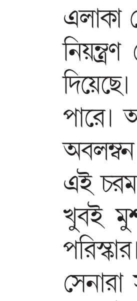

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথামৃত

গীতায় তিন ধরনের ভক্তিযোগের কথা বলা হয়েছে। একটি হচ্ছে রাজযোগ। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সাধনা যোগ এবং তৃতীয়টি হচ্ছে প্রেম যোগ এবং চতুর্থটি হচ্ছে ভক্তি যোগ। যদিও প্রেমযোগ না থাকলে ভক্তিযোগ আসে না। সেই কারণে প্রেম যোগের সঙ্গে ভক্তিযোগকে একেবারে মিশিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই তিনটি যোগের সন্ধান তাঁর সন্তানদের দান করে থাকেন মা। তাঁর শিশু সন্তানদের ভক্তি যোগ থেকে শুরু করে সাধনা যোগ এবং প্রেমযোগের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তিনি সেটা করতে পারেন বলেই তিনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমান। শক্তির পুজো করতে হবে। শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। শরীরে শক্তি থাকলে তবেই লড়াই করা সম্ভব। সেই কারণে মাতৃভক্তিকে প্রাধান্য দিতে হবে।

বেথুন ছাত্রী প্রীতিলতার মরনোত্তর স্নাতক ডিগ্রির সার্টিফিকেট প্রকাশ

রবীন্দ্র কুমার শীল

প্রায় ৮৬ বছর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রির সার্টিফিকেট পেয়েছিলেন অগ্নিকন্যা বিপ্লবী প্রয়াত প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। তাঁর স্নাতক ডিগ্রির সার্টিফিকেট আটকে রাখা হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ২৬ জুলাই ২০১৮ সালে কলিকাতাস্থ বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশন এর উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তাঁদের স্নাতক ডিগ্রির সার্টিফিকেট। এই সার্টিফিকেট প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল ২৫ মার্চ ১৯৩৩ সালে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন তখন হাসান সোহরাওয়ার্দী (১৯৩০-১৯৩৪)। তাঁর স্নাতক সার্টিফিকেট ব্রিটিশ সরকার আটকে রেখে দিয়েছিল তার প্রধান কারণ হচ্ছে তিনি চট্টগ্রামে পাহাড়তলি ইউরোপীয়ান ক্লাবে সাহেব সদস্যদের দিকে তাক করে অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করেছিলেন বলেই। এই ক্লাবের প্রবেশদ্বারে একটি কথা লেখা ছিল- ‘‘কুকুর এবং ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ’’। ভারতীয়দের সঙ্গে কুকুরের তুলনা করাকে বাংলার বিপ্লবীরা নিজেদের অপমানবোধ করতে থাকে। এই শব্দগুলি লেখার জন্য বাংলার বিপ্লবীরা সাহেবদের ওপরে বিশেষ করে পাহাড়তলি ইউরোপীয়ান ক্লাবের সদস্যদের ওপরে ক্ষিপ্ত হতে থাকে। উচিত শিক্ষা দিয়ে তবেই তাদেরকে চট্টগ্রাম ছাড়া করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল সেখানকার বিপ্লবীরা। গোপনে বিপ্লবী সূর্য সেনের বিপ্লবী সংগঠনে নাম লেখালেন প্রীতিলতা। সেই বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার গোপনে অস্ত্র বিদ্যা চর্চা করতে শুরু করেন গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে। পাঞ্জাবি পোশাক পরে তিনি পাহাড়তলি ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন। প্রায় ১১ জন আহত সহ একজন ইংরেজ মহিলা নিহত হয়েছিল। তারপরে পুলিশ তাঁকে ধরতে পিছু ধাওয়া করলে তিনি ব্রিটিশ পুলিশদের হাতে নিজেকে আত্মসমর্পন না করে পটাশিয়াম খেয়ে আত্মহত্যা করেন। একই বছরে বাংলার আর একজন বিপ্লবী বীণা দাস বাংলার গর্ভনর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলের মধ্যে আক্রমণ করে হত্যা করার চেষ্টা করলে তা ব্যর্থ হয়। বীনা দাসের কারাদণ্ড হয়েছিল। সুরাওয়ার্দী স্যার উপাধি লাভ করেছিলেন গর্ভনরের জীবন রক্ষা করার জন্য। প্রায় ৮৬ বছর পরে এই দুই বিপ্লবী বীর কন্যার সার্টিফিকেট প্রকাশ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তা কলিকাতাস্থ বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে গিয়ে গর্বিত হয়েছিল। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের পদবী নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হলে তার সমাধান করে দিয়েছিলেন লরেটো কলেজের প্রাক্তন ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা তপতী সেনগুপ্ত। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৯১১ সালে ৫ মে ধলঘাট, পটিয়া, চট্টগ্রাম। সেই বছরই কলকাতায় স্বদেশি ক্লাব মোহনবাগান প্রথম আইএফএ শিল্ড লাভ করেছিল। দুই বাংলাকে আবার এক করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল ব্রিটিশ সরকার। ফলে এই সালটি বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জাতীয় রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাল বলে বিবেচিত। বিপ্লবী অগ্নীকন্যা প্রীতিলতার ১১৩তম জন্মদিবস পালন করা হচ্ছে সারা বাংলা জুড়ে। এই সালেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বীণা দাস। তাঁর জন্মের তারিখ হল ১৯১১ সালের ২৪ আগস্ট। কৃষ্ণনগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃভূমি ছিল সারোয়াতলী গ্রাম। ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার লাটসাহেব স্ট্যানলি জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে অতর্কিতে রিভালবার থেকে গুলি করতে শুরু করেন। কোনও ক্রমে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন বাংলার লাটসাহেব। মাত্র ২১ বছরে গ্রেফতার হলেন বীরাঙ্গনা বীণা দাস। আবার সেই বছরেই চট্টগ্রামে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেছিলেন প্রীতিলতা। প্রীতিলতা ভারতীয় রিপাবলিকান আর্মি, চট্টগ্রাম শাখার সদস্যা ছিলেন। সবচেয়ে অবাক লাগে যে বেথুন কলেজের দুই ছাত্রী বিপ্লবী দলে নাম লিখিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্রীতিলতা চট্টগ্রামে এবং বীণা দাস কলকাতায় বসে ব্রিটিশ শাসকদের ওপরে সরাসরি আক্রমণ করে বসলেন একই সালে। দুই জনের মধ্যে বিপ্লবী যোগাযোগ ছিল। একই সালের মধ্যে দুই বেথুন কলেজের ছাত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিয়েছিল তারা আর অপেক্ষা না করে ব্রিটিশদের অহংকারকে একেবারে চূর্ণ করে দেবেন। ব্রিটিশ সরকার এই আক্রমণ কেঁপে উঠতে শুরু করেছিল। যদিও তাদের আক্রমণ সফল হয়নি। তবুও বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামে এই দুই বীরকন্যার নাম সোনার অক্ষরে খদিত থাকবে। প্রীতিলতা বাংলার প্রথম মহিলা শহিদ। প্রীতিলতার পিতার নাম ছিল জগবন্ধু ওয়াদ্দেদার। মাতা প্রতিভা দেবী। পরিবারের পদবী ছিল দাশগুপ্ত। বংলার নবাব থেকে ‘ওয়াহেদেদার’ উপাধি পেয়েছিলেন বলেই প্রীতিলতার পরিবার তারপর থেকে ‘ওয়াহেদেদার’ বা ‘ওয়াদ্দেদার’ পদবী ব্যবহার করে। ডাক্তার খাস্তগীর সরকারি বালিকা বিদ্যালয় থেকেই তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়েছিল। ১৯১৮ সালে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। স্কুলে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন কল্পনা দত্ত। তিনিও কলকাতার বেথুন কলেজের ছাত্রী ছিলেন। প্রীতিলতার চেয়ে দুই বছরের ছোট ছিলেন কল্পনা। ১৯১৩ সালের ২৭ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন কল্পনা দত্ত। তিনিও চট্টগ্রাম ডাক্তার খাস্তগীর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে ১৯২৯ সালে অঙ্কে লেটার মার্কস পেয়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তারপরে কলকাতায় এসে বেথুন কলেজে ভর্তি হন। বাংলার দুই প্রথম সারির বিপ্লবী মহিলাই বেথুন কলেজের ছাত্রী ছিলেন তা আজকে ভাবতে খুবই অবাক লাগে। কী আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটে গিয়েছিল এই তিন বিপ্লবী কন্যার মধ্যে। কল্পনা দত্ত লিখছেন, ‘‘১৯২৯ সালে সূর্য সেনের অনুগামীরা চট্টগ্রামে এক মহিলা সম্মেলন করেন তাতে যোদ দিতে রাণী (প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার) ও আমি কলকাতা থেকে গিয়েছিলাম। সে-সময় আমরা মাস্টারদার কাছে দলে যোগ দেবার আবেদন করলে, তিনি সম্মতি দেন। সে-সময় মাস্টারদারা দলে মহিলাদের নেওয়া হত না।’’ (অগ্নিযুগের বহ্নিশিখা যাঁরা, অরূপ রায়, সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা-১০১) প্রীতিলতার সঙ্গে তাঁর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করার কথা ছিল। অ্যাকশনে যোগ দেওয়ার সময়ে ১৯৩২ এর সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে মাস্টারদার নির্দেশে পুরুষ বেশে রজত সেনের বাড়ি থেকে সন্ধ্যার সময়ে গাড়ি করে কাট্টলী গ্রামে যাওয়ার পথে পাহাড়তলীতে গ্রেফতার করে পুলিশ। বিচারচলাকালীন জামিন পাওয়া অবস্থায় মাস্টারদার নির্দেশে আত্মগোপন করেছিলেন কল্পনা দত্ত। চট্টগ্রামে তখন ছিল দুটো ইউরোপীয়ন ক্লাব। একটি ছিল পল্টন ময়দানে। আর অপরটি ছিল পাহাড়তলীতে। বিপ্লবী মাস্টারদার কাছে খবর এলো ১০ আগস্ট পাহাড়তলী ক্লাবে বড় অনুষ্ঠান হবে। মাস্টারদা সূর্য সেন শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পাঁচজন বিপ্লবীকে পাঠান ক্লাব আক্মরণ করতে। কিন্তু সেই অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। তারপরে খবর এলো ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২ সালে ক্লাবে বড় অনুষ্ঠান আছে। সেখানে নৌবাহিনী কর্তা থেকে শুরু করে জেলা শাসক এ.সি. হ্যাণ্ডস, বিভাগীয় কমিশনার উপস্থিত থাকবেন। মাস্টারদা ক্লাব আক্রমণকারী বিপ্লবী দল প্রস্তুত

করতে শুরু করে দিলেন। সিদ্ধান্ত হল- (১) বীরেশ্বর রায়, প্রফুল্ল দাস ও পান্না সেন আক্রমণ করবেন বিলিয়ার্ড রুম ধরে। সঙ্গে থাকবে হাতোবমা, রাইফেল এবং পিস্তল (২) ক্লাব আক্রমণে অংশ গ্রহণ করবেন প্রীতিলতা, কালীকিংকর দে এবং শান্তি চক্রবর্তী। রিভালবার, হাতবোমা এবং পিস্তল থাকবে। (৩) সমানের দরজা এবং জানলার দিকে থাকবেন সুশীল দে ও মহেন্দ্র চৌধুরী। সঙ্গে থাকবে রাইফেল এবং হাতবোমা। রাত সাড়ে নটা নাগাদ আক্রমণ শুরু হয়েছিল ইউরোপীয়ান ক্লাবে প্রীতিলতার ইশারায়। সফল আক্রমণ করে প্রীতিলতা সবাইকে স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই একজন সাহেবের ছোঁড়া গুলিতে গুরুতর আহত হয়েছিলেন প্রীতিলতা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যেভাবে আহত হয়েছেন তাতে করে সেই স্থান ত্যাগ করা খুবই মুশকিল। ধরা পড়ার আগেই তিনি পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মত্যাগ করেছিলেন। জানা গিয়েছিল, ১৩ জন শ্বেতাঙ্গ হত্যা ও ১১ জনকে গুরুতর আহত করে জালিওয়ানওয়ালাাবগের হত্যা লীলার প্রত্যুত্তর দেওয়া হয়। মাস্টার সূর্য সেন প্রীতিলতারক বিপ্লবী গুরু থাকলেও তিনি আর একজন বিপ্লবীর আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সেই বিপ্লবীর নাম হচ্ছে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস। বাংলার ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ টি জে ক্রেগ চট্টগ্রাম সফরে আসেন। সেই সময়ে তাঁকে হত্যা করতে মাস্টারদা রামকৃষ্ণ বিশ্বাস এবং কালীপদ চক্রবর্তীকে মনোনীত করেছিলেন। চাঁদপুর স্টেশনে পিস্তল নিয়ে ক্রেগকে আক্রমণ করতে গিয়ে ভুলক্রমে চাঁদপুরের এসডি এবং তারিণী মুখার্জিকে হত্যা করেন। সেই দিন গ্রেফতার হন রামকৃষ্ণ এবং কালীপদ। তারিণী মুখর্জি হত্যা মামলায় রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে মৃত্যুদণ্ড এবং কালীপদ চক্রবর্তীকে নির্বাসন দেওয়া হয়। ‘অমিতা দাস’ ছদ্মনাম গ্রহণ করে আলিপুর জেলে চল্লিশবার প্রীতিলতা রামকৃষ্ণ-এর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ১৯৩১ সালে ৪ আগস্ট বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসি হলে প্রীতিলতার বিপ্লবী কর্মকাণ্ড আরও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ১৯৩২ সালে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লবের আক্রমণের দায়িত্ব মহিলাদের ওপরে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন মাস্টারদা। কল্পনা দত্ত পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলেন আক্রমণ করার আগেই। তারপরে ক্লাব আক্রমণ করার পুরো দায়িত্ব এসে পড়ে প্রীতিলতার ওপরে। ক্লাব আক্রমণ সফল হলেও একজন সাহেবের ছোঁড়া পিস্তলের গুলি এসে গেলে ছিল প্রাতিলতার দেহে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে পালিয়ে যাওয়া একেবারে অসম্ভব। সেই কারণে অন্যান্য অংশ গ্রহণকারী বিপ্লবীদের স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়ে পাটশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। পুলিশ তারপর দিন তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে। রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে তিনি বিবাহ করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তারিনী মুখার্জিকে হত্যার অপরাধে তাঁর ফাঁসি হয়ে গিয়েছিল। দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে বাংলার বিপ্লবীদের জীবনে বারবার ট্রাজেডি নেমে এসেছে। সেই ট্র্যাজেডি জীবনকে উপেক্ষা করে দেশ উদ্ধারের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করে দিয়েছিলেন বাংলার বিপ্লবীরা। আপন সুখ স্বাচ্ছন্দকে পরিত্যাগ করে দেশকে স্বাধীন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন।

ওরা কেনে ওষুধ, আমরা কিনি অস্ত্র!

বিশেষ প্রতিনিধি

রোগ এবং ভাইরাস মোকাবিলা করতে আমেরিকা ভারতের কাছ থেকে ওষুধ ক্রয় করলো। তাব পরিবর্তে আমেরিকা দিল অস্ত্র। কিন্তু আগামি দিনে এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে গেলে আরও ওষুধ দরকার হয়ে পড়বে। আরও ডাক্তার দরকার হয়ে পড়বে। আরও হাসপাতাল গড়ে তুলতে হবে। আরও নার্সদের দরকার হয়ে পড়বে। আরও নিত্য নতুন ওষুধ আবিস্কার করার দরকার হয়ে পড়বে। তখন অস্ত্র আর কোনও কাজে লাগবে না। অস্ত্রগুলো গুদামে পড়ে ময়লা জমতে থাকবে। সেনা থাকলেও তাদের কোনও কাজ থাকবে না। কারণ তখন মানব সভ্যতাকে রক্ষা করাটা জরুরী হয়ে পড়বে। পানীয় জলের সমস্যা দেখা দেবে। বাসস্থানের সমস্যা দেখা দেব। খাদ্যের সমস্যা দেখা দেবে। মানুষ তখন দিশাহারা অবস্থায় পড়ে যাবে। নিত্য নতুন ভাইরাস এসে পড়বে। মানুষকে সংক্রমণ করতে থাকবে। তখন ল্যাবরেটরি প্রয়োজন হয়ে দেখা দেবে। সেই সব কথা আমেরিকা চিন্তা করতে পারে। ভারত পারে না। ভারত এখন ওষুধ বিক্রি করে অস্ত্র কিনছে। কি অদ্ভূত দেশ। ভিয়েতনাম করে যে তারা অস্ত্র কেনা ভুলে গিয়েছে। তারা এটা বলতে পারে না ভাবতে পারে না। যা ভিয়েতনামবাসীরা করতে পারে সেটা ভারত একটি বড় দেশ হয়ে করতে পারে না। ভিয়েতনামের প্রতিটি নাগরিক দেশের সমস্যার সময়ে মোকাবিলা করে থাকে। সেখানে কোনও লোকের ওপরে পুলিশি হামলা হয় না। করোনা মোকাবিলায় ভারত আমেরিকারে হাইড্রক্সিক্লোরাকুইন না পাঠালে ‘প্রত্যাঘাত’ যে হুমকি দিয়েছিল সেটা সহজেই হজম করে নিয়ে ভারত সরকার দ্রুত আমেরিকাকে জাহাজে করে ওষুধ এবং এই ওষুধ নির্মাণ করার কাঁচা মাল পাঠিয়ে দিয়েছিল। আমেরিকার মতো দেশ যে কিনা ভারতকে হুমকি দিয়ে কথা বলে ভয় দেখিয়ে ওষুধ পাঠাতে বাধ্য করলো। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির সরকার আমেরিকার হুমকি পেয়ে দ্রুত নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল। যে সব দেশে অত্যন্ত ওষুধ প্রয়োজন সেই দেশে ওষুধ পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো ভারত সরকার। ট্রাম্পের প্রত্যাঘাতের হুমকি নিয়ে একটি কথাও কেন্দ্রীয়সরকার বলেনি। আমেরিকা ছাড়া ভারতের আর গতি নেই। যেভাবে আমেরিকা ভারতের গোটা অর্থনীতিটাকে গ্রাস করে ফেলেছে তার থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনও উপায় নেই। ভারত কোনও কালে ভিয়েতনাম হতে পারবে না। ভিয়েতনামের ওপরে ন্যাপাম বোমা নিক্ষেপ করেছিল প্রায় কয়েকবছর ধরে আমেরিকা। ভিয়েতনাম দেশটাকে একেবারে বিশ্ব মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল আমেরিকা। সেটা করতে পারেনি। তার একটি মাত্র কারণ ভিয়েতনামে প্রতিটি জনগণ তখন এর সঙ্গে মোকাবিলা করেছিল। না খেয়ে না পরে তারা আমেরিকার সঙ্গে বনে জঙ্গলে থেকে লড়াই করেছিল। লড়াই করে তাদের দেশটাকে রক্ষা করেছিল বলেই আজকে ভিয়েতনাম বিশ্বের অন্যতম সেরা দেশে পরিণত হতে পেরেছে। না হলে কালের গর্ভে হারিয়ে যেত বহু কাল আগেই ভিয়েতনাম দেশটা। হো চি মিন সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ে সামিল হয়েছিল ভিয়েতনামে প্রতিটি নাগরিক। মেয়েরা পর্যন্ত গ্রেনেড হামলায় প্রশিক্ষণ নিয়ে আমেরিকার সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে দেখিয়ে দিয়েছিল তাদেরও হিম্মৎ আছে। আর সেখান ভারতবাসীরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ভারত সরকার শক্তির অপচয় করছে। শক্তির অপব্যবহার করে ভারত শেষ হয়ে গিয়েছে। আর মাথা তোলার কোনও শক্তি নেই। অস্ত্র তো এখন আর কোনও প্রয়োজন নেই। এখন তো ভাইরা, খাদ্য এবং পানীয় জলের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। দেশের মানুষকে বাঁচাতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে হবে। এখন অস্ত্র কেনা মানেই হল টাকাকে জলে ফেলে দেওয়া। আর অস্ত্র কিনে কোনও লাভ নেই। সেটা করোনাভাইরাস দেখিয়ে দিল। আগামি দিনে আরও কঠিন ভাইরাস জনিত রোগের বিরুদ্ধে মানব জাতিকে সংগ্রাম করতে হবে। এই পৃথিবীতে বসবাস করতে গেলে সুন্দর করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। ঐক্যবদ্ধভাবে পৃথিবীকে করার সংগ্রামের ডাক দিতে হবে। সেটা করা খুবই প্রয়োজন। অস্ত্র দিয়ে আর কোনও কিছু হবে না। আগামি দিনে সেনার কোনও প্রয়োজন থাকবে কিনা সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। মানুষের জীবন যদি বিপন্ন অবস্থায় থাকে তাহলে সেনা অস্ত্র দিয়ে কী হবে। আমেরিকা যদি কোনও মানব জাতির উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তি দিত তাহলে সেটাকে ভারত সরকার গ্রহণ করতো পারতো। সেটা না করে আমেরিকার এখন ভারতকে অস্ত্র বিক্রি করছে। অস্ত্র দিয়ে আগামি দিনে কোনও লড়াই করা সম্ভব হবে কিনা সেটা জানতে পারা যাবে দ্রুত। করোনাভাইরাস প্রমাণ করে দিল যে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করা খুবই কঠিন। একটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে মানুষ। এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে গেলেআর অস্ত্র দিয়ে রক্ষা করা যাবে না। এখন শত্রুতা ভুলে গিয়ে অস্ত্র ত্যাগ করে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। মানব সভ্যতা এখন ধ্বংসের পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। তাকে রক্ষা করতে হবে। পানীয় জলের সমস্যা দেখা দেবে তার থেকে বাঁচার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। খাদ্য বাসস্থানে সমস্যা দেখা দেবে তার থেকে রক্ষা পেতে হবে। না হলে গোটা পৃথিবী থেকে মানব সভ্যতা একেবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তখন ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে যে একদা এই পৃথিবীতে এক সময়ে মানুষ নামকপ্রাণী বাস করতো। যেমন আমরা আজক ডাউনোসারাস নিয়ে লিখে থাকি। লুপ্ত হয়ে যাবে মানুষ এই পৃথিবী থেকে। যেমন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে বহু প্রাণী এবং বনজ সম্পদ। মানব সম্পদ এক সময়ে লুপ্ত হয়ে যাবে তার ইঙ্গিত দিয়ে দিল করোনাভাইরাস।

হেরিটেজ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের বাসভবন

উত্তর কলকাতার কলুটোলার সন্নিকটে সুপ্রশস্ত চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের ওপর গণপতি চেম্বার নামে একটি ছোট বাড়িটি এখন পথিকদের দৃষ্টিগোচর হয় সেখানেই ছিল একদা দেওয়ান রামকমল সেনের প্রাসাদোপম বিশাল বসত বাড়ি। ভাইসরয় লর্ড কার্জনের উদ্যোগে মার্বেল ট্যাবলেট লাগানো হয় এ বাড়িতে যতে লেখা আছে ইংরেজি ভাষাতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জন্মস্থান। কর্ম এবং শৈশবস্থান এখানেই। সেই বিশাল অট্টালিকার চিহ্ন এখন আর নেই। এই বাড়িতে এসেছিলেন রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী সহ আরও অনেকে। কলকাতার কলুটোলা সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামকমল সেনকে বলা হয় নব্যবঙ্গের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। রামকমল ১৮২১ সাল থেকে হিন্দু কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি এই কলেজের একজন অন্যতম অধ্যক্ষ ছিলেন। রামকমলের দ্বিতীয়

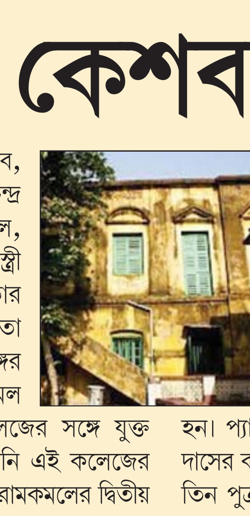

পুত্র প্যারীমোহন সেনের পুত্র ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পিতা। রামকমল সেন একই সঙ্গে দুটো কাজ করতেন। বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ানি এবং ভারতীয় ট্যাঁকশালের দেওয়ানি ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বড় ছেলে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ানি হন এবং প্যারীমোহন টাঁকশালের দেওয়ানি হন। প্যারীমোহনের সঙ্গে গরিফা নিবাসী গৌরহরি দাসের কন্যা সারদা সুন্দরী দেবীর বিবাহ হয়। তাদের তিন পুত্র ছিলেন। তাঁরা হলেন যথাক্রমে নবীনচন্দ্র সেন, কেশবচন্দ্র সেন এবং কৃষ্ণবিহারী সেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম হয় ১৮৩৮ সালে ১৯ নভেম্বর। ১৮৫৭ সালে কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম সমাজে অন্তর্ভুক্ত হলেন। কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়াতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আনন্দিত হন। ১৮৬৪ সালে প্রকাশ করলেন ‘ধর্মতত্ত্ব’ পত্রিকা। ‘ইণ্ডিয়ান মিরর’ এবং ‘দ্য নেশন’ পত্রিকা প্রকাশিত হত কলুটোলার বাড়ি থেকে। কেশবচন্দ্র সেনকে ইংল্যাণ্ডের মহারানি খ্যাতির করতেন তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য। বিলেত থেকে ফিরে এসে ‘সুলভ -সমাচার’ পত্রিকা প্রকাশ করেন।

পূর্ব বর্ধমান জেলার ৪টি ব্লকে জনসংযোগ করবেন অভিষেক

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৪ মে ঃ আগামি সপ্তাহে পরপর চার দিন পূর্ব বর্ধমানের চারটি ব্লকে জনসংযোগ যাত্রায় আসছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের দলীয় সূত্রে জানা গেছে, মে মাসের ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ জেলার চারটি ব্লকে এসে জন সংযোগ করবেন তিনি। ১২ মে পূর্বস্থলী দক্ষিণ, ১৩ মে জামালপুর, ১৪ মে ভাতার এবং ১৫ মে গলসিতে আসবেন তিনি। যদিও অভিষেকের রুটিন সিডিউল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারা না গেলেও চারটি ব্লকেই জনসভার সাথে রাত্রিযাপন করতে পারেন তিনি। এদিকে অভিষেকের সফর নিয়ে তৎপর হতে শুরু করেছে জেলার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। কোথায় তিনি জনসভা করবেন কিম্বা কোথায় রাত্রিযাপন করবেন তা নিয়ে চলছে আলোচনা। তৃণমূল কংগ্রেসের 'সেকেন্ড ইন কমান্ড' এর আগমন ঘিরে তার নিরাপত্তা নিয়ে তৎপর হতে শুরু করেছে জেলা প্রশাসনও। এর আগে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যেই জনসংযোগ সেরে ফেলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে জনসংযোগে আসবেন তিনি। তবে অভিষেকের বর্ধমানে আসা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়ছেনা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও। বিজেপির পক্ষ থেকে জানা গেছে, উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাওয়ায় মূলত উত্তরবঙ্গে জন সংযোগ করে তৃণমূল কর্মী ও সমর্থকদের মনোবল বাড়ানোই ছিল অভিষেকের মূল উদ্দেশ্য। দিন কয়েক পরেই ঘোষিত হতে পারে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঘোষনা। তাই পূর্ব বর্ধমানে আসার আগেই নাকি পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষনা করতে পারে নির্বাচন কমিশন। তার ফলে নির্বাচন ঘোষনার দোহাই দিয়ে বন্ধ হয়ে যেতে পারে অভিষেকের বর্ধমান সফর। তাই জনসংযোগ যাত্রায় আসা হবে না অভিষেকের। কেবল উত্তরবঙ্গের জন্যেই নাকি অভিষেকের এই জনসংযোগ যাত্রার পরিকল্পনা ছিল বলে মনে করছেন তারা। যদিও তৃণমূল অবশ্য বিরোধীদের এই দাবী উড়িয়ে দিয়ে জানানো হয়েছে নির্ধারিত সময়েই বর্ধমানে আসছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন দুর্নীতির সাথে তৃণমূলের একাধিক নেতা-মন্ত্রীর নাম জড়িয়ে যাওয়ায় ইতিমধ্যেই যথেষ্ট অস্বস্তিতে তৃণমূল। এর মধ্যে সাগরদিঘি উপনির্বাচনে হেরে যাওয়ায় সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামি পঞ্চায়েত ভোটে মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা তৃণমূলের।

তৃণমূলের নজরে সংখ্যালঘু ভোট

এজাজ আহম্মেদ, কান্দি, ৪ মে ঃ আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলাকে পাখির চোখ করতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস। আবু তাহের খানের বদলে অপূর্ব সরকার, সংখ্যালঘু ভোট নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। দীর্ঘ দিন ধরে অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী মুর্শিদাবাদের তৃণমূল সাংসদ আবু তাহের খান। সাংগঠনিক ভাবে তিনি মুর্শিদাবাদ ও বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান। এবার তাঁর অসুস্থতার কারণে সংগঠন দেখভালের দায়িত্ব কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকারকে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে জনপ্রতিনিধিদের দাবিদাওয়ার কথা শুনছিলেন মমতা ব্যানার্জী। এক সময় বলতে ওঠেন কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার। দাবিদাওয়ার কথা বলতে সাংসদ আবু তাহের প্রসঙ্গে কথা ওঠে। তখনই আবু তাহেরের অনুপস্থিতিতে তাঁর দায়িত্ব সামাল দিতে বলেন মমতা ব্যানার্জী। বর্তমানে বহরমপুর এবং মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক শাওনি সিংহ রায়। কিন্তু দলের মধ্যে জেলার রাজনীতিতে শাওনির সঙ্গে সাংসদ আবু তাহেরের কোন্দল থাকায় সার্বিক ভাবে যোগাযোগ হয় না। তাই অপূর্বকে দায়িত্ব দিয়ে মমতা বলেন, যতদিন পর্যন্ত আবু তাহের সুস্থ না হচ্ছে, অপূর্ব তুমি একটা কাজ করো, তুমি দায়িত্ব নাও। আবু তাহেরের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কাজ করবে। কারণ, সবাইকে নিয়ে চলতে হবে। শাওনি প্রসঙ্গে বলেন, শাওনি তো থাকছে কিন্তু তাহেরের লোকের সঙ্গে ওর যোগাযোগ সেভাবে নেই। তাই তাহেরের লোকের সঙ্গে অপূর্ব তুমি যোগাযোগ রাখবে। শুনো ভাল করে কাজ করবে কেমন। প্রসঙ্গত, মুর্শিদাবাদের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ তথা দলের বহরমপুর মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা চেয়ারম্যান আবু তাহের খান গত বেশ কিছুদিন ধরে স্নায়ু এবং ফুসফুসের রোগে ভুগছেন। গত ১৭ এপ্রিল থেকে তিনি কলকাতার ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্সে ভর্তি রয়েছেন। বৃহস্পতিবার মালদার প্রশাসনিক সভায় মুর্শিদাবাদের বিধায়কদের সঙ্গে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী নিজেই আবু তাহেরের অসুস্থতার প্রসঙ্গ তোলেন।

দুদিনের মধ্যে কাজ না হলে পুরো দলটার বদনাম হবে। শতাব্দী

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ৪ মে ঃ পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে নলহাটি দুই ব্লকের ভদ্রপুর দুই পঞ্চায়েতের কাঁটাগড়িয়া, ভগলদিঘী, নবগ্রাম, নগরা, হাজারপুর সহ বিস্তীর্ণগ্রামে টোটো গাড়ি চড়ে জনসংযোগ করলেন বীরভূম লোকসভার সাংসদ শতাব্দী রায়। অনেকেই তাঁর সাথে সেলফি তোলেন। কেউ কেউ আবাস যোজনা ও একশো দিনের কাজ নিয়ে অভিযোগ জানান। সাংসদ তাঁদের বোঝান কেন্দ্র সরকার কিভাবে এই কাজগুলো বন্ধ রেখেছে। এরপর সাংসদ দলীয় কর্মীদের সাথে বৈঠক করেন। সেখানে তিনি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, কোন কাজ এখন হচ্ছে, কোন কাজ হচ্ছে না এবং কেন হচ্ছে না সেগুলো পরিস্কার করে মানুষকে বলুন। মানুষ আপনাদের কাছে সদুত্তর না পেয়ে সাংসদকে বলছে। যে কাজগুলো আপনাদের দ্বারা হবে সেগুলো ঠিকভাবে করুন। আমাকে বলছে, তারপরও যদি দু'দিনের মধ্যে না হয়, তাহলে দলটার বদনাম হবে, এটা মাথায় রাখবেন। গ্রামে আমাকে অনেকেই বার্ধক্যভাতা নিয়ে বললেন। এখন এন্ট্রি হচ্ছে না। কিন্তু আপনাদের কাজগুলো করন। নামগুলো বিডিও অফিসে পৌঁছে দিন। এদিন, ভগলদিঘী জামিয়া জিয়াউল উলম আল সালাফিয়া মাদ্রাসার তরফে শ্রেণি কক্ষ নির্মাণের জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন করা হয় সাংসদের কাছে। সাংসদ বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন আবেদনকারীদের

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : বিড নম্বর : জিইএম/২০২৩/বি/৩৪০৩৬৬০, তারিখ ০৩.০৫.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (প্রোডাকশন)/খড়্গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা অফারের প্রেক্ষিতে ২৪.০৫.২০২৩-এ দুপুর ১টার আগে জমা করতে হবে এবং ২৪.০৫.২০২৩-এ দুপুর ১.৩০টায় খোলা হবে। কাজের নাম ঃ [illegible] ১৮% হারে জিএসটি সহ কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ ৮,৩০,৯৮৯.৯৯ টাকা। বায়নামূল্য (ইএমডি) ঃ ১৭,৮২০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৪.০৫.২০২৩-এ দুপুর ১টা। ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ জিইএম পোর্টাল (ওয়েবসাইট https://gem.gov.in)। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/স্পেসিফিকেশনের জন্য জিইএম পোর্টাল (ওয়েবসাইট https://gem.gov.in) দেখতে এবং অনলাইনে বিড জমা করতে পারেন। কোনও অবস্থাতেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। (PR-132)

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক পূর্ব প্রকাশিত টেন্ডার নং সিওএম-ভিআর-ডিসিটি-কেইউআরডি-২২-এ সম্পর্কিত সংশোধনী। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৮.০৫.২০২৩ দুপুর ৩টা-র পরিবর্তে ২৪.০৫.২০২৩ দুপুর ৩টা পড়তে হবে। অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। (HWH-41/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

পার্কিং ঠিকার জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং ঠিকার লাইসেন্স প্রদানের জন্য ই-নিলাম। লট ইউনিটের বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের জন্য। ট্রিপস/নিয়ম ১০২৬।

অকশন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এপি-পার্কিং-১০

এলইউনিট সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
৫৫০১	পার্কিং-এপিডিজে-এনএইচবিজি-এমএল-৩৭-২৩-১ (পার্কিং-মিশ্রিত)	নাগরাকাটা রেল স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় দুইচাকাযুক্ত, তিনচাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চারচাকাযুক্ত উপরের বাহনের জন্য পার্কিং লট পরিচালনা।
৫৫০২	পার্কিং-এপিডিজে-কেওজে-এমএল-৩১-২৩-২ (পার্কিং-মিশ্রিত)	কোকরাঝাড় রেল স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় দুইচাকাযুক্ত, তিনচাকাযুক্ত, চারচাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত উপরের বাহনের জন্য পার্কিং লট।
৫৫০৩	পার্কিং-এপিডিজে-সিবিডি-এমএল-৩৬-২৩-১ (পার্কিং-মিশ্রিত)	চ্যাংরাবান্ধা রেল স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত আর চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্য পার্কিং লট।
৫৫০৪	পার্কিং-এপিডিজে-কেএএমজি-এমএল-১২-২৩-১ (পার্কিং-মিশ্রিত)	কামাখ্যাগুড়ি রেল স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত উপরের বাহনের জন্য পার্কিং লট।
৫৫০৫	পার্কিং-এপিডিজে-জেপিই-এমএল-১-২৩-২ (পার্কিং-মিশ্রিত)	জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত উপরের বাহনের জন্য পার্কিং লট।
৫৫০৬	পার্কিং-এপিডিজে-জিউডি-এমএল-৪৪-২৩-১ (পার্কিং-মিশ্রিত)	গৌরীপুর রেল স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত উপরের বাহনের জন্য পার্কিং লট।

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১৬-০৫-২০২৩ তারিখে ১৩.৩০ ঘন্টায়। নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১৬-০৫-২০২৩ তারিখে ১৪.৫০ ঘন্টায়। প্রত্যাশিত টেন্ডারকর্তাদেরকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম নীতি, মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Prodhan, Jamna Gram Panchayet invites E-tenders vide **Notice No. & Dated – eNIT No: 332 / JGP/ eNIT Date : – 04/05/2023** @ **https://wbtenders.gov.in/** for necessary information Last date of bidding **16/05/2023.**

CORRIGENDUM NOTICE

The Advertisement of Ghatbera Kerowa Gram Panchyat which is published on 04.05. 2023 the Notice Inviting e-TENDER No.- 20/2022-23/G.K.G.P(2nd Call) should be read ' Invities e- Tender For 10(Ten) Nos. Scheme under 14th FC' instead of Invities e-TENDER For 05 (Five) Nos. Scheme under 14th FC of specified date and time limit. All other details will remain unchanged.

e-Tender Notice

P.O-cum-D.W.O, B.C.W & TD, Purulia invites e-tender of 2023-24

NIT No	Tender Id	End Date
NIT-1(e) 2nd Call	2023_DM_524455_1	12.05.2023
NIT.2(e) 2nd Call	2023_DM_524594_1	19.05.2023

Details may be seen on website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- PO-cum-DWO
BCW & TD, Purulia

ABRIGED TENDER NOTICE

NIT.NO.- 161 Memo No.324 Dated 04/05/2023 the B.D.O & Executive Officer,Haldia Panchayat Samity invites tender from qualified bidders one no sinking of submersible pump,3 Nos construction of Drain,under B.D.O & Haldia Panchayat Samity from the fund of 15th cfc tied details may be accessed and dully responded through **http://www.wbtenders.gov.in** from **04th May 2023 (Thusday day) at 5.00 Hours to 11.05.2023 (Thus day) 12.00 Hours.**

Sd/-B.D.O &
Executive Officer
HaldiaPanchayatSamity

Office of The Pradhan
Deoli Gram Panchayat
Vill-Ashurbundh, PO: Deoli, Dist-Purulia-723146
NOTICE INVITING e-TENDER No. (ReCall) WBPUR/DEOLI/PARA/NIT(e)-02/15th F.C. TIDE/2023-24 & (Recall) WBPUR/DEOLI/PARA/NIT(e)-03/15th F.C. UNTIDE/2023-24

Undersigned invites e-Tender from experienced contractors, for total 6(Six) Nos. similar works. Bid submission closing date: **10.05.2023.** Opening of Bid on **13.05.2023.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Deoli Gram Panchayat

Office of The Sanbandha Gram Panchayat
Shyamdaspur, Bankura
Memo No.-154/SGP/2023 dt-04.05.2023,
e-NIT No. 04/E/SGP/2023-24

All details of schemes, scheduled dates and terms and condition can be obtained from **www.wbtenders.gov.in** and Sanbandha Gram Panchayat office notice board.

Sd/- Pradhan
Sanbandha Gram Panchayat

Office of the Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly
e-TENDER & RE e-Tender NOTICE

Digitally signed and encrypted e-Tender & RE e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for **tender reference no: 153/EO, Singur Dated:- 02.05.2023 and 156/EO & 157/EO, Singur, Dated:- 03.05.2023** for 1 No. "Sinking of Mark II Tubewell", Construction of 2 Nos. "Concrete Road" & 3 Nos. "Pucca Drain" within Singur Panchayat Samity, Singur Hooghly. Last date for the online Bid submission is **10/05/2023** (First) & **11/05/2023** (2nd & 3rd) respectively **up to 06:55 pm.** Detail will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in (Tender ID:- 2023_ZPHD_523724_1, 2023_ZPHD_524541_1 to 3 & 2023_ZPHD_524574_1 to 2).**

Sd/- Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly

Notice Inviting E-Tender No. WBPUR/PARA/UJGP/(15th FC)/NIT(e)05/2023-24

Documents download/sell start date(online):- **04/05/2023 at 6 P.M.** Last date of submission of Bid(Online): **13/05/2023 at 4 pm.** Bid Opening date:- **16/05/2023 at 12.00 Noon.** For details please visit office of the undersigned or visit website: **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
UDAYPUR JOYNAGAR GRAM PANCHAYAT

Office of the
Deoli Gram Panchayat
Vill-Ashurbandh, P.O.-Deoli, P.S.-Para, Dist-Purulia
NOTICE INVITING TENDER
No. (Re-Call)01/15th F.C/23-23, Date-02.05.2023

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for the execution of total 2(Two)Nos. similar works. Last date of dropping of sealed Tender form on or before **10/05/2023 up to 12 PM.** Date of Opening of Tender **13/05/2023 at 2.30 PM.** For details please visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Deoli Gram Panchayat

POST-OFFER ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

DENTAX (INDIA) LIMITED

Registered Office: MMS Chambers, 4A, Council House Street, 1st Floor, Room No.D1, BBD Bag, Kolkata - 700001
Tel. No. +91- 033 1001198l; E-mail: dentaxindialtd@gmail.com; Website: www.dentaxindialtd.com
CIN: L51109WB1984PLC037960

IN TERMS OF REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AND SUBSEQUENT AMENDMENTS THEREOF.

This Post Offer Advertisement is being issued by Kunvarji Finstock Private Limited ('Manager to the Offer') on behalf of Cabana Management Consultancy Private Limited ('Acquirer 1'), Mr. Sumit Govind Sharma ('Acquirer 2'), Ms. Priya Sumit Sharma ('Acquirer 3') and Ms. Koushal Govindprasad Sharma ('Acquirer 4') (Hereinafter Jointly Called As The 'Acquirers') in connection with the Open Offer made by the Acquirer to acquire 26,20,363 (Twenty-Six Lakhs Twenty Thousand Three Hundred Sixty Three) Equity Shares having a Face Value of Rs. 10.00/- each ("Equity Shares") of the Target Company at Rs. 10/- (Rupee Ten Only) per Equity Share, representing 26.00% of the emerging voting capital of the Target Company ("Offer"), in compliance with Regulation 18 (12) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and subsequent amendments thereof. The Detailed Public Statement ("DPS") with respect to the aforementioned Open Offer was made on January 18, 2023, in Financial Express (English), Duranta Barta (Bengali) and Jansatta (Hindi).

1.	Name of the Target Company	:	DENTAX (INDIA) LIMITED
2.	Name of the Acquirer	:	Cabana Management Consultancy Private Limited ('Acquirer 1'), Mr. Sumit Govind Sharma ('Acquirer 2'), Ms. Priya Sumit Sharma ('Acquirer 3'), Ms. Koushal Govindprasad Sharma ('Acquirer 4')
3.	Name of the Manager to the Offer	:	Kunvarji Finstock Private Limited
4.	Name of the Registrar to the Offer	:	Purva Sharegistry (India) Private Limited
5.	Offer details		
	a.) Date of opening of the Offer	:	Thursday (13/04/2023)
	b.) Date of closing of the Offer	:	Thursday (27/04/2023)
6.	Date of completion of payment of consideration and communication of Rejection/Acceptance	:	Not Applicable as Nil Shares were tendered in the Open Offer

Details of Acquisition:

Sr.	Particulars	Proposed in the Letter of Offer	Actuals
1.	Offer Price (in Rs.)	Rs. 10/- (Rupees Ten Only)	Rs. 10/- (Rupees Ten Only)
2.	The aggregate number of Shares tendered	26,20,363 Equity Shares	Nil
3.	The aggregate number of Shares accepted	26,20,363 Equity Shares	Nil
4.	Size of the offer (the number of Equity Shares multiplied by the Offer Price per Equity Share)	Rs. 2,62,03,630/- (Rupees Two Crores Sixty Two Lakhs Three Thousand Six Hundred and Thirty only).	Nil
5.	Shareholding of the Acquirer before Public Announcement		
•	Number	Nil	Nil
•	% of Equity Share Capital	Nil	Nil
6.	Shares agreed to be acquired by way of a preferential basis		
•	Number	74,00,000	74,00,000
•	% of Equity Share Capital	73.42 %	73.42 %
7.	Shares acquired by way of Open Offer		
•	Number	26,20,363	Nil
•	% of Equity Share Capital	26.00%	Nil
8.	Shares acquired after Detailed Public Statement ('DPS')		
•	Number	Nil	Nil
•	% of Equity Share Capital	Nil	Nil
•	Price of the Shares Acquired	Not Applicable	Not Applicable

Sr.	Detail	Pre Offer		Post Offer	
		No. of Shares	% of Equity Share Capital	No. of Shares	% of Equity Share Capital
9.	Pre & Post offer Shareholding of the Acquirers	0	0	*74,00,000 (Emerging)	73.42
	Post-offer shares held by existing Promoter/ Promoter group	15,220	0.77	15,220	0.15
10.	Pre & Post offer Shareholding of the Public	19,63,100	99.24	26,63,100	26.43

*The Company is in the process of the preferential issue.

The Acquirers accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the obligations under SEBI (SAST) Regulations, 2011.

A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in), the Manager to the Offer (www.kunvarji.com), CSE (www.cse-india.com) and the Target Company (www.dentaxindialtd.com).

ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRERS

KUNVARJI
SINCE 1940
Driven By Knowledge

KUNVARJI FINSTOCK PRIVATE LIMITED
Registered Office: Block B, First Floor, Siddhi Vinayak Towers, Off S.G. Highway Road, Mouje Makarba, Ahmedabad- 380051
Corporate Office: 05, Ground Floor & 1208-20, 12th Floor, Summit Business Bay, Opp. PVR Cinema, Near Western Express Highway – Metro Station, Andheri(E), Mumbai, Maharashtra - 400093
CIN: U65910GJ1986PTC008979
Contact Person: Mr. Jiten Patel
Tel No.: +91 22 69850000 | 91 79 66669000
Email : jiten.patel@kunvarji.com
SEBI Reg. No. : INM000012564

Date: 05/05/2023
Place: Mumbai

For and on behalf of the All Acquirers
SD/-
Mr. Sumit Govind Sharma

পাঞ্জাব নেশনাল ব্যাঙ্ক (ভারত সরকার কা উপক্রম) | pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) | Oriental | United

শাস্ত্র সার্কেল অফিস ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা
আমতলা রোড, পদ্মপুকুর মোড়ের নিকট
পোস্ট ঃ বারুইপুর, কলকাতা-৭০০১৪৪
ফোন নং. ঃ ০৩৩ ২৪৩৩ ৫০৪৬,
ই-মেল ঃ cs8319@pnb.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইএমডি এবং নথিপত্র জমার শেষ তারিখ ও সময় (হার্ড কপি ও অনলাইনে) ঃ ২৩.০৫.২০২৩ (বিকাল ৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)

ই-নিলামের তারিখ ও সময় ঃ ২৪.০৫.২০২৩ (বেলা ১২.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪.৩০ ঘটিকা)

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ সঙ্গে পড়তে হবে বন্দোবস্ত ধারা ৮(৬) নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২।

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় জনস্বার্থে এবং বিশেষভাবে গ্রাহক এবং জামিনদারদের উদ্দেশ্যে যে নিম্ন বর্নিত অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া রয়েছে ঋণদাতাকে, সংগঠিত / শারিরীক/ প্রতীকি অধিগ্রহণ করা হয়েছে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ব্যাঙ্ক/ ঋণদাতার তরফে , যা বিক্রয় করা হবে ''**যেখানে যা আছে**'', ''**যা কিছু আছে**'' এবং ''**সেখানে যা কিছু আছে**'' নিম্ন সারণীতে বর্নিত তারিখে, বকেয়া পুণরুদ্ধার করতে ব্যাঙ্ক/ ঋণদাতার তরফে উল্লেখিত গ্রাহক এবং জামিনদারদের কাছ থেকে।

সংরক্ষিত মূল্য এবং আয়ের মূল্য জমা করতে হবে উল্লেখিত সম্পত্তির ভিত্তিতে নিম্নেবর্নিত সারণীর উল্লেখ অনুসারে। বিক্রয় করা হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে **www.mstcecommerce.com** লিংক প্রদান করা হয়েছে ওয়েব পোর্টালে (**https://www.ibapi.in**)। জনসাধারণকে আহ্বান জানানো হচ্ছে নিজে বা অনুমোদিত ব্যক্তি মারফৎ দরপত্র জমা করতে।

লট	ক) অ্যাকাউন্ট নাম (গ্রাহক) গ্রাহকের ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ বন্ধকদাতা /মালিকের নাম (দায়ের তালিকা)	ক) দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ খ) দাবী বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বকেয়ার পরিমান (সঙ্গে পরবর্তী সুদ, দাবী, ব্যয়, মূল্য পুণরুদ্ধার বকেয়া যদি থাকে) গ) অধিগ্রহণ তারিখ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লাখ টাকায়) খ) ইএমডি গ) দর বর্ধিত	ক) ই-নিলামের নির্ধারিত তারিখ ও সময় খ) ইএমডি জমার শেষ তারিখ ও সময় গ) নথিপত্র ও সম্পত্তি পরিদর্শন করার তারিখ
১	**ক) মে. রাজু এন্টারপ্রাইজ মালিক ঃ শ্রী জাফর সিদ্দিক উকিল** পিতা-প্রয়াত খোদাদত হোসেন উকিল ১৩৩, বিবেকানন্দ রোড, বৈকুন্ঠপুর, পোস্ট-রাজপুর, কলকাতা-৭০০১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ **অ্যাকা নং. ০১৫১২৫৩০৮৩১৭৪ ও ০১৫১৩০০১৭৩৫৯৯ খ) সোনারপুর শাখা**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং বসবাসের বাড়ি রয়েছে যার হোল্ডিং নং. ৭৬৪, হাল দাগ নং. ২১৩, এলআর দাগ নং. ২২৫, ওয়ার্ড নং. ৭, হাল খতিয়ান নং. ৮৯১/ ৩৯, এলআর খতিয়ান নং. ১৪৫৮, মৌজা-কুসুম্বা অধীন রাজপুর সোনারপুর পৌরসভা যার মোট এলাকা- ২কাঠা ৭ ছটাক ১৫ ব.ফু. এবং **সম্পত্তি রয়েছে শ্রী জাফর সিদ্দিকি উকিলের নামে,** পিতা-প্রয়াত খোদাদত হোসেন উকিল। **সম্পত্তির পরিসীমা ঃ** উত্তরে-১৫ ফুট চওড়া গলি, দক্ষিণ-অশোক কুমার শ'র সম্পত্তি, পূর্ব-২০ ফুট চওড়া পৌরসভার রাস্তা, পশ্চিম-খালি জমি। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ১০.০২.২০২২ খ) টাকা. ৩৪,১৮,২৮২.০০ গ) ২১.১২.২০২২	ক) টাকা. ৩৮,১০,০০০ /- খ) টাকা. ৩,৮১,০০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ২৪.০৫.২০২৩ (১২.০০ থেকে ৪.৩০ ঘটিকা) খ) ২৩.০৫.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ২২.০৫.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)
২	**ক) সুব্রত মুখার্জি** (প্যান নং. সিআইডিপিএম ৯৭৭২জে) পিতা-প্রয়াত নবকুমার মুখার্জি কালিকাপুর চন্দনপুর, রাধা নগর (রাজারহাট মেন রোডের কাছে) পোস্ট ও থানা-সোনারপুর, কলকাতা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১৫০। **অ্যাকা নং. ১১৫২৩০৬৭০৮৫৯৩ (এইচএল) খ) বেয়োন্তা শাখা**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং বসবাসের বাড়ি রয়েছে জমির মোট এলাকা ১ কাঠা ৫ ছটাক ৩৭ ব.ফু. যার এলআর দাগ নং. ৩১৮ এবং ৩৬৬, খতিয়ান নং. ৫৫৪, জেএল নং. ৯, মৌজা-হাতিশালা, থানা ভাঙড় (পুরানো), এবং কেএলসি (নতুন), রাজারহাট মেন রোডের ধারে এবং **সম্পত্তির পরিসীমা ঃ** উত্তরে-মানিক দাসের সম্পত্তি, দক্ষিণ-মানিক দাসের সম্পত্তি, পূর্ব-৮ফুট চওড়া গলিপথ, পশ্চিম-দাগ নং. ৩৬৬ এবং **সম্পত্তি রয়েছে শ্রী সুব্রত মুখার্জি নামে,** যার বিক্রয় দলিল নং. ৩১৮৩ / ২০১৬ **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ০১.০৭.২০২১ খ) টাকা. ১২,৬২,২৩৫.১৭ গ) ০৫.০৮.২০২২	ক) টাকা. ২১,৮৮,০০০ /- খ) টাকা. ২,১৮,০০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ২৪.০৫.২০২৩ (১২.০০ থেকে ৪.৩০ ঘটিকা) খ) ২৩.০৫.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ২২.০৫.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)
৩	**ক) শ্রী দুধকুমার ঢালি** পিতা-শ্রী নির্মল চন্দ্র ঢালি গ্রাম-কলাগেছিয়া, পোস্ট-সরিষা, থানা-ডায়মন্ড হারবার, পিন-৭৪৩ ৩৬৮ **অ্যাকা নং. ০৬২৪৩০৮৩১৪১৯৪ (টিএল) এবং ০৬২৪৩০৮৩১৭৭৪৮ (টিএল) খ) সরিষা শাখা**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং বসবাসের বাড়ি রয়েছে আরএস ও এলআর দাগ নং. ৪৬১৮, আরএস খতিয়ান নং. ৬৫৮, এলআর খতিয়ান নং. ৩২৯৩ অংশীভূত এলআর খতিয়ান নং. ৮০১১, মৌজা, কামারপোল, জেএল নং. ৭৩, অধীন কামারপোল গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা-পারুলিয়া কোস্টাল, এডিএসআরও-ডায়মন্ড হারবার, এলাকা- কম বা বেশি ০৪.৬৬ শতক বাস্তু জমি। **সম্পত্তি রয়েছে শ্রী দুধকুমার ঢালি নামে,** যার নথিবদ্ধ দলিল নং. ১-১৬০৯০৩৪১৫ সাল ২০১৭, তারিখ ০৯.০৮.২০১৭ এবং **সম্পত্তির পরিসীমা ঃ** উত্তরে-০৬ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ-৫ ফুট চওড়া গ্রাম্য রাস্তা, পশ্চিম- দাগ নং. ৪৫৯৭ অধীন খালি জামি, পূর্ব- দাগ নং. ৪৫৯৬ অধীন খালি জমি। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ২০.১০.২০২২ খ) টাকা. ১১,৯৮,৪৫০.১২ গ) ৩১.০১.২০২৩	ক) টাকা. ৪০,০৯,০০০ /- খ) টাকা. ৪,০৯,০০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ২৪.০৫.২০২৩ (১২.০০ থেকে ৪.৩০ ঘটিকা) খ) ২৩.০৫.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ২২.০৫.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)
৪	**ক) মে. স্নেহময়ী মেডিকেল স্টোর্স, মালিক- শ্রী মানস কাঞ্জি** (মে. সন্ধ্যা মেডিকেল হল) রুম নং. ৭, ফলতা ইনডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, পোস্ট-কলাতলা হাট, থানা-রামনগর, ২৪ পরগণা (দক্ষিণ), রামনগর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৫০৪। **অ্যাকা নং. ১১৩৬২৫০০২০০২৮ (সিসি) খ) ফলতা ফ্রি ট্রেড জোন শাখা**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি (খালি) জার মোট এলাকা ৩ ডেসিমেল, দাগ নং. ৯০৫, খতিয়ান নং. ২৭২, জেএল নং. ১৮, গ্রাম-রামনগর (হোটেল সি বার্ড / হোটেল রাজহংস নিকটে), ফলতা সুপার মার্কেট নিকটে,সেক্টর-৪, অধীন কলাতলা হাট গ্রাম পঞ্চায়েত, পোস্ট-কলাতলা, থানা-রামনগর (ডায়মন্ড হারবার), এবং **সম্পত্তির পরিসীমা ঃ** উত্তরে-জয়দেব মন্ডলের সম্পত্তি, দক্ষিণ-হারান চন্দ্র নস্করের সম্পত্তি, পূর্ব-৮ফুট রাস্তা, পশ্চিম-ললিত কাঞ্জির সম্পত্তি। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ১৭.০৫.২০২২ খ) টাকা. ১৫,৮৩,৪১০.১০ গ) ৩১.০১.২০২৩	ক) টাকা. ১,৩৫,০০০ /- খ) টাকা. ১৩,৫০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ২৪.০৫.২০২৩ (১২.০০ থেকে ৪.৩০ ঘটিকা) খ) ২৩.০৫.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ২২.০৫.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)
৫	**ক) মে. বিশ্বকর্মা অটোমোবাইল মালিক ঃ শ্রী বিশ্বনাথ মন্ডল** ২৪৬, রোড ভাদুরিয়া পোল, গ্রাম ও পোস্ট-ভাদুরা, থানা-ফলতা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, শাহারার হাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৫০৪ **অ্যাকা নং. ০১৪৯২০আইসি০০০০০০১৯ (টিএল), ০১৪৯২৫০০২১৬৯৬(সিসি), ০১৪৯৩০৭১১৮৪৬৯ (টিএল) ও ০১৪৯৩০৭১২৯৭৪৮ (ডিএল) খ) শাহারারহাট শাখা**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং নির্মীয়মান বাড়ি যার দাগ নং. ২৪৩, খতিয়ান নং. আরএস (২) (এলআর ২০১৪, ২০১৫), তৌজি ন. ৩৯১, জেএল নং. ১২, মৌজা-ভাদুরা যার মোট এলাকা-০৩ ডেসিমেল, থানা-রামনগর, অধীন ভাদুরা হরিদাস গ্রাম পঞ্চায়েত এবং **সম্পত্তি রয়েছে শ্রী গৌরচন্দ্র মন্ডল এবং নিতাই চন্দ্র মন্ডলের নামে,** উভয়ের পিতা-বিশ্বনাথ মন্ডল, যার নথিবদ্ধ বিক্রয় দলিল নং. ১২৮৭ এবং ১২৮৮ সাল ১৯৯৭। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ১১.০৫.২০২২ খ) টাকা. ১৩,৩৮,৯২৬.৫২ গ) ৩১.০১.২০২৩	ক) টাকা. ৪,০৫,০০০ /- খ) টাকা. ৪০,৫০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ২৪.০৫.২০২৩ (১২.০০ থেকে ৪.৩০ ঘটিকা) খ) ২৩.০৫.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ২২.০৫.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)
৬	**ক) আমিনালি মোল্লা** পিতা-আলম বারি মোল্লা গ্রাম-বকুলতলা (গোরদাওনি প্রাইমারি স্কুলের নিকট), পোস্ট-বকুলতলা, জয়নগর, জয়নগর-মজিলপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৩৩৮। **অ্যাকা নং. ১৯২১৩০০০০১৩৩৫ (টিএলপিএইচএল), ১৯২১৩০০০০২৮৮২ (টিএলআইএমটি) ও ১৯২১২৫০০০০০১৯ (সিসিএকেসি) খ) প্রিয়ার মোড় শাখা**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং এবং একতলা বাড়ি যার দাগ নং. ৫০৫০, খতিয়ান নং. ৯৪, জেএল নং. ৯১, মৌজা-গোরদোওয়ানি, থানা-জয়নগর, যার মোট এলাকা জমির ৪১.৫ ডেসিমেল এবং **সম্পত্তি রয়েছে আমিনালি মোল্লার নামে,** পিতা-আলম বারি মোল্লা, যার নথিবদ্ধ দলিল নং. ৩৮৪৪ / ১৯৭৮ এবং **সম্পত্তির পরিসীমা ঃ** উত্তরে-সালমান মোল্লার সম্পত্তি, দক্ষিণ-৮ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্ব-৮ফুট রাস্তা, পশ্চিম-সাহেব আলি মোল্লা)। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ০৪.০৬.২০২২ খ) টাকা. ১১,৮০,২৬৪.৭৬ গ) ১৯.০১.২০২৩	ক) টাকা. ৩০,৩৬,০০০ /- খ) টাকা. ৩,০৩,৬০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ২৪.০৫.২০২৩ (১২.০০ থেকে ৪.৩০ ঘটিকা) খ) ২৩.০৫.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ২২.০৫.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)
৭	**ক) মতিয়ার রহমান লস্কর** পিতা-ইশা লস্কর ওরফে আবেদা লস্কর গ্রাম-পালেরচক, পোস্ট-জালবেড়িয়া, থানা-কুলতলি, ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৩৮, পশ্চিমবঙ্গ **অ্যাকা নং. ১৯২১২১০০০১৯৪৬ খ) প্রিয়ার মোড় শাখা**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং বাড়ি যার আরএস দাগ নং. ২৪৪, খতিয়ান নং. ২২৭, তৌজি নং. ১৩৯, জেএল নং. ২৭১০, মৌজা-জামতলা, মোট এলাকা ০১ ডেসিমেল (নির্মান এলাকা ৪২০ ব.ফু.) ব্যবসার ইউনিট-মে. লস্কর লুব্রিকেটিং ওয়েল এবং স্পেয়ার পার্টস নামে, যা রয়েছে মতিয়ার রহমান নামে, পিতা-ইশা লস্কর ওরফে আবেদা লস্কর নথিবদ্ধ দলিল নংয় ২২০৬ / ২০১০ এবং **সম্পত্তির পরিসীমা ঃ** উত্তরে-অন্যদের খালি জমি, দক্ষিণ-কার্তিক মন্ডল, পূর্ব-উত্তম মন্ডলের সম্পত্তি, পশ্চিম-২৫ ফুট জামতলা রোড। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ০২.০৫.২০২২ খ) টাকা. ১০,৯১,৬৮৫,৯৭ গ) ১৫.০৭.২০২২	ক) টাকা. ১৪,৮২,০০০ /- খ) টাকা. ১,৪৮,২০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ২৪.০৫.২০২৩ (১২.০০ থেকে ৪.৩০ ঘটিকা) খ) ২৩.০৫.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ২২.০৫.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)
৮	**ক) শ্রী আব্দুল ওয়াহাব** পিতা-প্রয়াত উনুচ আলি সেকলোন গ্রাম-উত্তর দেয়ারচক, পোস্ট-কুলেশ্বর, থানা-ডায়মন্ড হারবার, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭৫ **অ্যাকা নং. ১২৫৪২১০০৩১১৫২ খ) শ্রীচন্দহাট শাখা**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং বাড়ি অবস্থিত মৌজা-উত্তর দেয়ারচক, জেএল নং. ১৩১, আরএস খতিয়ান নং. ১২৭, এলআর খতিয়ান নং. ১১৩৪, হাল এলআর খতিয়ান নং. ১৭৪০, আরএস ও এলআর দাগ নং. ৭৪৫, জমির পরিমান ১০ ডেসিমেল (বাস্তু) ও কার্পেট এলাকা বাড়ির-গ্রাউন্ড ফ্লোর ৪৮০ ব.ফু. ও ১ম ফ্লোর ৪৮০ ব.ফু. অধীন থানা ও এডিএসআরও-ডায়মন্ড হারবার, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **সম্পত্তির মালিক আব্দুল ওয়াহাব,** পিতা-প্রয়াত উনুচ আলি সেক, রেকর্ড বুক নং. ১, সিডি ভলি. নং. ৪, পাতা ৫০৯ থেকে ৫২০, বিক্রয় দলিল নং. ১-০১৮১৯ সাল ২০১০, তাং. ২৫.০৫.২০১০ ও বুক নং. ১, সিডি ভলি. নং. ৩, পাতা ৭৬৬৮ থেকে ৭৬৮২, বিক্রয় দলিল নং. ১-০২১৪০ সাল ২০১৩ তাং. ২৮.০৫.২০১৩, এডিএসআরও-ডায়মন্ড হারবার। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ২০.০২.২০২০ খ) টাকা. ৭,১৯,৬১৭.০০ গ) ১৯.১২.২০২০	ক) টাকা. ৯,৩৬,০০০ /- খ) টাকা. ৯৩,৬০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ২৪.০৫.২০২৩ (১২.০০ থেকে ৪.৩০ ঘটিকা) খ) ২৩.০৫.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ২২.০৫.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)

নিয়ম ও শর্তাবলী ঃ

বিক্রয় করা হবে শর্ত এবং নিয়মাবলী পালন করে যা প্রস্তাবিত আকারে রয়েছে নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা ২০০২ এবং উল্লেখিত আরও শর্ত মোতাবেকঃ-

১. সম্পত্তি বিক্রয় হবে ''**যেখানে যা আছে এবং সেখানে কি আছে এবং সেখানে যা কিছু আছে**'' ভিত্তিতে।
২. সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণী উল্লেখ রয়েছে উপরোক্ত সারণীতে যা স্বীকৃত আধিকারিকের সর্বশেষ জানা তথ্যের ভিত্তিতে, কিন্তু অনুমোদিত আধিকারিক কোন ত্রুটি, ভুল তথ্য বা এই ঘোষনার কোনরূপ ভ্রান্তির জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।
৩. বিক্রয় করা হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে যা দেওয়া হবে ওয়েবসাইটে-**https:// www.mstcecommerce.com**।
৪. বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী বিক্রয়ের, দয়াকরে দেখুন-**www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app & www.pnbindia.in**।
৫. বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী ই-নিলাম বিক্রয়ের জানতে দরপত্র জমা করার পূর্বে এবং ই-নিলাম বিক্রয়ে অংশ নেওয়ার পূর্বে তথ্য জানতে যোগাযোগের ব্যক্তি -**শ্রী দেবানন্দ শর্মা, চিফ ম্যানেজার, মোবাইল নং. ঃ ৯৫২৩৩২০২৬০।**
৬. সফল দরদাতা (যদি একটিমাত্র দর জমা পড়ে সেক্ষেত্রে একটি বর্ধিত দর রাশি প্রয়োজন থাকবে বিক্রয় সুনিশ্চিত হতে) জমা করতে হবে এফিডেভিট অনুমোদিত অধিকারিকের কাছে শারিরীক উপস্থিতি সুনিশ্চিত করতে এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির নথিপত্র যাঁচাইয়ের জন্য (যদি প্রয়োজন থাকে)।
৭. সমস্ত বিধিসমস্তত বকেয়া / পরিচারক চার্জ / অন্যান্য বকেয়া সঙ্গে রেজিস্ট্রেশান চার্জ, স্ট্যাম্প খরচ, কর, পরিবহণ খরচ, জিএসটি ইত্যাদি বহন করতে হবে ক্রেতাকে।
৮. সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণী সারণীতে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত যা সর্বশেষ তথ্যমতে অনুমোদিত আধিকারিকের কাছে, কিন্তু অনুমোদিত আধিকারিক কোন ত্রুটি, ভুল তথ্য বা এই ঘোষনার কোনরূপ ভ্রান্তির জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।
৯. দরদাতাদের দায়িত্ব থাকবে পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হতে নিজেদেরকে সম্পত্তির বিষয়ে এবং নির্দিষ্টভাবে দর জমার পূর্বে।
১০. নিলামের অর্থ প্রদানের জন্য করতে হবে ডিডি / নগদ/ এনইএফটি/ আরটিজিএস মাধ্যমে যার **অ্যাকাউন্ট নং. ঃ ০৩০০২০৩১৭১১৬০, আইএফএসসি নং. ঃ পিইউএনবি০০৩০০২০ পিএনবি-র, শাখা চৌধুরি বাজার, বারুইপুর, নাম-পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক।**

৩০ দিনের বিধিসম্মত বিক্রয় নোটিস অধীন রুল ৮(৬) সারফেইশি আইন, ২০০২

তারিখ ঃ ০৫.০৫.২০২৩
স্থান ঃ বারুইপুর

স্বা /- শ্রী দেবানন্দ শর্মা, চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

টলি-বলির টুকরো খবর

একসঙ্গে সিলভার স্ক্রিনে দীপিকা-ক্যাটরিনা

সলমান খান ও শাহরুখ খানকে বড়পর্দায় একসঙ্গে দেখা গিয়েছে। সদ্যই পাঠানে দেখা গিয়েছে সলমানের ঝলক, ঠিক সেভাবেই কিসি কা ভাই কিসি কি জান-এ ছিলেন শাহরুখ। তবে এবার নাকি রূপোলি পর্দায় একসঙ্গে আসতে চলেছে দীপকা পাড়ুকোন ও ক্যাটরিনা কাইফ। শাহরুখ অভিনীত 'পাঠান' ছবির সাফল্যের পর যশরাজ ফিল্মস স্পাই প্যাড তৈরিতে ব্যস্ত। 'পাঠান', 'ওয়ার', 'টাইগার'-এর মতো ছবির চরিত্রদের নিয়ে এখন স্পাই ইউনিভার্স তৈরি করতে চায় প্রযোজনা সংস্থা। সম্প্রতি একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, যশরাজ একটি ছবির পরিকল্পনা করছে যেখানে দীপিকা পাড়ুকোন ও ক্যাটরিনা কাইফ মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করবেন। লেডি স্পাইদের নিয়ে ছবি বানাতে চলেছেন তারা। সেখানেই প্রথমবার বড়পর্দায় একসঙ্গে দেখা যাবে দীপিকা-ক্যাটরিনাকে। এক সংবাদমাধ্যমের টুইটার হ্যান্ডলে দাবি করা হয়েছে, যশরাজ বিগ বাজেট নারী কেন্দ্রিক স্পাই ফিল্ম তৈরি করতে চলেছে। যেখানে দীপিকা ও ক্যাটরিনা রয়েছেন মুখ্য চরিত্রে। প্রসঙ্গত, সলমানের বিপরীতে 'টাইগার থ্রি'তে দেখা গিয়েছে ক্যাটরিনাকে এবং 'পাঠান' ছবিতে কাজ করেছেন দীপিকা। লেটসসিনেমার রিপোর্ট অনুযায়ী, 'যশরাজ ফিল্মসের তরফে বলা হয়েছে হলিউডের অভিনেত্রীরাই একটি স্পাই ইউনিভার্স চালায়। আমরা ছোট ছোট ছবি করি ঠিকই কিন্তু এই প্রথমবার কিছু এরকম বড় স্কেলে করতে চলেছো।'

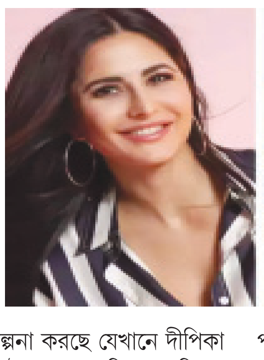

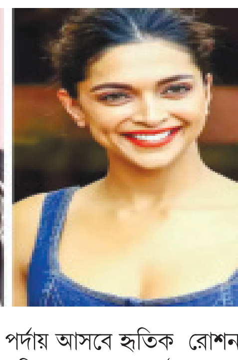

ইতিমধ্যেই সলমান খান ও শাহরুখকে নিয়ে 'টাইগার ভার্সেস পাঠান' তৈরি করতে চলেছে যশ চোপড়ার প্রযোজনা সংস্থা। ২০২৪ কিংবা ২০২৫ সালে মুক্তি পেতে পারে এই ছবি। অন্যদিকে, ওয়ার টু-তে ফের পর্দায় আসবে হৃতিক রোশন। তবে ২০২৪ এ ওয়ার টু মুক্তির আগে বড়পর্দায় আসছে ভাইজানের টাইগার থ্রি। প্রযোজনা সংস্থা যখন নিজেদের স্পাই ইউনিভার্স তৈরির পরিকল্পনা করছে, তখন নেটিজেনরা ইতিমধ্যেই প্রতিক্রিয়া দিতে শুরু করেছে। কয়েকজন ইউজারের মতে, রণবীর কাপুরকে খলনায়কের চরিত্র দিলে মন্দ হয় না। কারও মন্তব্য, আলিয়ারও ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করা উচিত। আর ছবির নাম হওয়া উচিত 'উইমেন অব রণবীর'।

'যে করেই হোক সত্য উদ্‌ঘাটন করবো' ২৭ টি মেয়ের নিখোঁজ তদন্তে ছুটলেন দুরন্ত সোনাক্ষী

নতুন অবতারে ধরা দিলেন অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা। পুলিশ ইউনিফর্ম পরে কার্যত দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি। সদ্য প্রকাশিত সোনাক্ষীর পরবর্তী ওটিটি সিরিজের ট্রেলারে দুরন্ত রূপে ধরা দিলেন অভিনেত্রী। ঠিক কি ঘটেছে? ঘটনাটি রাজস্থানের, যেখানে পরপর ২৭ টি মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে। প্রকাশ পাওয়া ট্রেলার থেকে সিরিজের ধারা কিছুটা আন্দাজ করা যাচ্ছে। নিখোঁজের পর মারা গিয়েছেন প্রত্যেকে। প্রাথমিকভাবে দেখে সুইসাইড মনে হলেও কোথাও গিয়ে প্রতিটি নিখোঁজের ঘটনা পরস্পরের সাথে জড়িত। আর সেই যোগসূত্রই খুঁজবেন সোনাক্ষী। হতে পারে ঘটনাটি খুন, কিন্তু কে খুন করলো আর কিভাবে খুন করা হলো সেখানেই আসল রহস্য। পাশাপাশি এই সিরিজে সোনাক্ষীর সহ অভিনেতা হিসেবে রয়েছেন বিজয়

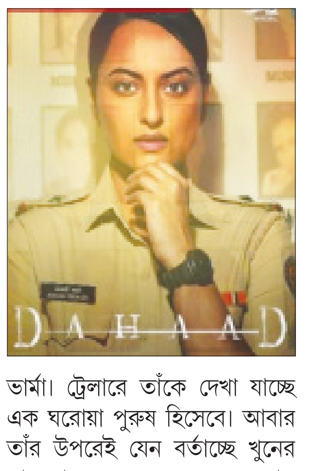

ভার্মা। ট্রেলারে তাঁকে দেখা যাচ্ছে এক ঘরোয়া পুরুষ হিসেবে। আবার তাঁর উপরেই যেন বর্তাচ্ছে খুনের দায়ভার। এক একবার আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যেন প্রত্যেকটি খুনের সাথে জড়িত তিনিই! আবার এমনও হতে পারে তিনি নিতান্তই ভালোমানুষ। মোট কথা অসংখ্য মারপ্যাঁচে জড়িয়ে রয়েছে ২৭ টি মেয়ের মৃত্যু রহস্য। ৩ মে প্রকাশ পাওয়া ২ মিনিট ৩২ সেকেন্ডের 'Dahaad' এর ট্রেলারে কিছু হাড় হিম করা দৃশ্য দেখতে পাবেন দর্শকরা। সবশেষে স্মাইল বলে শেষ হলেও শেষ হাসি কার মুখে থাকবে এখন সেটাই দেখার। যদিও সোনাক্ষী নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় হ্যান্ডেলে লিখেছেন 'সত্যের জন্য ল।তে প্রস্তুত তিনি।' স্থানীয় ভাষায় রীতিমতো সাবলীল সোনাক্ষী। নজর কেড়েছেন পুলিশি লুকে। ট্রেলারে একটি বাচ্চা ছেলে সোনাক্ষীকে উদ্দেশ্য করে বলে 'লেডি সিংঘম।' যার পাল্টা প্রত্যুত্তরও দেন সোনাক্ষী। ফারহান আখতার ও রীতেশ সিধওয়ানির প্রোডাকশন হাউজের প্রযোজনায় এবং রিমা কাগতি ও জোয়া ওবেরয়ের পরিচালনায় আগামী ১২ মে প্রকাশ পেতে চলেছে সিরিজটি। দেখা যাবে অ্যামাজন প্রাইমে। সিরিজের ট্রেলারটি প্রকাশ্যে আসতেই কমেন্টের ঝড় তুলেছেন অনুরাগীরা।

জেনারেল ম্যানেজার সায়ন্তন দাসকে অভিনন্দন, ভারতের ৮১ তম গ্র্যান্ডমাস্টার

কলকাতা, ৪ মে ঃ সায়ন্তন দাস, একজন মেট্রোম্যান ভারতের ৮১ তম গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েছেন। সায়ন্তন, মেট্রো রেলের পার্সোনেল বিভাগের একজন কর্মী ফ্রান্সে কান ওপেন ২০২৩ জিতে পশ্চিমবঙ্গের ১১ তম গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েছেন। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে আজ, অর্থাৎ ০৪.০৫.২০২৩ মেট্রো রেল ভবনে জিএম এর চেম্বারে সায়ন্তনের সাথে দেখা করেছেন এবং এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি তার আশা প্রকাশ করেছেন যে ভবিষ্যতের টুর্নিগুলিতেও তিনি উড়ন্ত রঙ নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবেন এবং মেট্রো সম্প্রদায়কে গর্বিত করতে পারবেন।

দক্ষিণ পূর্ব রেলের ট্রেনের নতুন স্টপেজ

কলকাতা, ৪ মে ঃ নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির স্টপেজ নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুযায়ী ছয় মাসের জন্য পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে প্রদান করা হবেঃ **সিনি স্টেশনে স্টপেজ ঃ** ১২০২১ হাওড়া-বারবিল জন শতাব্দী এক্সপ্রেস, যাত্রা শুরু w.e.f. ০৮.০৫.২০২৩ সিনি স্টেশনে ১০.১৭ টায় পৌঁছাবে এবং ১০.১৯ টায় ছাড়বে। ১২০২২ বারবিল-হাওড়া জন শতাব্দী এক্সপ্রেস, যাত্রা শুরু w.e.f. ০৮.০৫.২০২৩ সিনি স্টেশনে ১৬.১০ টায় পৌঁছাবে এবং ১৬.১২ টায় ছাড়বে। **রাজখারসাওয়ান স্টেশনে স্টপেজ ঃ** ১৩২৮৭ দুর্গ-রাজেন্দ্র নগর এক্সপ্রেস, ০৮.০৫.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা রাজখারসাওয়ান স্টেশনে ১৭.১৩ টায় পৌঁছাবে এবং ১৭.১৫ টায় ছাড়বে। ১৩২৮৮ রাজেন্দ্র নগর-দুর্গ এক্সপ্রেস, ০৭.০৫.২০২৩ থেকে শুরু হওয়া যাত্রা রাজখরসাওয়ান স্টেশনে ০৮.৪১ টায় পৌঁছাবে এবং ০৮.৪৩ টায় ছাড়বে। ১৮১৯০ এর্নাকুলাম-টাটানগর এক্সপ্রেস, ০৭.০৫.২০২৩ থেকে শুরু হওয়া যাত্রা রাজখারসাওয়ান স্টেশনে ০৩.১৩ টায় পৌঁছাবে এবং ০৩.১৫ টায় ছাড়বে। ১৮১৮৯ টাটানগর-এর্নাকুলাম এক্সপ্রেস, ১১.০৫.২০২৩ থেকে শুরু হওয়া যাত্রা রাজখারসাওয়ান স্টেশনে ০৫.৫৪ টায় পৌঁছাবে এবং ০৫.৫৬ টায় ছাড়বে।

সিরিজের পরিচালক হয়েই বলিউডে পা শাহরুখপুত্র আরিয়ানের!

শাহরুখের মতো অভিনয় করবেন নাকি অন্য কোনও কেরিয়ার বাছবেন আরিয়ান? তা নিয়ে জল্পনা অনেক আগে থেকেই ছিল বলিউডে। তবে শাহরুখপুত্র আরিয়ান কখনই খোলসা করেননি আসলে কী করবেন তিনি। কিন্তু মাঝে মধ্যেই খবরে আসত, আরিয়ান নাকি অভিনয়ের থেকে সিনেমা পরিচালনাতেই বেশি মন দিতে চান। তার মাঝেই টুক করে মদের কোম্পানি ও পোশাকের ব্র্যান্ড খুলে ফেললেন আরিয়ান। আর এবার খবরে এল আরিয়ান এবার সিরিজ পরিচালনা করতে চলেছেন। যার নাম স্টারডম। শোনা যাচ্ছে, জনপ্রিয় এক ওটিটি প্ল্যাটফর্মেই নাকি দেখা যাবে আরিয়ানের পরিচালনায়

তৈরি ৬ এপিসোডের এই সিরিজ। সূত্র বলছে, শাহরুখের প্রযোজনা সংস্থা রেড চিলিসের ব্যানারে তৈরি হচ্ছে আরিয়ানের এই সিরিজ। আরিয়ানের ঘনিষ্ঠমহল থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, 'স্টারডম' সিরিজে উঠে আসবে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির নেপথ্যের গল্প। যেখানে নাকি দেখা যাবে শাহরুখকেও। তবে এখনই এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি আরিয়ান বা শাহরুখ। মাদক কাণ্ডের পর ছেলে আরিয়ানকে নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলেন শাহরুখ। তবে ধীরে ধীরে সেই দুঃসময় কাটিয়ে আরিয়ান নিজের পায়ের মাটি খুঁজে পেয়েছেন। আর এই ব্যাপারে প্রথম থেকে পাশে পেয়েছেন বাবা শাহরুখকে। এবারটাও আরিয়ান পাশে পেলেন তাঁকে।

মহারাষ্ট্রের পুনেতে তিন বিল্ডিং নির্মাতার বাড়িতে আয়করের হানা

মুম্বই, ৪ মে ঃ বৃহস্পতিবার সকালে মহারাষ্ট্রের পুনে শহরের তিন বিল্ডিং নির্মাতার বাসভবন ও অফিস সহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালায় আয়কর বিভাগের দল। বেহিসাবি সম্পদ ও কর ফাঁকির ঘটনায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আয়কর বিভাগ এই পদক্ষেপ সম্পর্কে কোনও তথ্য দেয়নি, তবে সূত্র জানিয়েছে, আয়কর বিভাগের এই পদক্ষেপটি বেহিসাব সম্পদ এবং কর ফাঁকির তদন্তের জন্য করা হচ্ছে। আয়কর দফতরের অভিযান চলছিল। আয়কর বিভাগের দল আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করছে। আয়কর বিভাগ পুনের বিল্ডারদের কাছ থেকে কর ফাঁকি এবং বেহিসাবি সম্পদের অভিযোগ পেয়েছিল। এর ভিত্তিতে এদিন সকাল থেকে পুনের সিন্ধ সোসাইটিতে বসবাসকারী তিন নির্মাতার বাড়িতে অভিযান শুরু করে আযকর দফতরের দল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এর আগে আয়কর বিভাগ নাসিকের বিল্ডারদের উপর টানা ছয় দিন অভিযান চালিয়েছিল এবং ৩,৩৩৩ কোটি টাকার বেহিসাব লেনদেন উদ্ধার করা হয়েছিল।

কিশত্বরে ভেঙে পড়ল সেনাবাহিনীর ধ্রুব হেলিকপ্টার, দু'জন আহত

শ্রীনগর, ৪ মে ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের কিশত্বর জেলায় ভেঙে পড়ল ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি এএলএইচ ধ্রুব হেলিকপ্টার। এই চপার দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন দু'জন পাইলট ও একজন টেকনিশিয়ান। বৃহস্পতিবার বেলা ১১.১৫ মিনিট নাগাদ কিশত্বর জেলার মারওয়াহর কাছে ভেঙে পড়ে হেলিকপ্টারটি। আহত অবস্থায় দু'জন পাইলট ও একজন টেকনিশিয়ানকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। উত্তর কমান্ডের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে,

একটি অপারেশনাল মিশনের সময় এএলএইচ ধ্রুব হেলিকপ্টার জম্মু ও কাশ্মীরের কিশত্বর অঞ্চলে মারুয়া নদীর তীরে অবতরণ করে। সেনাবাহিনী জানিয়েছেন, পাইলটরা এযার ট্রাফিক কন্ট্রোলারকে (এটিসি) প্রযুক্তিগত ত্রুটির কথা জানিয়েছিলেন, এরপর সতর্কতামূলক অবতরণ করেন। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার বেলা ১১.১৫ মিনিট নাগাদ কিশত্বর জেলার মারওয়াহর কাছে ভেঙে পড়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি এএলএইচ ধ্রুব হেলিকপ্টার। ওই হেলিকপ্টারে দু'জন পাইলট ও একজন টেকনিশিয়ান ছিলেন, তাঁদের উদ্ধার করে উধমপুরের কমান্ড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনার কারণ জানতে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইউনিসেফে'র রিপোর্ট বলছে, বাল্যবিবাহে দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে এই দেশ

নয়াদিল্লি, ৪ মে ঃ চাইল্ড ম্যারেজ বিশ্ব জুড়ে এক সামাজিক অভিশাপ। এই নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি চলছেই দেশে দেশে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিষয়টিকে নির্মূল করা যাচ্ছে না সমাজ থেকে। নির্মূল করা তো দূরের কথা, দেখা যাচ্ছে এটি বিশ্বের অনেক দেশেই বেশ ভালো রকম শিকড় ছড়িয়েছে। যেমন বাংলাদেশে। সেখানে বাল্য বিবাহ সাংঘাতিক আকার ধারণ করেছে। সাধারণত ১৮ বছরের কম বয়সি মেয়েদের বিয়ে দেওয়া আইনত অপরাধ। কিন্তু, আইনকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাংলাদেশে ৫১ শতাংশ মেয়েরই বিয়ে হয় শৈশবেই! বাল্যবিবাহ নিয়ে UNICEF - এর সম্প্রতি প্রকাশিত এক সমীক্ষা থেকে এমনই তথ্য উঠে এসেছে। জানা গিয়েছে, বাল্যবিবাহে দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে বাংলাদেশ, বিশ্বে অষ্টম। ইউনিসেফ-এর তথ্য বলছে, বাংলাদেশে ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়! আর বয়স ১৫ বছর হওয়ার আগে বিয়ে হয় ১ কোটি ৩ লক্ষ কিশোরীর। বাংলাদেশে ইউনিসেফের প্রতিনিধি শেলডন ইয়েট এই বিষয়ে বলেন, শিশুদের বিয়ে দেওয়া উচিত নয়। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সত্ত্বেও সেখানে শিশুবধূর সংখ্যা বিস্ময়কর। আর এ। মধ্যে দিয়ে লক্ষ লক্ষ মেয়ের শৈশব কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ইউনিসেফ-এর তথ্যে প্রকাশিত, বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে সবচেয়ে 'এগিয়ে' সাহারা আফ্রিকার দেশগুলি। এই মুহূর্তে বিশ্বব্যাপী প্রায় ৬৪ কোটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে তাদের ছোটবেলায়। তবে ২০৩০ সালের মধ্যে তারা বিশ্ব জুড়ে বাল্যবিবাহ অবসানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে বলে উল্লেখ করেছে। কেন এরকম ঘটছে- মূলতঃ অর্থনৈতিক সংকটের জন্যই সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে এরকম হচ্ছে। অর্থনৈতিক কারণেই পরিবারগুলি তাড়াতাড়ি মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিতে চায়। এদিকে সাবালিকা হওয়ার আগেই মেয়েদের বিয়ে হলে গর্ভধারণের ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত ঝুঁকি থেকে যায় বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন শেলডন ইয়েট। তাঁর মতে, অল্প বয়সে বিয়ে হলে এবং অন্তঃসত্ত্বা হলে শিশু ও পাশাপাশি মায়েরও মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ে। এছাড়া কম বয়সে বিয়ে হওয়ার এই ব্যাপারটি ওই মেয়েদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপরেও প্রভাব ফেলতে পারে। তাই মেয়েরা যাতে স্কুলে যেতে পারে এবং নিজের মধ্যে থাকা সম্ভাবনা অনুযায়ী স্বাধীন ভাবে বেড়ে উঠতে পারে সেদিকে নজর দেওয়া জরুরি।

ইউক্রেনের কয়েকটি শহরে বিস্ফোরণের শব্দ, সতর্কতা জারি

কিয়েভ, ৪ মে ঃ ক্রেমলিনের ওপর ড্রোন হামলার পরে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ ও অন্যান্য শহরে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে বলে দেশটির কর্মকর্তা ও গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে। এরপর শহরগুলোতে বিমান সতর্কতা জারি করা হয়েছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষরা জানিয়েছে, যেকোনও ধরনের হামলা ঠেকাতে বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কাজ করছে। আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসন টেলিগ্রামে বলেছে, কিয়েভ অঞ্চলে বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী কাজ করছে। আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসনের প্রধান টেলিগ্রামে বলেছেন, বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কার্যক্রম চলছে। এদিকে স্থানীয় গণমাধ্যম ওডেসার কৃষ্ণ সাগর বন্দরে বিস্ফোরণের খবরও জানিয়েছে। এদিকে, ক্রেমলিনের ওপর ড্রোন হামলা এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে হত্যার ইউক্রেনের প্রচেষ্টার 'প্রতিশোধ' নেওয়ার কথা জানিয়েছে রাশিয়া। ড্রোন হামলাকে 'ইউক্রেনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড' উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আনাতোলি আন্তোনভ বলেছেন, এই হামলার চেষ্টার জন্য জবাব দেবে রাশিয়া। তবে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ড্রোন হামলায় তার দেশের সংশ্লিষ্টতার কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, আমরা পুতিন বা মস্কোকে আক্রমণ করি না। আমরা আমাদের ভূখণ্ডে লড়াই করছি। আমরা আমাদের গ্রাম ও শহর রক্ষা করছি।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে কিছু ট্রেনের সময় সংশোধিত

মালিগাঁও, ৪ মে ঃ চলাচলের উন্নতির লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে নিজের অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন স্টেশনে কয়েকটি ট্রেনের সময়সূচি সংশোধন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১৩১৫৯ / ১৩১৬০নং কলকাতা- যোগবাণী - কলকাতা এক্সপ্রেসের (ত্রি-সাপ্তাহিক) সময় সংশোধন করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী, ১৩১৫৯ নং কলকাতা- যোগবাণী এক্সপ্রেস ট্রেনটি ৮ মে, ২০২৩ থেকে হরিশ্চন্দ্রপুর, কাটিহার, পুর্নিয়া, আরারিয়া কোর্ট, ফরবেশগঞ্জ জং., ও যোগবাণী স্টেশনে সংশোধিত সময়ের সাথে চলাচল করবে।

ট্রেনটি যোগবাণী স্টেশনে ১০.২৫ ঘণ্টায় পৌঁছাবে। ফেরত যাত্রার সময় ১৩১৬০ নং যোগবাণী-কলকাতা এক্সপ্রেস ট্রেনটি ০৯ মে, ২০২৩ থেকে সংশোধিত সময়সূচি সহ ১৫.০০ ঘণ্টায় যোগবাণী থেকে রওনা দিবে। এই ট্রেনটির সময় ফরবেশগঞ্জ জং. ও আরারিয়া কোর্ট স্টেশনেও পরিবর্তন করা হয়েছে। অন্যদিকে, ১২৪৮৮/ ১২৪৮৭ নং আনন্দ বিহার টার্মিনাল-যোগবাণী-আনন্দ বিহার টার্মিনাল সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ট্রেনটি ০৮ মে, ২০২৩ থেকে কাটিহার, পুর্নিয়া, আরারিয়া কোর্ট, ফরবেশগঞ্জ জং. ও যোগবাণী স্টেশনে সংশোধিত সময়ের সাথে চলাচল করবে। ট্রেনটি যোগবাণী স্টেশনে ০৭.৩৫ ঘণ্টায় পৌঁছাবে এবং যোগবাণী থেকে ২০.৪৫ ঘণ্টায় রওনা দেবে। এছাড়াও, ০৮০৪৭/০৮০৪৮ নং সাঁতরাগাছি-গুয়াহাটি- সাঁতরাগাছি সাপ্তাহিক সামার স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা বিদ্যমান সময়সূচি, স্টপেজ, ফ্রিকোয়েন্সি ও গঠনের সাথে আরও ৯টি ট্রিপের জন্য সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ৫ মে থেকে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ০৮০৪৭ নং (সাঁতরাগাছি-গুয়াহাটি) সাপ্তাহিক সামার স্পেশাল ট্রেনটি প্রত্যেক শুক্রবার সাঁতরাগাছি থেকে চলাচল করবে এবং ০৬ মে থেকে ১ জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত ০৮০৪৮ নং (গুয়াহাটি-সাঁতরাগাছি) সাপ্তাহিক সামার স্পেশাল ট্রেনটি প্রত্যেক শনিবার গুয়াহাটি থেকে চলাচল করবে। এছাড়াও, ০৭৯০২/ ০৭৯০৩ নং লিডু- ডিব্রুগড় টাউন-লিডু ডেমু স্পেশালের পরিষেবা ০৭ মে থেকে ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ডিব্রুগড় টাউন বাদ দিয়ে চাউলখোয়া-ডিব্রুগড় হয়ে মুর্কংসেলেক পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এই রুটের নিত্য যাত্রীদের সুবিধার্থে ট্রেনটি চাউলখোয়া- বরগোলাইয়ের মধ্যে সংশোধিত সময়ের সাথে চলাচল করবে। ০৭৯০২ নং লিডু-মুর্কংসেলেক ডেমু স্পেশাল ট্রেনটি লিডু থেকে ০৬.৪৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে মুর্কংসেলেকে ১২.১৫ ঘণ্টায় পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ০৭৯০৩ নং মুর্কংসেলেক-লিডু ডেমু স্পেশাল ট্রেনটি মুর্কংসেলেক থেকে ১৫.৩০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে ২১.০০ ঘণ্টায় লিডু পৌঁছাবে। ট্রেনটি ডিব্রুগড়-মুর্কংসেলেকের মধ্যে ধামালগাঁও, টঙ্গানি, নিউ সিসিবরগাঁও, শ্রীপানি, সিলাপাথার, আর্চিপাথার, চিমেন চাপরি, তেলেম ও লাইমেকুরিতে স্টপেজ দিবে। ট্রেনটি অসম ও অরুণাচল প্রদেশের একটি অংশের যাত্রীদের জন্য ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও দক্ষিণ পারের মধ্যে সুগম ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। এই ট্রেনের স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ রেলওয়ে ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের সোস্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হচ্ছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

মনসুখ মাণ্ডব্য দেশে ১০০টি স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন ফুড স্ট্রিট তৈরির জন্য 'ফুড স্ট্রিট প্রোজেক্ট'টি পর্যালোচনা

নয়াদিল্লি, ৪ মে ঃ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ মনসুখ মাণ্ডব্য সারা দেশে ১০০টি স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন ফুড স্ট্রিট তৈরির জন্য 'ফুড স্ট্রিট প্রোজেক্ট'টি পর্যালোচনা করেছেন। পর্যালোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রক এবং ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এফএসএসএআই)-এর উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এই প্রকল্পের লক্ষ্য খাদ্য ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যকর এবং সুরক্ষিত খাদ্যাভ্যাসে উৎসাহ দেওয়া যাতে খাদ্য থেকে অসুস্থতা কমে এবং সার্বিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। স্বাস্থ্য এবং পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের ন্যাশনাল হেলথ মিশন (এনএইচএ) পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় ১০০টি 'ফুড স্ট্রিট'কে ১ কোটি টাকা করে সহায়তা দেবে। এই অনুদান দেওয়া হবে ৬০.৪০ বা ৯০.১০ অনুপাতে। শর্ত থাকবে যে এফএসএসএআই-এর বিধি-নিয়ম মেনে এই 'ফুড স্ট্রিট'গুলি ব্র্যান্ডিং করতে হবে। আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে নিরাপদ পানীয় জল, হাত ধোয়া, শৌচাগার ব্যবস্থা, মেঝেতে টাইলস লাগানো, যথাযথ তরল ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ডাস্টবিন রাখা, বিলবোর্ড ব্যবহার, মজুত রাখার ব্যবস্থা, আলো, বিশেষ বিশেষ খাবারের জন্য বিশেষ ধরনের ঠেলাগাড়ি ইত্যাদির জন্য। ভারতের

খাদ্য সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রাস্তার খাবার। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। দ্রুত নগরায়নের সঙ্গে সঙ্গে সুলভে এবং সহজে খাবার খেতে রাস্তার খাবারের দোকানগুলিই ভরসা। তবে, এগুলির সুরক্ষা এবং পরিচ্ছন্নতা নিয়ে উদ্বেগ আছে। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক 'ফুড স্ট্রিট' হাবগুলির খাদ্যের মান এবং পরিচ্ছন্নতার উন্নতি করতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। এর জন্য ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ, নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষ অডিট, শংসাপত্র দান ইত্যাদি একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে চারটি 'ফুড স্ট্রিট' গড়ার প্রস্তাব রয়েছে। এর পাশাপাশি আসামে চারটি, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম, ত্রিপুরা এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে একটি করে 'ফুড স্ট্রিট' তৈরি করা হবে।

ঝাং মিং-এর সঙ্গে কথা বললেন এস জয়শঙ্কর

পানাজি, ৪ মে ঃ সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) গোষ্ঠীর সদস্যরা বিদেশ মন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দিতে গোয়ায় আসতে শুরু করেছেন। রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ গোয়া পৌঁছেছেন। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার গোয়ায় এই বৈঠক হচ্ছে। এদিন সকালে বিদেশ মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর এসসিও- এর মহাসচিব ঝাং মিং-এর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। ডঃ জয়শঙ্কর ভারতের এসসিও প্রেসিডেন্সির প্রতি তাঁর সমর্থনের প্রশংসা করেছেন। তিনি স্টার্টআপ, ঐতিহ্যগত চিকিৎসা, যুব ক্ষমতায়ন, বৌদ্ধ ঐতিহ্য এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-সহ মূল ফোকাস ক্ষেত্রগুলি নির্ধারণ করেছেন। বৈঠকে চিন ও পাকিস্তান-সহ সদস্য দেশগুলির বিদেশমন্ত্রীরাও উপস্থিত থাকবেন। ডক্টর এস জয়শঙ্কর তাঁর রাশিয়ান এবং চিনা সমকক্ষদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করবেন। বিদেশমন্ত্রীর বৈঠক ভারত এবং অন্যান্য সদস্য দেশগুলিকে বহুপাক্ষিক সহযোগিতা এবং বিরোধ সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে। সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন হল একটি আট সদস্য বিশিষ্ট বহুপাক্ষিক সংস্থা, যা ২০০১ সালের ১৫ জুন সাংহাইতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এসসিও-এর সদস্য রাষ্ট্রগুলি হল ভারত, চিন, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, রাশিয়া, পাকিস্তান, তাজিকিস্তান এবং উজবেকিস্তান।

বন্যা-ভূমিধসে রুয়ান্ডা ও উগান্ডায় নিহত ১৩৫, চলছে উদ্ধারকাজ

কাম্পালা, ৪ মে ঃ প্রবল বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে রুয়ান্ডায় কমপক্ষে ১২৯ জন এবং উগান্ডায় ছয়জন নিহত হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। বুধবার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, উদ্ধারকারীরা বাড়িতে আটকে থাকা জীবিতদের উদ্ধারে কাজ করছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন রুয়ান্ডা সম্প্রচার সংস্থার পোস্ট করা একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, বন্যার জলের স্রোতে ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। রুয়ান্ডার ডেপুটি সরকারের মুখপাত্র অ্যালাইন মুকুরারিন্ডা বলেছেন, স্থানীয় সময় বুধবার বিকেল সাড়ে ৩টার মধ্যে প্রাণহানির সংখ্যা বেড়ে ১২৯-এ দাঁড়িয়েছে। রুয়ান্ডার পশ্চিম প্রদেশের গভর্নর ফ্রাঁসোয়া হাবিতেগেকো বলেছেন, আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার হলো ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছানো। যাতে করে আমরা আটকে পড়া যেকোনও ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে পারি। ইতিমধ্যে অনেককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। হাবিতেগেকো বলেন, সেবায়া নদীতে ভাঙন শুরু হয়েছে। আগের দিনের বৃষ্টির কারণে ভূমিধস হয়। যার কারণে রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দেশটির প্রেসিডেন্ট পল কাগামে বলেছেন, সরকার অস্থায়ী স্থানান্তরসহ ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করছে। এদিকে রুয়ান্ডার প্রতিবেশী দেশ উগান্ডার দক্ষিণ-পশ্চিম কিসোরো জেলায় ভূমিধসে ছয়জন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় রেড ক্রস জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে পাঁচজন এক পরিবারের।

বিহারে জাতপাতের ভিত্তিতে জনগণনার উপর স্থগিতাদেশ পাটনা হাইকোর্টের, দু'দিন শুনানি শেষে রায়

পাটনা, ৪ মে ঃ কেন্দ্রের আপত্তি উড়িয়ে সব রাজনৈতিক দলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে বিহারে জাতিগত আদমশুমারি চালু করেছিল নীতীশ কুমারের সরকার। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছিল পাটনা হাইকোর্টে। বৃহস্পতিবার সেই মামলার শুনানির সময় বিহারে জাতপাতের ভিত্তিতে জনগণনার উপরে স্থগিতাদেশ জারি করল পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি পূর্ণেন্দু সিং-এর সিঙ্গল বেঞ্চ। দু'দিন শুনানির পর এদিন রায় জানানো হয়। আগামী ৩ জুলাই ফের শুনানি হবে। উল্লেখ্য, ২০১১ সালের পর ২০২১ সালে ভারতে জনগণনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনা মহামারির কারণে সেই প্রক্রিয়া পিছিয়ে যায়। আর নতুন করে যখন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখন জনগণনার ক্ষেত্রে তফশিলি জাতি এবং তফশিলি উপজাতি বাদে অন্য কোনও ক্ষেত্রে জাতপাতের উল্লেখ না রাখার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র সরকার। এমনকী ওবিসি-দের ক্ষেত্রেও আলাদা জাতির উল্লেখ রাখা হবে না বলে জানানো হয়। শুধু ওবিসি বলেই উল্লেখ করা হবে। অনেকে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও শুরু থেকে এর তীব্র বিরোধিতা করে আসছিলেন নীতীশ কুমার। তাঁর দাবি ছিল, এই সেনসাসে প্রতিটি জাতির আলাদা আলাদা উল্লেখ রাখতে হবে। জানুয়ারি মাসে নিজের সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিহারে জাতপাতের ভিত্তিতে জনগণনা শুরু করেন নীতীশ। আর তারপরই পাটনা হাইকোর্টে এই বিষয়ে মামলা দায়ের হয়। এই বিষয়ে বিহারের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তারকিশোর প্রসাদ বলেছেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে বিহার সরকার এই বিষয়টিকে হাইকোর্টের সামনে সঠিকভাবে তুলে ধরেনি। জাতিগত আদমশুমারির বিষয়ে তাঁদের (বিহার সরকারের) অভিপ্রায় ভুল ছিল।

পাকিস্তান শান্তির পক্ষে ঃশেহবাজ

ইসলামাবাদ, ৪ মে ঃ গোয়ায় আয়োজিত সাংহাই কো- অপারেশন অর্গানাইজেশন কাউন্সিলের বিদেশ মন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দিতে বৃহস্পতিবার ভারতে এসেছেন পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী বিলাবল ভুট্টো জারদারি। ইসলামাবাদের এই পদক্ষেপ এশিয়ার এই অঞ্চলে পাকিস্তানের শান্তি বজায় রাখার প্রচেষ্টার উজ্জ্বল উদাহরণ বলে মন্তব্য করলেন সে দেশের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ। বৃহস্পতিবার এই প্রসঙ্গে পাক প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতে আয়োজিত সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের বিদেশ মন্ত্রীদের বৈঠকে পাকিস্তানের যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত এসসিও-র সনদ ও বহুপাক্ষিকতার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতির প্রমাণ দেয়।

Name Change

I, SOUMYADIP CHAKRABORTY S/o DIPANKAR CHAKRABORTY resident of 36/4, 3rd Floor, Uttara Apartment, Prince Gulam Mohammad Shah Road, Tollygunge, Kolkata-700033 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my daughter's actual name SARA CHAKRABORTY instead of BHUMI CHAKRABORTY, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore on 11/03/2020. SARA CHAKRABORTY and BHUMI CHAKRABORTY both are the same and one identical person.

Name Change

I, CHUNG YUN HAI @ ALBERT (old name) S/o MAO HSIANG CHUNG resident of Brindaban Gardens, A-4, Flat-1,98 Christopher Road Gobinda Khatick Road, Kolkata-700046 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) YUN HAI CHUNG, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 28/04/2023. CHUNG YUN HAI @ ALBERT and YUN HAI CHUNG both are the same and one identical person.

জামাইয়ের মারে খুন হলেন শ্বশুর

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৪ মে ঃ পারিবারিক বিবাদের জেরে জামাইর হাতে খুন হল শ্বশুর। বৃহস্পতিবার সকালে কোচবিহার পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডে জামাইয়ের হাতে খুন হন শ্বশুর তাপস সরকার (৫৮)। পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছে নিহতের পরিবার। অভিযোগ গত প্রায় পাঁচ বছর আগে কোচবিহারের টাকাগাছ জোড়া পুকুর এলাকার বাসিন্দা তাপস সরকারের মেয়ে পায়েল সরকারের সঙ্গে কোচবিহার ১ নম্বর ওয়ার্ডের ভীম সরকারের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই শ্বশুর বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসার জন্য চাপ সৃষ্টি করে পায়েলের স্বামী ভীম সরকার। টাকা না দেওয়ায় প্রতিনিয়ত পায়েলকে মারধর করতো তার স্বামী। গত একমাস আগে স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পায়েল বাপের বাড়ি চলে যায়। তারপর থেকেই তাকে এবং তার পরিবারের সদস্যদের প্রাণে মারার হুমকি দেয় ভীম সরকার। এই বিষয়ে পুন্ডিবাড়ি থানায় অভিযোগ জানানোর পরেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ। দুদিন আগে ফের মদ্যপ অবস্থায় পায়েলের বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিয়ে আসেন ভীম সরকার। গতকাল থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে তাদের অভিযোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। আজ সকালে পায়েলের বাবা কোচবিহার ১ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন টাকাগাছ বাজারে বাজার করতে এলে চাপাকলের হাতল দিয়ে ভীম সরকার তার শ্বশুর তাপস সরকারের মাথায় আঘাত করলে সেখানেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে কোচবিহার মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্ত ভীম সরকারকে ধরে ফেলে এবং তাকে বেঁধে রেখে মারধর করে এবং পরবর্তীতে পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। মৃতার স্ত্রী প্রতিমা সরকার বলেন, পুলিশ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় আজ তার স্বামীর মৃত্যু হল। আজ সকালে বাজার করতে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানেই তাকে চাপাকলের হাতল দিয়ে খুন করা হয়।

স্মারকলিপি ভূমিহারাদের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ মে ঃ শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে মাটিগাড়ার কাওয়াখালিতে উপনগরী গড়ার জন্যে জমিও দিয়ে ঘোষণা মতো ক্ষতিপূরণ মেলেনি। ১৯ মাস ধরে লাগাদার আন্দোলন, প্রতিবাদে সামিল তারা। পাঁচ দফা দাবির ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতিকে স্মারকলিপি দিল পোড়াঝার কাওয়াখালি ভূমিরক্ষা কমিটি। ২০০৭ সালে বাম আমলে জমি অধিগ্রহণ করেছিল শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদ। সেইসময় ঘোষণা করা হয়েছিল ৩ থেকে ৫ কাঠা জমির পরিবর্তে দেওয়া হবে পুনর্বাসনের জন্যে প্লট। আর ১০ কাঠার ওপর জমি দিলে তাদের হাতে ফ্ল্যাট দেওয়া হবে। কিন্তু আজও তা বাস্তবায়িত হয়নি। বহু জমিদাতা আজও সরকারি ঘোষণা মতো কিছুই পাননি। বাম আমল থেকেই পৃথক ভূমিরক্ষা কমিটি গড়ে আন্দোলন শুরু হয়। ২০১১ সালে রাজ্যে নতুন সরকার আসার পরও জট কাটেনি। ১৫ বছর পরও সমস্যার সমাধান অধরা। বার বার শ্রেফ প্রতিশ্রুতিই মিলেছে। প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার কাওয়াখালী এলাকার ভূমিহারারা জমি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি সহ পাঁচ দফা দাবি তুলে স্মারকলিপি দেন। প্রশাসন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে তারা আরও বড় আন্দোলনে নামবেন বলে জানিয়েছেন।

ময়না থানার ওসিকে ধমক এসসি কমিশন চেয়ারম্যানের

পুলিশ সুপারের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৪ মে ঃ ময়নায় বিজেপি মৃত বিজেপি কর্মীর মৃত্যুর তদন্তে পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার জাতীয় এসসি কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান অরুণ হালদার ধমক দিলেন ময়না থানার ওসিকে। প্রথম থেকেই ময়না থানার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ জানিয়ে এসেছিলেন মৃতের পরিবার থেকে বিজেপি নেতা কর্মীরা। এবার সেই একই অভিযোগ করলেন জাতীয় এসসি কমিশনের চেয়ারম্যান। বিজেপি কর্মী বিজয়কৃষ্ণ ভুঁইঞার মৃত্যুতে বৃহস্পতিবার সকালেই এলাকায় পৌঁছান তিনি। মৃত বিজয়কৃষ্ণের দেহ যে জায়গায় উদ্ধার হয়েছিল সেই জায়গা ঘুরে দেখেন। সঙ্গে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে গোটা ঘটনার বিবরণও শোনেন। এ দিন অরুণ হালদার আসতেই ময়না থানার পুলিশের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন এলাকাবাসী। ময়না থানার পুলিশের উপর ক্ষোভ উগরে দিয়ে সাংবাদিকদের সামনে তিনি বলেন, ছোট ঘটনা হলেও ভারতের কমিশন গেলে উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত থাকেন ঘটনাস্থলে। জাতীয় এসসি কমিশন দিল্লি থেকে এখানে পৌঁছে গেল আর এসপি এলেন না? অরুণবাবু বলেন, অনেক রাজ্যে আমি ডিজিকে নিয়ে গিয়েছি। সেখানে এসপি না এসে থানার আইসিকে পাঠালেন। আমায় অপমান করা হল। আমি দেখব গোটা বিষয়টা। অরুণ হালদার দাবি করেন, অনেক তথ্য লুকাচ্ছে পুলিশ। আমি কেন স্পটে এলাম? অনেক তথ্যপ্রমাণ থাকে স্পটে অথচ এসপি-ডিএম অনুপস্থিত। ময়না থানার ওসির সঙ্গে কথা বলেন অরুণ হালদার। ধমক দিয়ে প্রশ্ন করেন, একটা মৃতদেহকে তোলার পর খোলা আলোয় এনে তদন্ত করতে হবে। আপনি তা না এনে তদন্ত করবেন কীভাবে? মৃতদেহকে তো দেখতে হবে। পুলিশ আধিকারিকের উদ্দেশ্যে ফের প্রশ্ন, আপনার এসপিকে স্পটে থাকতে বলেছিলাম। উনি কেন এলেন না? আমি দিল্লি থেকে চলে এলাম আর উনি এলেন না? এই রকম একটা খুনে এসপি বা ডিএম কেন এলেন না? স্পটে থাকা উচিৎ ছিল। এখনও রক্তের দাগ রয়েছে। এটাকে ঘিরে দিন। এই কথাবার্তার মধ্যেই গ্রামবাসীরা বলেন, পুরো বিষয়টাই পুলিশ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে স্যর। এরপর অরুণ হালদার আর এক পুলিশ আধিকারিককে ডাকেন। জানতে চান, আপনি পালিয়ে যাচ্ছেন কোথায়? এ দিকে আসুন। আপনি মৃতদেহ উদ্ধারের পর পরিবারকে খবর দিয়েছিলেন? পুলিশ আধিকারিক বলেন, আগে হাসপাতালে পাঠানোর চেষ্টা করেছি। এদিকে ময়নায় বিজেপির বুথ সভাপতি বিজয়কৃষ্ণ ভুঁইয়াকে অপহরণ করে খুনের অভিযোগে একজনকে আটক করল পুলিশ। বুধবার গভীর রাতে স্থানীয় তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ, এই মামলায় এটাই প্রথম পাকড়াও। পুলিশ সূত্রে খবর, আটক তৃণমূল সদস্যের নাম মিলন ভৌমিক। বিজেপি নেতার রহস্যমৃত্যু তিন দিন পর প্রথম এক জনকে আটক করেছে পুলিশ। ময়নার গোড়ামহল গ্রামের বিজেপির বুথ সভাপতি বিজয়কৃষ্ণকে (৬০) গত সোমবার বিকেল নাগাদ মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পরে তাঁর মৃত্যু হয়। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গল ও বুধবার উত্তাল হয়েছে ময়না। এর পরেই বুধবার রাতের দিকে এই খুনের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে স্থানীয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যকে আটক করেছে ময়না থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, বিজয়কৃষ্ণের স্ত্রী লক্ষ্মী ময়না থানায় যে ৩৪ জনের নামে অভিযোগ দায়ের করেছেন, সেই তালিকায় ২৬ নম্বরে নাম রয়েছে মিলনের। বুধবার গভীর রাতে পুলিশি অভিযান চালিয়ে মিলনকে তাঁর বাড়ি থেকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রকাশ্যে মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য

তনুজ জৈন, মালদা, ৪ মে ঃ জেলায় প্রশাসনিক বৈঠক চলছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। নবজোয়ার কর্মসূচি নিয়ে জেলায় এসেছেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারই মাঝে ফের প্রকাশ্যে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য। অবৈধভাবে মাটি কাটা এবং পুকুর ভরাটের অভিযোগ। নাম জড়ালো এলাকার শাসক দলের শ্রমিক সংগঠনের নেতা তথা উপপ্রধানের স্বামীর। প্রশাসনের ভূমিকায় সরব বিজেপি। আন্দোলনের হুশিয়ারি এলাকার সাধারণ মানুষের। সাফাই অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার। অভিযোগ এলে খতিয়ে দেখা হবে দাবি ভূমি সংস্কার দপ্তরের। নিয়ম না মানলে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে আশ্বাস তৃণমূল নেতৃত্বের। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের তুলসিহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়াটোলা গ্রামে একদিকে মাটি কাটা এবং অন্যদিকে পুকুর ভরাটের চিত্র সামনে এলো। এলাকাবাসীর অভিযোগ অবৈধ ভাবে মাটি কাটা হচ্ছে। যেখানে আইন অনুযায়ী নিয়ম ৩ ফুটের বেশি মাটি কাটা যাবে না সেখানে ১০ থেকে ১২ ফুট মাটি কাটা হচ্ছে। সেই মাটি দিয়ে আবার ভরাট করা হচ্ছে এলাকার একটি পুকুর। যা নিয়ে সরব হয়েছে এলাকাবাসী। এলাকাবাসীর অভিযোগ এই ভাবে মাটি কাটা এবং পুকুর ভরাট চলতে থাকলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হবে। বর্ষাকালে বন্যার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা। এমনিতেই ২০১৭ সালের ভয়াবহ বন্যার স্মৃতি এখনও টাটকা এলাকাবাসীর মনে। প্রশ্নের মুখে পড়েছে প্রশাসনের ভূমিকা। এলাকার মানুষের প্রশ্ন এভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে মাটিকাটা এবং পুকুর ভরাট হচ্ছে কিন্তু প্রশাসন কেন পদক্ষেপ নিচ্ছে না? এদিকে জানা গেছে এই মাটি কাটা এবং পুকুর ভরাটের কাজে যুক্ত রয়েছে তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের স্বামী তথা ব্লক আইএনটিটিইউসির সভাপতি আব্বাস আলী। যদিও আব্বাস আলীর দাবি রয়েলিটি নিয়ে নিয়ম মেনে মাটি কাটা হচ্ছে। এদিকে সমগ্র ঘটনা সামনে আসতেই শাসকদলকে খোঁচা বিজেপির। বিজেপির অভিযোগ মাটি কাটা বন্ধ করতে যেখানে জেলাশাসকের তত্ত্বাবধানে কমিটি গঠন হয়েছে সেখানে তৃণমূলের প্রত্যক্ষ মদতেই মাটি মাফিয়ারা এই সাহস পাচ্ছে। প্রশাসনের একাংশ এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বলে দাবি বিজেপির। পাল্টা তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি আইন না মানলে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে। যদিও ভূমি সংস্কার দপ্তরের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এই সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ এখনও আসেনি। স্থানীয় বাসিন্দা যোগেশ রাম বলেন, একদিকে মাটি কাটা হচ্ছে অন্যদিকে পুকুর ভরাট হচ্ছে। এই ভাবে চলতে থাকলে তো পরিবেশ শেষ হয়ে যাবে। প্রশাসন মাটিকাটা বন্ধ না করলে আমরা আন্দোলনে নামব। দরকার হলে ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের অফিস ঘেরাও করব। শাসকদলের শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি আব্বাস আলী বলেন, এখানে আমার পুকুরে মাটি ফেলা হচ্ছে। অন্য একটি পুকুর খনন করেছে এই মাটি তোলা হচ্ছে। সম্পূর্ণ নিয়ম মেনে প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে এই কাজ হচ্ছে। তুলসিহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি বিরোধী দলনেতা শশীদেব পান্ডে বলেন, তৃণমূল মানেই চারিদিকে অপশাসন এবং দুর্নীতি। জেলা প্রশাসন বারবার বার্তা দিয়েছিল মাটিকাটা বন্ধ করার। কিন্তু তারপরেও মাটিকাটা বন্ধ হচ্ছে না। কারণ তৃণমূলের নেতাদের প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে। হরিশ্চন্দ্রপুর অঞ্চল তৃণমূলের চেয়ারম্যান সঞ্জীব গুপ্তা বলেন, শুনতে পেয়েছি মাটি কাটা হচ্ছে। এবার সেটা নিয়ম না মেনে হলে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের আধিকারিক শুভঙ্কর মন্ডল বলেন, আমাদের কাছে এই সংক্রান্ত অভিযোগ এখনো আসেনি। তবে অভিযোগ এলে অবশ্যই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। অবৈধ ভাবে মাটি কাটা বরদাস্ত করা যাবে না। প্রসঙ্গত হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় একাধিকবার সামনে এসেছে মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য। বারবার অবৈধ ভাবে মাটি কাটা এবং ভরাটের অভিযোগ উঠেছে। প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার বার্তা দিলেও বাস্তবে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না মাটি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। যার ফলে দিনের পর দিন তারা আরও সাহস পেয়ে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ ঘটনায় শাসকদলের নেতাদের প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। এলাকাবাসীর দাবি, প্রশাসন এবার পদক্ষেপ না নিলে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হবে।

জলট্যাংকি থেকে আত্মহত্যার চেষ্টা

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ৪ মে ঃ এ যে ধর্মেন্দ্রর সিনেমার কাহিনী। আত্মহত্যা করবেন বলে উঠে পড়লেন জলের ট্যাঙ্কে। কিছুতেই নামতে চাননি। অবশেষে পুলিশ‌দমকল বুঝিয়ে প্রায় দেড় ঘন্টার চেষ্টায় সেই যুবককে নামান। ঘটনাটি ঘটেছে মেদিনীপুর শহরে পোল্ট্রি পুকুর পাড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই যুবকের নাম ভিকি পাওয়ার। বৃহস্পতিবার দুপুরে মেদিনীপুর শহরের শেখপুরার পোল্ট্রি পুকুর পাড়ে একটি জল ট্যাংকিতে উঠে পড়ে। বাড়ি স্টেশন রোড সংলগ্ন ভূঁইয়া পাড়াতে। জল ট্যাংকি থেকে ঝুলে পড়েছিল যুবক। তা দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা খবর দেন কোতোয়ালি থানায়। পুলিশ ও দমকলের কর্মীরা ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে। তাঁকে নামানোর চেষ্টা করেন। তৃণমূলের শহর যুব সভাপতি আবীর আগরওয়াল বলেন, শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ভিকি। তাঁর স্ত্রী চারদিন আগে বিষ খেয়ে নিয়েছিলেন। তাঁকে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখান থেকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। চিকিৎসা চলাকালীন বুধবার রাতে মৃত্যু হয় তাঁর। আর বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টা থেকে জল ট্যাংকে উঠে পড়ে ভিকি। আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে বলে স্থানীয় সূত্রে জানতে পারি। তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। দমকল অফিসার অমল বসাক বলেন, প্রায় দেড় ঘণ্টা পর নামানো সম্ভব হয়েছে জল ট্যাংকি থেকে। ঘটনার পর যুবককে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, স্ত্রীর মৃত্যুশোক সহ্য করতে না পেরে মানসিক অবসাদে এমন ঘটনা ঘটাতে পারে। তবে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শিকার প্রতিরোধে

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ৪ মে ঃ পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি ব্লকের মাঠা বনাঞ্চলের পক্ষ থেকে মাঠা এলাকার প্রত্যেকটি গ্রামে মাইকিং করে বন ও বন্য প্রাণী শিকার রুখতে সচেতনার প্রচার করা হল সাঁওতালি নৃত্য ও সাঁওতালি ভাষায় মাইকিং-এর মাধ্যমে। শুক্রবার বুদ্ধ পূর্ণিমায় শিকার উৎসব উপলক্ষে সেই সময় অযোধ্যা পাহাড়ে বন্য প্রাণী শিকার করতে বহু দুর দূরান্ত থেকে শিকারীরা আসেন। তাই এই বন ও বন্য প্রাণী শিকার রুখতে পথে নামলো মাঠা বনাঞ্চল। শিকার উৎসবে পৌঁছানোর আগেই অযোধ্যা পাহাড়ের নিচের সংলগ্ন প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে সচেতনার প্রচার শুরু করল মাঠা বনাঞ্চল। মাঠা বনাঞ্চলের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে, সচেতনতার প্রচার চালানো হচ্ছে। কারণ বুদ্ধ পূর্ণিমায় বিভিন্ন দিক থেকে বহু শিকারীরা আসেন বন্য প্রাণী শিকার করতে। তাই প্রত্যেকটি গ্রামের সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে। যাতে করে কেউ বন ও বন্য প্রাণীর উপর ক্ষতি করতে না দেয় এবং নিজেরাও যেন না করে। উৎসব করুন। কিন্তু বন্য প্রাণী শিকার নয়। তাই সাঁওতালি ভাষায় মাইকিং ও সাঁওতালি নৃত্যর মাধ্যমে প্রচার চালানো হচ্ছে। এছাড়া হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী বন্যপ্রাণী হত্যা করা দণ্ডনীয় অপরাধ। তাই এই শিকার উৎসবে জঙ্গলের কোন বন্য প্রাণী হত্যা করা যাবে না। শুধু মাত্র পুজো অর্চনার মধ্য দিয়ে বুদ্ধ পূর্ণিমায় বা শিকার উৎসব পালন করতে হবে। তাই মাইকিং-এর মাধ্যমে সচেতনার প্রচার করা হচ্ছে প্রত্যেকটি গ্রামে।

জেলা পরিষদ অভিযান বামফ্রন্টের

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৪ মে ঃ বামফ্রন্টের কোচবিহার জেলা পরিষদ অভিযান কর্মসূচি ঘিরে বৃহস্পতিবার উত্তাল হয়ে উঠল কোচবিহার শহর। কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্য সুনিশ্চিতিকরণ, রেগার কাজের বকেয়া মজুরি দ্রুততার সাথে মিটিয়ে দেওয়া, গ্রামীন এলাকার প্রত্যেকটি গরিব মানুষকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় আওতাভুক্ত করার দাবির পাশাপাশি লুটেরাদের হটিয়ে, জনগণের পঞ্চায়েত গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে দুর্নীতি ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে বৃহস্পতিবার কোচবিহার জেলা পরিষদ অভিযানের সামিল হয় বামফ্রন্ট। এদিন কোচবিহার শহরের সুনীতি রোড সংলগ্ন ব্রাহ্ম মন্দির কমপ্লেক্স চত্বর থেকে বামফ্রন্টের এক বিশাল মিছিল কোচবিহার শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে সমবেত হয় কোচবিহার জেলা পরিষদের সামনে। এখানেই তাদের মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। এই সময় পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন বাম কর্মী-সমর্থকরা। সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় সংশ্লিষ্ট এলাকায়। এরপর জেলা পরিষদের সামনের রাস্তায় বসে পড়েন বাম নেতা-কর্মীরা। এখানেই প্রতিবাদ সভায় শামিল হন তারা। বক্তব্য রাখেন কোচবিহার জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক অনন্ত রায় প্রমুখ।

হাতির হানায় মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ৪ মে ঃ হাতির হামলায় দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু এক বৃদ্ধ মহিলার। এই ঘটনায় আতঙ্ক সাঁকরাইল ব্লক এলাকাজুড়ে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ৭০ থেকে ৮০টির হাতির দল। ঝাড়গ্রাম জেলাজুড়ে হাতির তাণ্ডব অব্যাহত রয়েছে। শতাধিক হাতি ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন এলাকায় তাণ্ডব চালিয়ে ফসলের যেমন ক্ষতি করছে তেমনি প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার রাত প্রায় ২টো নাগাদ একদল হাতি ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল ব্লকের পাথরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতাপপুর গ্রামে খাবারের সন্ধানে ঢুকে পড়ে। ওই গ্রামে ঢুকে হাতির দলটি তাণ্ডব শুরু করে কয়েকটি বাড়ি ভেঙে দেয়। জানা গিয়েছে, একটি বাড়ির দেওয়াল চাপা পড়ে ঘুমন্ত অবস্থায় মারা যান ৭০ বছর বয়সী ভেদি মাহাতো নামে এক বৃদ্ধা। ওই বৃদ্ধার মৃত্যু হলেও হাতির হামলার হাত থেকে প্রাণে বেঁচে যান তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। দেওয়াল চাপা পড়ে ওই বৃদ্ধার মৃত্যুর ঘটনা এলাকা জুড়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি

দুরন্ত বার্তা, মেটেলি, ৪ মে ঃ জলপাইগুড়ির মেটেলি বাজার সহ সংলগ্ন চা বাগান এলাকা ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঝড়ে চালসা-মেটেলি রাজ্য সড়কে বহু গাছ পড়ে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়াও মেটেলি বাজার, কলাবাড়ি বস্তি সহ সংলগ্ন চা বাগানের বহু বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঝড়ের দাপটে মেটেলি রাষ্ট্রভাষা উচ্চ বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর, ঘরের ছাদ ও গাছপালার ক্ষতি হয়। ইনডং চা বাগানের বহু ছায়া গাছ উপরে পড়ে। বিদ্যুতের পোলও উপরে পড়ে যায়। মেটেলি থানার পুলিশ সহ স্থানীয় বাসিন্দারা সড়কের উপরে থাকা গাছ কেটে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। ব্লক প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

রাস্তায় মিলল হায়নার রক্তাক্ত মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৪ মে ঃ রাস্তা থেকে উদ্ধার হল একটি পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী হায়নার দেহ। বৃহস্পতিবার বাঁকুড়ার তালডাংরায় রাস্তার উপরে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই হায়নাটিকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। পরে খবর পেয়ে বনদফতরের কর্মীরা হায়নার দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে বনকর্মীদের অনুমান, গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে হায়নার। তবে মৃত্যুর আসল কারণ জানার জন্য হায়নার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে বনদফতর। এদিন রাস্তায় হায়নার মৃতদেহ দেখতে ভিড় জমে স্থানীয়দের। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমে কয়েকজন পথচারী রাস্তার উপরে হায়নার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। পরে পথচারীরা বনদফতরে খবর দেন। বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। সাধারণত বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রামের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন জঙ্গলে বিভিন্ন সময় হায়নার উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলেও সাম্প্রতিক অতীতে তালডাংরা ও লাগোয়া জঙ্গলে হায়নার দেখা মেলেনি। তালডাংরা থেকে পাঁচমুড়ার রাস্তায় এই হায়নার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় প্রমাণ হল তালডাংরা ও লাগোয়া জঙ্গলেও হায়না রয়েছে। হায়না যেহেতু সচরাচর একা থাকে না তাই বন দফতরের অনুমান, তালডাংরা ও আশপাশের জঙ্গলে আরও অনেক হায়না রয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার আগে হায়নাটির মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবে জানাতে পারেনি বন দফতর। আধিকারিকদের প্রাথমিক ধারণা, খাবারের খোঁজে অথবা নতুন বাসস্থানের খোঁজে হায়নাটি এসে পড়েছিল তালডাংরার জঙ্গলে। এলাকা নতুন হওয়ায় ওই এলাকার পরিবেশের সঙ্গে তেমন পরিচয় ছিল না হায়নাটির। তাই রাস্তা পারাপার করতে গিয়ে দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কাতেই ওই হায়নাটির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে বলেই মনে করছে বন দফতর। বনকর্মীদের দাবি, হায়নাটির মর্মান্তিক মৃত্যু দুঃখজনক হলেও তালডাংরা ও পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে হায়নার আগমন প্রমাণ করছে ওই জঙ্গলের বাস্তুতন্ত্র ভালো হয়েছে। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, এর আগে এলাকায় কখনও হায়না দেখা যায়নি। ফলে হায়নার মৃতদেহ দেখতে সেখানে ভিড় জমে স্থানীয়দের। হায়নাটির মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

লেভেল ক্রসিং গেটের উন্নতকরণ

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. এলএমজি/ইএনজিজি/২৭ অফ ২০২৩ তারিখঃ ২৮-০৪-২০২৩। নিম্নে স্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ জোর্ট ডিইএন-V লামডিং মণ্ডল অধিক্ষেত্রের অধীনে এডিইএন/ডিমাপুর অধীনে [illegible] থেকে ১৫ কিমি পর্যন্ত এবং এডিইএন/আগরতলার অধীনে ৩১ কিমি, ৩২ কিমি, ৩৪ কিমি, ৩৫ কিমিতে লেভেল ক্রসিং গেটের উন্নতকরণ। টেন্ডার রাশিঃ ৬,৭২,৩৯,৫৫১.৫০/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ৪,৮৬,২০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ২৫-০৫-২০২৩ তারিখে ১৫.০০ ঘটায় এবং খোলা হবেঃ ২৫-০৫-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘটায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্রপত্রের সাথে সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২৫-০৫-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘটা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

Namkhana Gram Panchayat
Shibnagar Abad, Namkhana
Mail-namkhanagp@gmail.com

Office of the Namkhana Gram Panchayat, Namkhana, South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 31-NAMGP/2023 dt: 03/05/2023** (Fund-PBG_SFC). Last Date of Bid Submission: **10/05/2023, 16:30 Hrs.** Date of Opening: **12/05/2023, 15:30 Hrs.** For details Pl. contact the Office of the Namkhana Gram Panchayat, South 24 PGS. Visit: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Namkhana Gram Panchayat

ফর্ম জি
আগ্রহ প্রকাশের আবেদন
কুন্দন সাপ্লায়ার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতায় পাইকারি বানিজ্য এবং কমিশন বানিজ্যের সাথে সংযুক্ত
(অধীন রেগুলেশান ৩৬এ(১) ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (বানিজ্যিক ব্যক্তিদের জন্য দেউলিয়াপনা সমাধানের পদ্ধতি) রেগুলেশন, ২০১৬)

অনুসারী বিবরণী

১	বানিজ্যিক ঋণীর নাম সঙ্গে প্যান / সিন / এলএলপি নং.	কুন্দন সাপ্লায়ার্স প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U51909WB2010PTC149444)
২	রেজিস্টার অফিস ঠিকানা	হিন্দুস্থান পার্ক, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা, পব-৭০০০২৯
৩	ওয়েবসাইট ইউআরএল	নেই
৪	বেশিরভাগ স্থায়ী সম্পত্তি থাকার স্থানের বিস্তারিত বিবরণ	একটি সেমি-কর্মাশিয়াল ইউনিট যার কভার এলাকা প্রায় ৪০৫০.৬৩ ব.ফু. যা নির্মিত রয়েছে সুপার বিল্ট এলাকা ইউনিট-সি (পরিমাপ প্রায় ১৭১৪ ব.ফু.), ইউনিট নং. ২ডি (পরিমাপ প্রায় ১৭৩০ ব.ফু.) এবং ইউনিট নং. ২ই (পরিমাপ প্রায় ১৭৩০ ব.ফু.) অধীন আর.এ. দাগ নং.-১৮(পি), ৫৯/১২০২(পি), এলআর দাগ নং-১৮(পি), ১৯(পি), ২৪(পি), এলআর খতিয়ান নং-১৯২৭, মৌজা-প্রশস্থ, জেএল নং.০২৯, থানা-ডোমজুড়, অধীন মোহিয়ারি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা-হাওড়া।
৫	মূল পণ্য / পরিষেবার স্থাপন ক্ষমতা	কোম্পানি চলমান অবস্থায় নেই এবং সেখানে কেবলমাত্র একটি সেমি-কর্মাশিয়াল ইউনিট রয়েছে যা উপরিউল্লিখিত।
৬	মূল পণ্য / পরিষেবার গুনমান এবং মূল্য যা গত আর্থিক বছরে বিক্রয় করা হয়েছে	পণ্য / পরিষেবার কোন মূল্য নেই
৭	শ্রমিক / কর্মচারীর সংখ্যা	কোন শ্রমিক / কর্মচারী নেই
৮	বিস্তারিত তথ্যাবলী সঙ্গে সর্বশেষ আর্থিক বিবরণী (সারণী সহকারে) দুটি বছরের, ঋণদাতাদের তালিকা এবং অনুসারী তালিকা অনুষ্ঠান প্রক্রিয়ার যা পাওয়া যাবে ঃ	দয়াকরে ইমেল পাঠান ঃ cirp.kundansuppliers@gmail.com বিস্তারিত তথ্যাবলী জানতে বানিজ্যিক ঋণীর বিষয়ে
৯	সমাধান আবেদনের যোগ্যতা অধীন সেকশান ২৫(২)(এইচ) যে কোড পাওয়া যাবে ঃ	দয়াকরে ইমেল পাঠান ঃ cirp.kundansuppliers@gmail.com বিস্তারিত তথ্যাবলী জানতে বানিজ্যিক ঋণীর বিষয়ে
১০	আগ্রহ প্রকাশের আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ	২০.০৫.২০২৩
১১	আগ্রহী সমাধান আবেদনের অস্থায়ী তালিকা প্রকাশ করার তারিখ	৩০.০৫.২০২৩
১২	অস্থায়ী তালিকায় আপত্তি জানানোর শেষ তারিখ	০৪.০৬.২০২৩
১৩	ইওআই জমা করার ইমেল আইডি	cirp.kundansuppliers@gmail.com

স্বা /-
অজয় কুমার আগরওয়াল
অন্তর্বর্তী সমাধান আধিকারিক,
Regd. no. : IBBI/IPA-001/IP-P-02339/2021-2022/13540
তারিখ ঃ ০৫.০৫.২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা
যোগাযোগ ই-মেল আইডি ঃ cirp.kundansuppliers@gmail.com
রেজি ঠিকানা ঃ ১২/১ সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার সরণী, মনোহর পুকুর রোড, কলকাতা-৭০০০২৬
এএফএ নাম্বার ঃ AA1/13540/02/020324/105520 dt 03.03.2023 বৈধতা ০২.০৩.২০২৪ পর্যন্ত
রেজি. ই-মেল আইডি ঃ akassociates1988@gmail.com

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **CMHO (Health Department), KMC** invites quotation online item rate two bid system for the following work :

NIT No. : KMC/CMHO/04/2023-24 Dt : 03.05.2023

Name of work : **Procurement of TDS meter with conductivity electrode in Central Laboratory**; Anticipated Cost : ₹ **1,88,800.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Last date of submission of bid : **13.05.2023 till 2 pm**; The other details are available on and from **04.05.2023** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Controlling Officer / EWS, KMC** invites e-tender for the under mentioned works :

(1) NIT No. : KMC/EWS/FS/15/22-23

Name of the work : **Manufacturing and supply of special types of spares and tools for maintenance of different machineries at Tools Store under EWS;** Estimated cost : ₹ **2,98,865.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Last date and time of submission of bid (Online) : **13.05.2023 (3 pm).**

(2) NIT No. : KMC/EWS/ET/06/2022-2023

Name of the work : **Changes of interior with allied works at MMIC (S&D) office under EWS;** Estimated cost : ₹ **2,70,587.00**; Earnest Money : ₹ **5,500.00**; Last date and time of submission of bid (Online) : **15.05.2023 (3 pm).**

(3) NIT No. : KMC/EWS/ET/07/2022-2023

Name of the work : **Changing the carpet and allied works at MMIC (S&D) office under EWS;** Estimated cost : ₹ **1,68,635.00**; Earnest Money : ₹ **3,400.00**; Last date and time of submission of bid (Online) : **16.05.2023 (3 pm)**; The bid form and other details are available on and from : **04.05.2023 (5.30 pm)** from the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The **D.G. (Market), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :

NIT No. : KMC/MKT/COLLEGESTREET/04/2022-23 (1st Call)

Name of work : **Dewatering from basement of College Street Market and other ancillary works;** Estimated cost : ₹ **2,65,379.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,400.00**; Period of Completion : **30 days**; Last date and time of submission of bid : **15.05.2023 - 5 pm**; Date and time of opening of bid : **18.05.2023 - 12.30 pm**; The bid form and other details are available on and from : **06.05.2023 - 5 pm** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Water Supply / GRWW), KMC** invites e-tender for the following works :

(1) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/22-23/407

Name of work : **Maintenance and Desilting of sludge water outfall chambers at sludge pond of Garden Reach Water Work's;** Estimated Amount : ₹ **2,22,176.00**; Earnest Money : ₹ **4,444.00**; Period of Completion : **180 days.**

(2) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/22-23/386

Name of work : **Maintenance, Dredging, Desilting of supernatant water carrying channel from GRWW sludge pond to 1200mm size dedicated pipline at both side of Santoshpur Road;** Estimated Amount : ₹ **2,46,239.00**; Earnest Money : ₹ **4,925.00**; Period of Completion : **90 days.**

(3) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/22-23/238A

Name of work : **Strengthening of damaged leaky part of 900mm dia poatble water trunk main by M.S. Jacketing opposite Baba Lokenath Hindu Hotel on Taratala Road;** Estimated Amount : ₹ **2,56,328.00**; Earnest Money : ₹ **5,127.00**; Period of Completion : **10 days.**

(4) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/22-23/73

Name of work : **Coinstruction of surface drain at the North West side of alum godown of WTP PH-IV within GRWW clear water complex including other allied works;** Estimated Amount : ₹ **2,50,303.00**; Earnest Money : ₹ **5,006.00**; Period of Completion : **25 days.**

(5) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/22-23/207

Name of work : **Earthwork, Shoring, Supproting Structure with ancilary work to facilitate leak repairing work of 36 inch dia PSC, SS Grid opposite Vimala Sweets and Snacks of B.B.T. Road;** Estimated Amount : ₹ **2,65,458.00**; Earnest Money : ₹ **5,309.00**; Period of Completion : **10 days.**

(6) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/22-23/205

Name of work : **Arrangement of dewatering pumps and silent DG set to facilitate leak repairing work of 36" dia PSC filtered water pipeline at the Junction of BBT Road and Taratala Road;** Estimated Amount : ₹ **2,53,639.00**; Earnest Money : ₹ **5,073.00.**

(5) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/22-23/207

Name of work : **Earthwork, Shoring, Supproting Structure with ancilary work to facilitate leak repairing work of 36 inch dia PSC, SS Grid opposite Vimala Sweets and Snacks of B.B.T. Road;** Estimated Amount : ₹ **2,65,458.00**; Earnest Money : ₹ **5,309.00**; Period of Completion : **10 days.**

(6) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/22-23/205

Name of work : **Arrangement of dewatering pumps and silent DG set to facilitate leak repairing work of 36" dia PSC filtered water pipeline at the Junction of BBT Road and Taratala Road;** Estimated Amount : ₹ **2,53,639.00**; Earnest Money : ₹ **5,073.00.**

(7) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/22-23/257

Name of work : **Repairing 1500mm dia PSC, SS pipe line opposite visuvious Co. on Taratala Road with other allied works;** Estimated Amount : ₹ **2,18,408.00**; Earnest Money : ₹ **4,368.00**; Period of Completion : **07 days (For Sl. No. 6 & 7)**; Last date and time of receipt/opening of tender (Online) : **13.05.2023 at 1 pm / 15.05.2023 at 1 pm (For Sl. No. 1 & 2), 18.05.2023 at 1 pm / 20.05.2023 at 1 pm (For Sl. No. 3 to 6), 22.05.2023 at 1 pm / 24.05.2023 at 1 pm (For Sl. No. 7)**; The bid form and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 7).**

The **Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the following works :

(1) NIT No. : KMC/WS/W77-52/T-01/23-24

Name of work : **Jacketing of the damaged portion of existing 675mm dia U.F.W. C.I. main near 7 D.H. Road in Ward No. 77;** Estimated Amount : ₹ **1,97,897.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **04 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/W77-53/T-02/23-24

Name of work : **Jacketing of the damaged portion of existing 675mm dia U.F.W. C.I. main near 70/2, D.H. Road in Ward No. 77;** Estimated Amount : ₹ **1,97,115.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **05 days.**

(3) NIT No. : KMC/WS/W80-28/T-03/23-24

Name of work : **Improvement of F.W. supply by laying 150mm dia pipe line near 1 Nimak Mahal Rd. to Marine Club, Nimak Mahal Rd. in Ward No. 80;** Estimated Amount : ₹ **2,44,960.00**; Earnest Money : ₹ **4,900.00**; Period of Completion : **15 days.**

(4) NIT No. : KMC/WS/W80-30/T-04/23-24

Name of work : **Improvement of F.W. supply by laying 150mm dia pipe line near 6 KOPT Gate to 4, Nimak Mahal Rd. in Ward No. 80;** Estimated Amount : ₹ **2,43,207.00**; Earnest Money : ₹ **4,900.00**; Period of Completion : **17 days**; Last date and time of receipt/opening of tender (Online) : **15.05.2023 at 11 am / 17.05.2023 at 11 am (For Sl. No. 1 to 4)**; The bid form and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The **Executive Engineer (WS)/IGWTP, KMC** invites e-tender for the following works **(Submission of Bid through online).**

(1) NIET No. : KMC/EE/IGWTP/015/23-24 Dt. 04.05.2023

Name of work : **Maintenance of the surrounding premises of valve yards, Transformer Room at Southern - Eastern side of Pressure Station No. 3, IGWTP;** Estimated Amount : ₹ **2,80,348.00 (Including GST & LWC)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Time of Completion : **180 days.**

(2) NIET No. : KMC/EE/IGWTP/016/23-24 Dt. 04.05.2023

Name of work : **Maintenance of the illumination 1.1KV grade power network system within SSFB areas at IGWTP;** Estimated Amount : ₹ **4,87,489.00 (Including GST & LWC)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Time of Completion : **240 days.**

(3) NIET No. : KMC/EE/IGWTP/017/23-24 Dt. 04.05.2023

Name of work : **Repairing of the damaged 1.1KV grade power distribution network towards the battery charging and 500KVA station transformer room at 33/6KV Sub-Station, IGWTP;** Estimated Amount : ₹ **4,87,939.00 (Including GST & LWC)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00.**

(4) NIET No. : KMC/EE/IGWTP/018/23-24 Dt. 04.05.2023

Name of work : **Maintenance of the priming exhausters at Old Pressure Station under IGWTP;** Estimated Amount : ₹ **4,80,201.00 (Including GST & LWC)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Time of Completion : **35 days (For Sl. No. 3 & 4).**

(5) NIET No. : KMC/EE/IGWTP/019/23-24 Dt. 04.05.2023

Name of work : **Repairing of the tipple wagon carriageway along the Western alignment of SSFB No. N-25 under new series, IGWTP;** Estimated Amount : ₹ **3,87,876.00 (Including GST & LWC)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Time of Completion : **45 days.**

(6) NIET No. : KMC/EE/IGWTP/020/23-24 Dt. 04.05.2023

Name of work : **Repairing of potable water piplines at Filtration House, Main Building, Maintenance Room with allied works at 60MGD Plant, IGWTP;** Estimated Amount : ₹ **4,99,852.00 (Including GST & LWC)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Time of Completion : **30 days**; Cost of tender & tender documents : **NIL (For Sl. No. 1 to 6)**; Last date & time of online submission of tender : **31.05.2023 upto 1 pm (For Sl. No. 1 to 6)**; For full and further details, please visit the website **https://www.etender. wb.nic.in** Please keep watching on the above website for all further Addendum / Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason **(For Sl. No. 1 & 6).**

104/23-24

চোট রাহুলের, ভরসা নেই ভরতে

বাংলার বঞ্চিত কিপারকে ফেরাচ্ছে রোহিতের টিম?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

টেকনিকের দিক থেকে এখনও দেশের অন্যতম সেরা কিপার ঋদ্ধিমান সাহা। তা সত্ত্বেও ভারতীয় দল থেকে এখন ব্রাত্য ঋদ্ধিমান সাহা। সীমিত ওভারে হাতে গোনা সুযোগ পেয়েছেন। টেস্ট ফরম্যাটে ঋদ্ধির চেয়ে মাত্র ৪ ম্যাচ খেলা কেএস ভরতের উপর বিশ্বাস রাখছে টিম ইন্ডিয়া ম্যানেজমেন্ট। অজিঙ্ক রাহানের মতো ঋদ্ধিও বিসিসিআইয়ের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়েছেন। আইপিএলের পারফরম্যান্সের জেরে রাহানে জাতীয় দলে ফের ডাক পেয়েছেন। তাও আবার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল স্কোয়াডে। কিন্তু গুজরাট টাইটান্সের হয়ে খেলা ঋদ্ধির সেই সৌভাগ্য হয়নি। স্কোয়াডে উইকেটকিপার হিসেবে রয়েছেন লোকেশ রাহুল এবং কেএস ভরত। ভরতের অতীত পারফরম্যান্স যা তাতে ওভালের ফাইনালে রাহুলের খেলার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু আইপিএল ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়া লোকেশ রাহুলকে নিয়ে এখন সংশয়। এই পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র কেএস ভরতের উপর ভরসা না করে ঋদ্ধিমান সাহার কথা ভাবতে পারে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। রাহুলের চোটে ভারতীয় দলের প্রত্যাবর্তনের পথ খুলে যেতে পারে ঋদ্ধির জন্য। লোকেশ রাহুলের চোট ভারতীয় দলের পরিকল্পনায় ধাক্কা দিয়েছে। ১৫ সদস্যের স্কোয়াডে স্পেশালিস্ট উইকেটকিপার হিসেবে কেএস ভরত থাকলেও ইংল্যান্ডের পরিস্থিতিতে অভিজ্ঞ কারও খোঁজ করবেন নির্বাচকরা। ইংল্যান্ডের পরিবেশে সুইংয়ের বিষয় কারও অজানা নয়। কিপারদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এটাই। তাই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে অনভিজ্ঞ কোনা শ্রীকর ভরতকে নিয়ে ফাঁপরে পড়তে পারে টিম ইন্ডিয়া। অভিজ্ঞ কারও খোঁজ পড়া মানে প্রথমেই যে নাম আসবে তিনি হলেন ঋদ্ধিমান সাহা। ৩৮ বছরের ঋদ্ধি শেষবার ২০২১ সালের ডিসেম্বরে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে খেলেছিলেন। তরুণদের সুযোগ দেওয়ার তাগিদে দলে আর সুযোগ হয়নি ঋদ্ধির। কিন্তু ঋষভ পন্থের অ্যাক্সিডেন্ট এবং কেএল রাহুলের চোট ঋদ্ধির সামনে জাতীয় দলে কামব্যাকের পথ প্রশস্ত করেছে।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের জন্য ঋদ্ধির কথা ভেবে দেখার পরামর্শ দিয়েছেন জাতীয় দলের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী। বাংলার ক্রিকেটারকে দেশের অন্যতম সেরা উইকেটকিপার অ্যাখ্যা দিয়ে শাস্ত্রী বলেছেন, ‘‘ঋদ্ধি খুব ভালো কিপার। ঋষভ পন্থের অনুপস্থিতি এবং লোকেশ রাহুল ছিটকে গেলে কেএস ভরতকে কভার করার জন্য ঋদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। রাহুল যদি চোটের জন্য খেলতে না পারেন তাহলে উইকেটকিপিং কে করবে?’’

ব্রিজভূষণ মামলায় ইতি টানল সুপ্রিম কোর্ট

নিম্ন আদালতে যাওয়ার পরামর্শ

নয়াদিল্লি, ৪ মেঃ রেসলিং ফেডারেশন ইন্ডিয়ার প্রধান ব্রিজভূষণ শরণ সিং-এর বিরুদ্ধে ৭ মহিলা কুস্তিগীরের করা যৌন হেনস্থার মামলার শুনানি বন্ধ করেদিল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার (৪ মে), প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি পিএস নরসিমহা এবং বিচারপতি জেবি পর্দিওয়ালার বেঞ্চ জানিয়েছে যে, ইতিমধ্যেই ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে দিল্লি পুলিশ। কাজেই কুস্তিগীররা যে আবেদন করেছিলেন, সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তাই এই শুনানি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আর কোনও কারণ নেই। তবে, কুস্তিগীরদের আর কোনও দাবি থাকলে, তাঁরা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে বা দিল্লি হাইকোর্টে সেই আবেদন করতে পারেন। প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘‘আমরা এই পর্যায়ে মামলাটি বন্ধ করে দিচ্ছি। যদি আবেদনকারীদের অন্য কোনও দাবি থাকে, তারা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট বা হাইকোর্টে আবেদন করতে পারেন।’’ এদিন আদালতে আবেদনকারীদের আইনজীবী সুপ্রিম কোর্ট বা কোনও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির তত্ত্বাবধানে দিল্লি পুলিশের তদন্ত পরিচালনার আবেদন করেছিলেন। সেই আবেদন মানেনি সুপ্রিম কোর্ট। তবে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, এই তদন্ত কোর্টের নজরদারিতে হতেই পারে। তবে, কোনও সমস্যা থাকলে আবেদনকারীরা তা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট বা দিল্লি হাইোকোর্টে আবেদন করতে পারে। ২৯ এপ্রিল, এই মামলার শুনানিতে দিল্লি পুলিশের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানিয়েছিলেন ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করবে দিল্লি পুলিশ। যে নাবালিকা মহিলা কুস্তিগীরকে যৌন হেনস্থা করা হয়েছে বলে অভিযোগ, সেই নাবালিকাকে পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। ওইদিন বিকেলেই ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে দুটি এফআইআর দায়ের করা হয়। একটি নাবালিকার অভিযোগ অনুসারে পকসো

আইনের ধারায়, অন্যটি বাকি ছয় মহিলা কুস্তিগীরের অভিযোগের ভিত্তিতে। এদিন তুষার মেহতা শুরুতেই জানান, ওই নাবালিকার উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাকি ছয় প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা কুস্তিগীরের ক্ষেত্রে দিল্লি পুলিশ তদন্ত করে দেখেছে যে, তাদের সুরক্ষা সংক্রান্ত কোনও ঝুঁকি নেই। তবে, তাঁদেরও নিরাপত্তা দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করে, তাদেরকেও নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি দিল্লি পুলিশ এই মামলার তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে ব্রিজভূষণের পক্ষে আদালতে উপস্থিত হয়ে আইনজীবী হরিশ সালভে জানান, ব্রিজভূষণ-কে এই মামলার পক্ষ না করেই তাঁর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আদালত, সলিসিটর জেনারেলকে অভিযুক্ত পক্ষের বক্তব্য নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেয়। তুষার মেহত জানান, ইতিমধ্যেই তার বক্তব্য নথিভুক্ত করা হয়েছে। সামনের কয়েকদিনে বাকিদের বক্তব্যও নথিভুক্ত করা হবে। তদন্ত প্রক্রিয়া কীভাবে পরিচালনা করা হবে, তা তদন্তকারী সংস্থার উপরই ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন সলিসিটর জেনারেল। তিনি আরও জানান, দিল্লি পুলিশের একজন সিনিয়র মহিলা কর্তার আওতায় এই মামলার তদন্ত চলছে। প্রধান বিচারপতি বলেন, তদন্ত যাতে ঠিকঠাকভাবে হয়, সেটাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তবে, দিল্লি পুলিশের তদন্ত কতটা নিরপেক্ষ হবে, তাই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আবেদনকারীদের আইনজীবী নরেন্দর হুডা। তিনি জানান, ২১ এপ্রিল দিল্লি পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন মহিলা কুস্তিগীররা। কিন্তু, সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার পর, ২৮ এপ্রিল অবশেষে তারা এফআইআর দায়ের করে। কোনও সরকারি নোটিস জারি না করেই, নাবালিকা অভিযোগকারীর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছে দিল্লি পুলিশ বলেও অভিযোগ জানান তিনি। অভিযুক্ত ব্রিজভূষণও বহাল তবিয়তে টিভিতে সাক্ষাৎকার দিয়ে যাচ্ছেন, এমনকি, প্রকাশ্যে আবেদনকারীদের নাম পর্যন্ত নিচ্ছেন। তাদের আখড়ার নাম নিচ্ছেন। এমনকি তিনি জানিয়েছেন, পুলিশ এখনও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। সলিসিটর জেনারেল জানান, অভিযোগকারীরা নিজেরাই টিভিতে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন। হরিশ সালভে জানান, তাঁরা প্রকাশ্যে ধরনাতেও বসেছেন। কাজেই অভিযুক্ত তাঁদের পরিচয় প্রকাশ করেছেন, এটা বলা যায় না। বুধবার রাতে দিল্লি পুলিশের কর্মীরা মদ্যপ অবস্থায় কুস্তিগীরদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায় বলেও অভিযোগ করেন আবেদনকারীদের আইনজীবী। তবে, সলিসিটর জেনারেল দাবি করেন, কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ধরনাস্থলে গিয়ে বিছানা দিচ্ছিলেন। তা আটকানোর চেষ্টা করেছিল পুলিশ। তাতেই ধস্তাধস্তি শুরু হয়েছিল। পুলিশ কর্মীরা মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন না বলেও দাবি করেন তিনি। দুই পক্ষের যুক্তি-পাল্টা যুক্তি শুনে শীর্ষ আদালত জানায়, আবেদনকারীরা শুধুমাত্র ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হোক, এটাই চেয়েছিলেন। অন্যান্য সমস্যাগুলি এই বেঞ্চের এক্তিয়ারে নেই।

পিএসজি ছাড়ার দাবি নিয়ে নেইমারের বাড়ির সামনে সমর্থকরা

প্যারিস, ৪ মেঃ লিওনেল মেসির সৌদি আরব সফরকে কেন্দ্র করে হঠাৎই অশান্ত হয়ে উঠেছে প্যারিস সেইন্ট জার্মেই-পিএসজি। ক্লাব মেসিকে দুই সপ্তাহের জন্য নিষিদ্ধ করেছে। এমনকি বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন তারকার সঙ্গে চুক্তি নবীকরণ না করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এবার নেইমারের বাড়ির সামনে গিয়ে তাঁকে পিএসজি ছাড়তে বলেছেন এক দল সমর্থক। পিএসজির অফিশিয়াল সমর্থক গোষ্ঠী ‘আল্ট্রা’র পক্ষ থেকে বিক্ষোভও করা হয় ক্লাবের প্রধান কার্যালয়ের সামনে। ফ্রান্সের আরএমসি স্পোর্টস জানিয়েছে, বুধবার ফ্রান্সের স্থানীয় সময় বিকেল ৬টার দিকে পিএসজির প্রধান কার্যালয়ের সামনে হাজির হন আল্ট্রার কয়েকশো সদস্য। তাদের হাতে ছিল ক্লাবের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা ব্যানার। ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, কিছু সমর্থক মেসি, নেইমার ও মার্কো ভেরাত্তির বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছেন। পিএসজি চেয়ারম্যান নাসের আল খেলাইফির প্রতিও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তারা। একপর্যায়ে পিএসজি প্রধান কার্যালয়ের সামনে থেকে কিছু সমর্থক বোগিভালে অবস্থিত নেইমারের বাড়ির সামনে যান। বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ‘নেইমার চলে যাও’ স্লোগান দেন তারা। এ সময় নেইমার বাড়িতে ছিলেন কিনা স্পষ্ট নয়। তবে বাড়ির সামনে পিএসজি সমর্থকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছেন ব্রাজিল তারকা নিজেই। ইনস্টাগ্রামে বিক্ষোভের একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয় ‘আই ওয়াজ ক্লিয়ার’ নামের একটি পেজ থেকে। নেইমার সেখানে দুটি মন্তব্য করেন। প্রথমটিতে লেখেন, ‘তারা বাড়িতে গিয়েছিল’। আর ৯টার দিকে দ্বিতীয় বার্তায় লেখেন, ‘তারা এই মাত্র চলে গেছে।’ নেইমারের বাড়ির সামনে সমর্থকদের হানা ও ক্লাবের প্রধান কার্যালয়ের সামনের বিক্ষোভের বিষয়টি ভালোভাবে নেয়নি পিএসজি। বুধবার রাতে পিএসজি এক বিবৃতিতে সমর্থকদের আচরণের নিন্দা করে বলেছে, ‘‘পিএসজি বুধবার সংঘটিত একটি ছোট গোষ্ঠীর অসহনীয় ও অপমানজনক কর্মকাণ্ডের কঠোর নিন্দা জানায়। মতপার্থক্য যাই থাক না কেন, কিছুই এ ধরনের কাজকে সমর্থন করতে পারে না। এই লজ্জাজনক আচরণের ঘটনায় ক্লাব তার খেলোয়াড়, ম্যানেজমেন্ট ও সংশ্লিষ্টদের পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছে।’’ ২০১৭ সালে দলবদলের বিশ্বরেকর্ড গড়ে নেইমারকে বার্সেলোনা থেকে নিয়ে আসে পিএসজি। ২০২৫ সাল পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ আছে।

অবসর নিয়ে ধোনিকে বারবার প্রশ্ন কেন, জিজ্ঞাসা বিরক্ত শেহওয়াগের

নয়াদিল্লি, ৪ মেঃ এখনো সরাসরি কিছুই বলেননি। তবে অনেকেরই ধারণা এবারের আইপিএলই ৪১ বছর বয়সি মহেন্দ্র সিং ধোনির শেষ আইপিএল। যেহেতু আইপিএল ছাড়া অন্য কোনো টুর্নামেন্টে প্রাক্তন এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান খেলছেন না, তাই আইপিএল দিয়েই হয়তো সব ধরনের ক্রিকেটকে বিদায় বলবেন ধোনি। কৌতূহল থেকেই হোক কিংবা অন্য যে কারণেই হোক, টসের সময়, ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণীতে চেন্নাই অধিনায়ককে তাঁর বিদায় প্রসঙ্গে প্রশ্ন শুনতে হয়। ধোনিকে বারবার এই প্রশ্ন করায় বিরক্ত প্রাক্তন ওপেনার বীরেন্দ্র শেহওয়াগ। গতকাল লক্ষ্ণৌর বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল চেন্নাই। সেখানে টসের সময় ধারাভাষ্যকার ড্যানি মরিসন ধোনিকে বলেন, ‘‘ধোনি, কেরিয়ারের শেষ সফরটা কেমন উপভোগ করছ?’’ ধোনি মরিসনের এই প্রশ্নে বরাবরের মতোই সরাসরি উত্তর দেননি। উল্টো তির্যক মন্তব্যে বলেন, ‘‘তাহলে আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছেন, এটাই আমার শেষ।’’ ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার ও ধোনির প্রাক্তন সতীর্থ বারবার এই প্রশ্ন করার অর্থ খুঁজে পাচ্ছেন না। ক্রিকবাজের একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, ‘‘আমি আসলে বুঝতে পারছি না, কেন তাঁরা ধোনিকে এই প্রশ্ন করছেন? যদি এটা ধোনির শেষ বছরও হয়, এটা কেন জিজ্ঞাসা করতে হবে? এটা তার সিদ্ধান্ত, তাকেই নিতে দিন। সম্ভবত ধোনির মুখ থেকে তাঁরা উত্তরটা পেতে চাচ্ছেন যে এটাই ধোনির শেষ মরসুম। এটা শেষ কি না, সেটা ধোনিই জানে।’’ ধোনি নিজেও অবশ্য তাঁর শেষের ইঙ্গিতই দিয়ে রেখেছেন। এবারের আইপিএল চলার সময়েই বলেছেন, ‘‘কেরিয়ারের শেষ অধ্যায় চলছে। তাই উপভোগ করাটা জরুরি।’’ অনেকে অবশ্য গত মরসুমে ধোনির শেষ দেখে ফেলেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত ধোনি এই মরসুমেও খেলছেন। এরপর আরও একটা মরসুম খেলাও অবশ্য অস্বাভাবিক নয়। কারণ, এই বয়সেও তাঁর ব্যাটিংয়ের ধার কমেনি। এবারের মরসুমে ১০ ম্যাচে ৬ ইনিংস ব্যাট করে রান তুলেছেন ২১১.৪৩ স্ট্রাইক রেটে।

রেকর্ড গড়া হলান্ডকে গার্ড অব অনার দিল ম্যানচেস্টার সিটি

ম্যানচেস্টার, ৪ মেঃ অনেকে যা দীর্ঘ কেরিয়ার শেষেও পান না, ম্যানচেস্টার সিটিতে তা প্রথম মরসুমেই পেয়ে গেলেন আর্লিং হলান্ড। ২২ বছর বয়সি নরওয়েজিয় তারকাকে গতকাল গার্ড অব অনার দিয়েছে সিটি। ওয়েস্ট হামের বিপক্ষে সিটির ৩-১ ব্যবধানের জয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন হলান্ড। যা এবারের প্রিমিয়ার লিগে তাঁর ৩৫তম গোল। লিগ ইতিহাসে এটিই এক মরসুমে কোনো খেলোয়াড়ের সর্বোচ্চ গোল। ৩৪ গোল নিয়ে এত দিন যৌথভাবে শীর্ষে ছিলেন অ্যালান শিয়ারার ও অ্যান্ডি কোল। ১৯৯৩-৯৪ ও ১৯৯৪-৯৫ মরসুমে দল ছিল মোট ২২টি করে। শিয়ারার ও কোল ম্যাচ পেয়েছিলেন ৪২টি করে। এবার সিটির ৩৩তম ম্যাচে তাদের পেরিয়ে গেলেন হলান্ড। এমন এক দারুণ অর্জনের স্বীকৃতি হিসেবে মাঠ ছেড়ে যাওয়ার সময় গার্ড অব অনার পান হলান্ড। কোচ পেপ গার্দিওলাসহ কোচিং স্টাফের সব সদস্য ও খেলোয়াড়রা দুই পাশে দাঁড়িয়ে হলান্ডকে পিঠ চাপড়ে অভিনন্দন জানান। পরে সিটি কোচ গার্দিওলা বলেন, ‘‘এটা ওর প্রাপ্য ছিল। সে বিশেষ ধরনের স্ট্রাইকার। ওকে পেয়ে আমরা খুবই খুশি। একদিন লিগে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডটাও ভেঙে যাবে, সম্ভবত ও-ই ভাঙবে। এই ধরনের বিশেষ উপলক্ষ এলে সেটা যে বিশেষ কিছু তা দেখাতে হয়।’’ লিগের মাঝপথে ‘গার্ড অব অনার’ পেয়ে যারপরনাই আনন্দিত হলান্ড, ‘‘এটা আমার জন্য বিশেষ রাত, বিশেষ মুহূর্ত। আমি খুবই খুশি এবং গর্বিত। গার্ড অব অনারের সময় সবাই যেভাবে পিঠ চাপড়াচ্ছিল, ব্যথাও লেগেছে।’’ দল থেকে বিশেষ সম্মান পাওয়ার পরও অবশ্য বাস্তবতায় পা রাখছেন হলান্ড। মরসুমে এখনো কোনো শিরোপা জেতেনি ম্যানচেস্টার সিটি। তবে সম্ভাবনা আছে ট্রেবলের। এই মুহূর্তে প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে আছে সিটি। জায়গা করে নিয়েছে চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনাল আর এফএ কাপের ফাইনালে। হলান্ড এখন মরসুমটা দারুণভাবে শেষ করার অপেক্ষায়, ‘‘এখন একেকটা করে ম্যাচের দিকে তাকাতে হবে। দল ভালো করছে, আমিও খুশি।’’

সৌদি আরব-মেসি সম্পর্কের নেপথ্যে কী

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

লিওনেল মেসির খেলোয়াড়ি জীবনে এ এক বিরল ঘটনা। ম্যাচে কার্ড দেখে শাস্তি পেয়ে যেকোনো খেলোয়াড়ই নিষিদ্ধ হতে পারেন। মেসিও হয়েছেন। কিন্তু তাঁর মতো খেলোয়াড় ক্লাবের শৃঙ্খলা ভেঙে নিষিদ্ধ হয়েছেন, এটা একটু অভাবনীয়ই। সেই শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনাটাও আবার কী-অনুমতি ছাড়া অনুশীলন বাদ দিয়ে সৌদি আরব সফর। আচ্ছা, মেসি কি জানতেন না, এই কাজটা করলে তাঁকে শাস্তি পেতে হবে? হয়তো জানতেন, কিংবা না জানলেও এ রকম কিছু যে হতে পারে, সেটা তাঁর অনুমিতই ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, তারপরও মেসি কেন এই ঝুঁকিটা নিলেন? সৌদি আরবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি এতই গভীর, যার জন্য নিষিদ্ধ হতেও আপত্তি নেই মেসির, আপত্তি নেই ভাবমূর্তি নষ্ট করতেও! সম্পর্কটা আসলে টাকার। মেসি সৌদি আরবের পর্যটনদূত হিসেবে চুক্তি করেছেন ২০২২ সালের মে মাসে। তাঁর কাজ হচ্ছে, সৌদি আরবকে আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে উপস্থাপন করা। এ জন্য তিনি কত টাকা পাচ্ছেন কিংবা চুক্তিটা কয় বছর মেয়াদি, এটা আসলে নিশ্চিত করে কেউ জানাতে পারেনি। দূত হওয়ার খবরটি ছাড়া মেসি-সৌদি সরকার চুক্তির বাকি সবকিছুই গোপন রেখেছে। রাজতন্ত্রে এটাই স্বাভাবিক, স্বাভাবিক খেলোয়াড়দের বাণিজ্যিক চুক্তির ব্যাপারেও। তবে ২০২১ সালে যুক্তরাজ্যের দ্য টেলিগ্রাফ-এর এক খবরে বলা হয়েছিল, ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকে সৌদি আরবের দূত হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এ জন্য প্রতিবছর তাঁকে ৬০ লাখ ইউএস ডলার দেওয়া হবে। তবে পর্তুগিজ তারকা ওই সময় প্রস্তাবটি গ্রহণ করেননি। কয়েকটি সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়াবিষয়ক ওয়েবসাইট দ্য অ্যাথলেটিক জানিয়েছে, সৌদি আরবের সঙ্গে মেসির পর্যটন চুক্তির আর্থিক মূল্য রোনাল্ডোকে দেওয়া প্রস্তাবের চেয়ে সম্ভবত পাঁচ গুণ বেশি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে, শুধু পর্যটনদূত হওয়ার জন্য এত টাকা সৌদি আরব কেন দিচ্ছে মেসিকে? উত্তরটা খোঁজার চেষ্টা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের দ্য অ্যাথলেটিকসহ ইউরোপের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম। গত বছরই কাতার বিশ্বকাপ চলার সময় ব্রিটিশ দৈনিক গার্ডিয়ান-এর এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, মেসিকে পর্যটনদূত করা আসলে সৌদি আরবের বিশাল ও দীর্ঘমেয়াদি এক পরিকল্পনার অংশ। যে পরিকল্পনার আনুষ্ঠানিক নাম ‘ভিশন ২০৩০’। সৌদি আরবের পর্যটনমন্ত্রী আহমেদ আল-খাতিবের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে তাঁর দেশকে বিশ্বের অন্যতম

সেরা পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে সারা বিশ্বের কাছে উপস্থাপন করা হচ্ছে ‘ভিশন ২০৩০’-এর লক্ষ্য। তবে গার্ডিয়ান ও অ্যাথলেটিক দাবি করছে, এর ভেতরে আছে আরও অনেক কিছু। রাষ্ট্র হিসেবে সৌদি আরবের ভাবমূর্তি বিশ্বের কাছে খুব একটা উজ্জ্বল নয়। মানবাধিকার সূচকে এই দেশটির অবস্থা নিচের দিকে। সাংবাদিক জামাল খাসোগিকে হত্যা, নারী অধিকার খর্ব করা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, এলজিবিটি সম্প্রদায়ের প্রতি কঠোর আচরণ, প্রশ্নবিদ্ধ বিচারব্যবস্থা, অভিবাসী শ্রমিকদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ ও ইয়েমেন যুদ্ধে ভূমিকাসহ নানা কারণে প্রশ্নবিদ্ধ সৌদি আরব। সৌদি আরবের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী চায় এসব আড়াল করে দেশটির ইতিবাচক ভাবমূর্তি বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে। সেটা করার একটা বড় উপায় হচ্ছে বৈশ্বিক খেলাধুলার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠা। সেই চেষ্টার অংশ হিসেবেই এরই মধ্যে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব নিউক্যাসলকে কেনা হয়েছে সৌদির রাষ্ট্রীয় তহবিল ‘পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডে’র (পিআইএফ) অর্থায়নে, একই সংস্থার অর্থায়নে পেশাদার গলফের সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট পিজিএ ট্যুরের প্রতিদ্বন্দ্বি হিসেবে এলআইভি গলফ ট্যুর চালু করেছে সৌদি আরব, যা গলফ বিশ্বকেই দুই ভাগ করে দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, নিয়মিত আন্তর্জাতিক গলফ ও ফর্মুলা ওয়ান টুর্নামেন্ট আয়োজন করা ছাড়াও ২০১৯ সালে জেদ্দায় আয়োজন করা হয়েছে অ্যান্থনি জশুয়া ও ওলেকসান্দার ওসিকের মধ্যে হেভিওয়েট বক্সিং লড়াইও। যে লড়াই একসঙ্গে বসে দেখেছেন সৌদি যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ বিন সালমান ও ফিফা সভাপতি জিয়ানি ইনফান্তিনো। এমনকি সম্প্রতি বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট লিগ আয়োজনের ভাবনার কথাও জানিয়েছে সৌদি আরব। এ জন্য সৌদি সরকারের প্রতিনিধিদল এরই মধ্যে আইপিএল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকও করেছে। কাতার বিশ্বকাপের সময় দ্য অ্যাথলেটিক এক প্রতিবেদনে দাবি করেছে, সৌদি আরবের এই বিশাল পরিকল্পনাতে একটা বড় ভূমিকায় থাকবেন মেসি। প্রতিবেশী দেশ কাতার যেমন ২০২২ বিশ্বকাপের আয়োজক হয়েছে, সৌদি আরবও তেমনি ২০৩০ বিশ্বকাপের আয়োজক হতে চায়। আর সে জন্য প্রধান প্রচারদূত হিসেবে ব্যবহার করতে চায় মেসিকে। সে জন্যই মেসিকে অঢেল টাকা দেওয়া হচ্ছে। অঙ্কটা এত বড় বলেই নিষিদ্ধ হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও অনুশীলন ফেলে সৌদিতে যাচ্ছেন মেসি। ইনস্টাগ্রামে মরুর দেশের সবুজ গাছের ছবিটবিও দিচ্ছেন। আপাতত শুধু সফরে যাচ্ছেন, তবে ইউরোপীয় সংবাদমাধ্যমে গুঞ্জন, মেসির পিএসজি-অধ্যায় এই মরসুমেই শেষ। এর পরের গন্তব্য হিসেবে বার্সেলোনায় ফেরার কথা আসছে বটে, তবে পাশাপাশি এসেছে সৌদি ক্লাব আল হিলাল থেকে বিশাল অঙ্কের প্রস্তাবের কথাও। গতকালই যেমন স্প্যানিশ রেডিও ওন্দা সেরো এক প্রতিবেদনে দাবি করেছে, মেসি বার্সেলোনায় ফিরলেও সেটা হবে শুধু এক মরসুমের জন্য। পরের বছরই তিনি আল হিলালে যাবেন, সঙ্গে যেতে পারেন বার্সেলোনায় তাঁর আরও দু-একজন ঘনিষ্ঠ সতীর্থ। তখন মেসিই হবেন সৌদি আরবের ফুটবলের পোস্টার বয়। মেসির মতো একজন খেলোয়াড়ের এভাবে সৌদি আরবের মতো একটা দেশের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া মানতে পারছেন না অনেকেই। গত বছর যখন মেসি চুক্তিটা করেন, তখন সৌদি রাজতন্ত্রের নির্যাতনের শিকার হওয়া এক দল ব্যক্তি মানবাধিকার সংস্থা গ্র্যান্ট লিবার্টির মাধ্যমে মেসির কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে তাঁকে এসব বিষয়ে না জড়াতে অনুরোধ করেছিলেন। সৌদি সরকারের সঙ্গে লিওনেল মেসির এই পর্যটন চুক্তির সমালোচনা করেছেন খালিদ আল-জাবরি নামের এক সৌদি নাগরিক, যাঁর বাবা ড. সাদ আল-জাবরি সৌদি গোয়েন্দা সংস্থার প্রাক্তন কর্মকর্তা। খালিদের দুই ভাই-বোন এখনো সৌদির কারাগারে বন্দী। দ্য অ্যাথলেটিককে দেওয়া সাক্ষাকারে খালিদ বলেছেন, ‘‘আমি যে সমস্যাটা দেখতে পাচ্ছি, সেটা হলো খেলাধুলা দিয়ে সবকিছু ঢেকে দেওয়ার প্রচেষ্টা! এর হাতিয়ার হিসেবে মেসি নিজেকে ব্যবহারের সুযোগ করে দিচ্ছেন সৌদি আরবকে।’’ মেসি কি আসলেই সৌদি আরবের হাতিয়ার হয়ে উঠছেন?

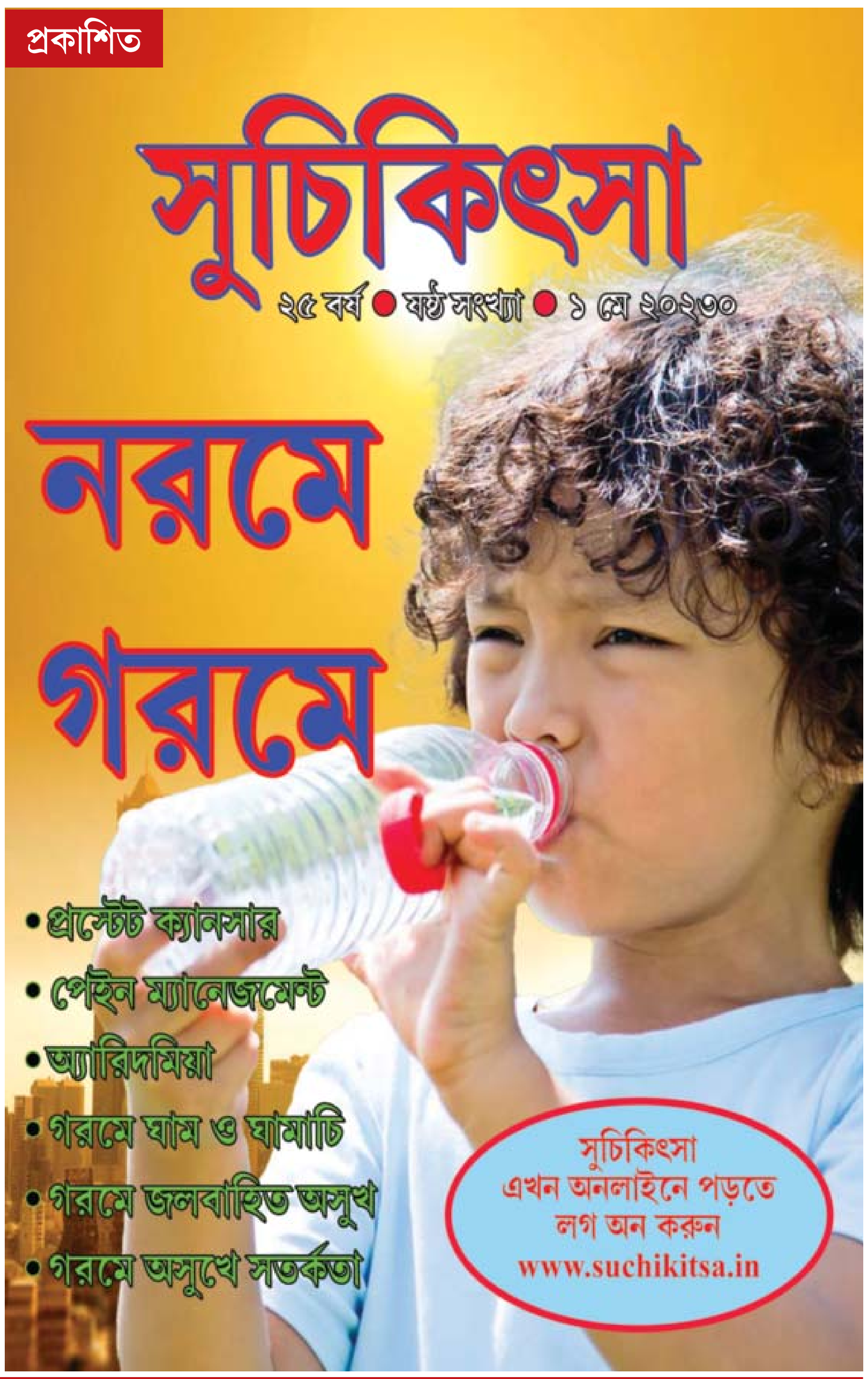

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501